



৯২ জন বুয়ুর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বাণী সমগ্র এবং  
মাগফিরাতের ঘটনা সম্বলিত ১১১টি কিতাব থেকে  
সংকলিত অন্যান্য কিতাব

# ১৫২টি বহুসংখ্যক ভাষা ঘটনা



৯২ জন বুয়ুর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বাণী সমগ্র এবং মাগফিরাতের ঘটনা  
সম্বলিত ১১১টি কিতাব থেকে সংকলিত অন্যান্য কিতাব

# ১৫২টি বহমতে ডরা ঘটনা

সংকলক :

মাদানী ওলামা (কিতাব অনুবাদ বিভাগ)

উপস্থাপনায় :

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দাওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

কিতাবের নাম : ১৫২টি রহমতে ভরা ঘটনা

উপস্থাপনায় : আল মদীনা তুল ইলমিয়া মজলিশ  
(কিতাব অনুবাদ বিভাগ)

প্রকাশকাল : রবিউল আখির ১৪৪০ হিজরি, ডিসেম্বর ২০১৯ ইং।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

### সত্যায়ন পত্র

তারিখ- ১ রবিউল আখির, ১৪২৩ হিজরি

সূত্র:-১৭০

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে,

## “১৫২টি রহমতে ভরা ঘটনা”

(প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) কিতাবটির উপর কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিশ এর আক্বীদা, কুফরী ইবারত, নৈতিকতা, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি সম্পর্কে যথাসাধ্য পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা বাইন্ডিং এর ভুলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

(০৭-০৩-২০১১)

Email:-[Ilmia@dawateislami.net](mailto:Ilmia@dawateislami.net)

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
এই কিতাব পাঠ করার ১২টি নিয়ত	১	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৭
আল্ মদীনা তুল ইলমিয়া	২	(৫) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা	২৮
প্রথমে এই অংশটি পড়ে নিন	৪	ওসমান বিন আফফান <small>رضي الله عنه</small>	
(১) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা	১২	জীবনী:	২৮
আবু বকর সিদ্দীক <small>رضي الله عنه</small>		উক্তি সমূহ:	২৯
জীবনী:	১২	(৫) রহমতে ভরা ঘটনা	২৯
উক্তি সমূহ:	১৩	সবুজ পোশাক:	২৯
(১) রহমতে ভরা ঘটনা	১৩	(৬) হযরত সায্যিদুনা আবু ইসমাইল	৩০
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:		মুররাহ বিন শারাহীল <small>رضي الله عنه</small>	
(২) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা	১৫	জীবনী:	৩০
ওমর বিন খাত্তাব <small>رضي الله عنه</small>		(৬) রহমতে ভরা ঘটনা	৩০
জীবনী:	১৫	নূরানী কপাল:	৩০
মাদানী ফুল:	১৬	(৭) রহমতে ভরা ঘটনা	৩০
উক্তি সমূহ:	১৮	(৭) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা	৩১
মাদানী ফুল:	১৮	ওমর বিন আবদুল আযীয <small>رضي الله عنه</small>	
(২) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯	জীবনী:	৩১
আমার কেলাফত আমাকে নিয়ে ডুবতো:	১৯	উক্তি সমূহ:	৩২
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২০	(৮) রহমতে ভরা ঘটনা	৩২
(৩) হযরত সায্যিদুনা সাআব বিন	২০	জান্নাতে আদন:	৩২
জাহামা বিন কায়স লাইছী <small>رضي الله عنه</small>		(৯) রহমতে ভরা ঘটনা	৩৩
জীবনী:	২০	উত্তম আমল হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা করা:	৩৩
(৩) রহমতে ভরা ঘটনা	২১	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৩৩
ইস্তিকালের পর ঘরে সংঘটিত ঘটনাগুলো	২১	(৮) হযরত সায্যিদুনা জরীর বিন আতিয়া	৩৪
বলে দিলেন:		বিন হোযায়ফা <small>رضي الله عنه</small>	
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৩	জীবনী:	৩৪
(৪) হযরত সায্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ	২৪	(১০) রহমতে ভরা ঘটনা	৩৪
সালমান ফারসী <small>رضي الله عنه</small>		তাকবীরের কারণে ক্ষমা:	৩৪
জীবনী:	২৪	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৩৫
ওফাত:	২৫	(৯) হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন	৩৬
উক্তি সমূহ:	২৬	সীরীন <small>رضي الله عنه</small>	
(৪) রহমতে ভরা ঘটনা	২৭	জীবনী:	৩৬
তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) কে	২৭	উক্তি সমূহ:	৩৬
সর্বোত্তম পেয়েছি:		(১১) রহমতে ভরা ঘটনা	৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭০ স্তর উঁচু মর্যাদায় উল্লীর্ণ:	৩৭	জীবনী:	৫৩
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৩৮	উক্তি সমূহ:	৫৪
(১০) হযরত সায্যিদুনা আবু সাঈদ হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৩৯	(১৮) রহমতে ভরা ঘটনা	৫৪
জীবনী:		৩৯	নেককারদের মজলিশের মতো কোন মজলিশ দেখিনি:
উক্তি সমূহ:	৪০	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৫৪
হাসান বসরীকে সুসংবাদ দাও!	৪১	জান্নাহী হয়ে গেলেন:	৫৫
(১২) রহমতে ভরা ঘটনা	৪১	(১৫) হযরত সায্যিদুনা মনছুর বিন মুতামির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৫৬
আখিরাতের ভাবনা ও খোদাভীরতা:	৪১	জীবনী:	৫৬
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৪২	গাছের কাণ্ড:	৫৬
(১৩) রহমতে ভরা ঘটনা	৪৩	(১৯) রহমতে ভরা ঘটনা	৫৭
আসমান সমূহের দরজাগুলো খুলে গেলো:	৪৩	(১৬) হযরত সায্যিদাতুনা রাবেয়া আদাবীয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৫৭
(১৪) রহমতে ভরা ঘটনা	৪৪	জীবনী:	৫৭
জান্নাতের বাদশাহ:	৪৪	সারা রাত ইবাদত:	৫৮
(১১) হযরত সায্যিদুনা রজা বিন হায়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৪৪	উক্তি সমূহ:	৫৮
জীবনী:		৪৪	অবকাশ খুবই অল্প:
উক্তি সমূহ:	৪৬	(২০) রহমতে ভরা ঘটনা	৫৯
(১৫) রহমতে ভরা ঘটনা	৪৬	কিছুক্ষণ সময়ের ভয়	৫৯
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৪৭	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৬০
(১২) হযরত সায্যিদুনা আবু ইয়াহিয়া সালামা বিন কুহাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৪৮	(২১) রহমতে ভরা ঘটনা	৬১
জীবনী:		৪৮	নূরানী পাত্র:
(১৬) রহমতে ভরা ঘটনা	৪৯	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৬২
দয়াময় প্রতিপালক:	৪৯	(১৭) হযরত সায্যিদুনা আইয়ুব বিন মিসকীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৬২
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৫০	জীবনী:	৬২
(১৩) হযরত সায্যিদুনা আবু মুস্তাহিল কুমাইত বিন যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৫০	(২২) রহমতে ভরা ঘটনা	৬৩
জীবনী:		৫০	নামায রোযার বরকত
(১৭) রহমতে ভরা ঘটনা	৫১	(১৮) সায্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৬৩
নবী-পরিবারের প্রশংসা ক্ষমার কারণ হয়ে গেলো:	৫১	জীবনী:	৬৩
(১৪) হযরত সায্যিদুনা আবু ইয়াহিয়া মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	৫৩	উক্তি সমূহ:	৬৫
		৫৩	মাদানী অনুরোধ:

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২৩) রহমতে ভরা ঘটনা	৬৫	(৩১) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৫
আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন:	৬৫	দ্বিতীয় পা জান্নাতে:	৭৫
(১৯) হযরত সাযিয়দুনা আবু সালামাহ মাসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৬৬	(৩২) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৭
জীবনী:	৬৬	রাতে ইবাদত করার কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে:	৭৭
উক্তি সমূহ:	৬৬	(২৩) হযরত সাযিয়দুনা হাম্মাম বিন ইয়াহিয়া বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৭৭
(২৪) রহমতে ভরা ঘটনা	৬৭	জীবনী:	৭৭
আসমানবাসীদের আনন্দ:	৬৭	(৩৩) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৮
(২০) হযরত সাযিয়দুনা আবু আমর ইমাম আওয়ামী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৬৮	খোটা দানকারী জান্নামে:	৭৮
জীবনী:	৬৮	(২৪) হযরত সাযিয়দুনা দাউদ বিন নুছাইর তায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৭৮
উক্তি সমূহ:	৬৮	জীবনী:	৭৮
(২৫) রহমতে ভরা ঘটনা	৬৯	উক্তি সমূহ:	৭৯
ওলামাদের মর্যাদা:	৬৯	(৩৪) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৯
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৭০	আখিরাতে মঙ্গল:	৭৯
(২১) হযরত সাযিয়দুনা আবু বোস্তাম ইমাম ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৭০	(৩৫) রহমতে ভরা ঘটনা	৮০
জীবনী:	৭০	স্বাগতম জানানোর জন্য জান্নাত সাজানো হয়েছে:	৮০
(২৬) রহমতে ভরা ঘটনা	৭১	(২৫) হযরত সাযিয়দুনা হাম্মাদ বিন সালামাহ বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৮০
হাদীসের খেদমত করার কারণে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন:	৭১	জীবনী:	৮০
(২২) হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান বিন সাল্দ ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৭২	উক্তি সমূহ:	৮১
জীবনী:	৭২	(৩৬) রহমতে ভরা ঘটনা	৮১
উক্তি সমূহ:	৭৩	জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করেছেন:	৮১
(২৭) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৪	(২৬) হযরত সাযিয়দুনা হাসান বিন সালিহ বিন হাই رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	৮২
দিনে দুইবার আল্লাহর দর্শন:	৭৪	জীবনী:	৮২
(২৮) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৪	উক্তি সমূহ:	৮৩
হাদীস অবশেষের কারণে ক্ষমা:	৭৪	(৩৭) রহমতে ভরা ঘটনা	৮৩
(২৯) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৪	সর্বোৎকৃষ্ট আমল:	৮৩
হযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নৈকট্য:	৭৪	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৮৪
(৩০) রহমতে ভরা ঘটনা	৭৫	(৩৮) রহমতে ভরা ঘটনা	৮৪
তাকওয়ার কারণে মুক্তি লাভ:	৭৫	অধিক হারে কান্নাকাটি করার কারণে ক্ষমা:	৮৪
উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:	৭৫		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২৭) হযরত সায্যিদুনা খলীল বিন আহমদ বিন আমর বিন তামীম আল ফারাহীদী	৮৫	(৪৫) রহমতে ভরা ঘটনা	৯৫
জীবনী:		মহান ক্ষমা:	৯৫
উক্তি সমূহ:		ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৯৫
(৩৯) রহমতে ভরা ঘটনা	৮৬	(৪৬) রহমতে ভরা ঘটনা	৯৬
উত্তম আমল:	৮৬	হাদীসের জন্য সফর:	৯৬
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৮৭	(৩২) হযরত সায্যিদুনা আবু মুয়াবিয়া ইয়াযীদ বিন যুরাই <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	৯৬
(২৮) হযরত সায্যিদুনা ইমাম মালিক বিন আনাস <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	৮৮	জীবনী:	৯৬
জীবনী:		(৪৭) রহমতে ভরা ঘটনা	৯৭
উক্তি সমূহ:		বেশি বেশি নফল আদায় জান্নাতে নিয়ে গেলো:	৯৭
(৪০) রহমতে ভরা ঘটনা	৮৯	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	৯৭
জানাযা দেখে দোয়া পাঠ করার বরকত:	৮৯	(৩৩) হযরত সায্যিদুনা খালিদ বিন হারিছ হজাইমী <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	৯৮
(২৯) হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবু বিশর সিবুওয়াইহ <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	৮৯	জীবনী:	৯৮
জীবনী:		(৪৮) রহমতে ভরা ঘটনা	৯৯
(৪১) রহমতে ভরা ঘটনা	৯০	আখিরাতের ব্যাপারটি খুবই জটিল, কিন্তু আমার ক্ষমা হয়ে গেলো:	৯৯
ইমামুন নাহুর ক্ষমার কারণ:	৯০	(৩৪) হযরত সায্যিদুনা আবু আলী ফুয়াইল বিন ইয়ায <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	৯৯
(৩০) হযরত সায্যিদুনা বিশর বিন মনছু সালীমী <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	৯০	জীবনী:	৯৯
জীবনী:		মাদানী ফুল:	১০১
মাদানী ফুল:		উক্তি সমূহ:	১০২
উক্তি সমূহ:	৯১	(৪৯) রহমতে ভরা ঘটনা	১০২
(৪২) রহমতে ভরা ঘটনা	৯২	বিপদে ধৈর্যধারণ:	১০২
অবস্থা সহজ পেয়েছি:	৯২	(৩৫) হযরত সায্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ ইমাম মুহাম্মদ <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	১০৩
(৩১) হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>	৯৩	জীবনী:	১০৩
জীবনী:		উক্তি সমূহ:	১০৪
উক্তি সমূহ:		(৫০) রহমতে ভরা ঘটনা	১০৪
(৪৩) রহমতে ভরা ঘটনা	৯৪	আমার রুহ বের হলো কখন:	১০৪
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে ক্ষমা:	৯৪	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১০৫
(৪৪) রহমতে ভরা ঘটনা	৯৪	(৫১) রহমতে ভরা ঘটনা	১০৫
উত্তম বন্ধু		ইমাম আযম <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small> আলা ইল্লীইনের তথা উচ্চ স্থানে:	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৩৬) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইয়াহিয়া বিন খালিদ বারমাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১০৬	ভাল পথক্তিমাল্লা ক্ষমার মাধ্যম হয়ে গেলো:	১১৮
জীবনী:	১০৬	(৫৭) রহমতে ভরা ঘটনা	১১৮
উক্তি সমূহ:	১০৬	ক্ষমা করার কারণ:	১১৮
(৫২) রহমতে ভরা ঘটনা	১০৭	(৪১) হযরত সাযিয়্যুদুনা মারুফ বিন ফিরোয করখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১১৯
আলিমে দীনদের খেদমত করার প্রতিদান:	১০৭	জীবনী:	১১৯
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১০৭	উক্তি সমূহ:	১১৯
(৩৭) হযরত সাযিয়্যুদুনা মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ওয়াসেতী জীবনী:	১০৮	আল্লাহর প্রেমে বিভোর:	১২০
জীবনী:	১০৮	(৫৮) রহমতে ভরা ঘটনা	১২১
(৫৩) রহমতে ভরা ঘটনা	১০৮	অভাবীদের প্রতি ভালবাসা:	১২১
আল্লাহর অলীর দোয়ার প্রভাব:	১০৮	(৪২) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১২২
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১০৯	জীবনী:	১২২
(৩৮) হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান বিন কাসেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১১০	উক্তি সমূহ:	১২২
জীবনী:	১১০	(৫৯) রহমতে ভরা ঘটনা	১২৩
উক্তি সমূহ:	১১১	স্বর্ণের আসন:	১২৩
(৫৪) রহমতে ভরা ঘটনা	১১১	(৬০) রহমতে ভরা ঘটনা	১২৩
ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরী:	১১১	দরুদ শরীফের কারণে ক্ষমা:	১২৩
(৩৯) হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১১১	(৪৩) হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু খলিদ ইয়াযীদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১২৪
জীবনী:	১১১	জীবনী:	১২৪
জ্ঞানের সমুদ্র:	১১২	উক্তি সমূহ:	১২৫
জীবনকে ভাগ করে নিলেন:	১১২	(৬১) রহমতে ভরা ঘটনা	১২৫
আল্লাহর ভয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন:	১১৩	কবর জান্নাতের বাগান সমূহ থেকে একটি বাগান:	১২৫
মাদানী ফুল:	১১৩	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১২৫
উক্তি সমূহ:	১১৪	(৬২) রহমতে ভরা ঘটনা	১২৬
(৫৫) রহমতে ভরা ঘটনা	১১৫	যিকিরের মাহফিলে যোগদানের ফযীলত:	১২৬
সবচেয়ে উত্তম আমল:	১১৫	(৬৩) রহমতে ভরা ঘটনা	১২৭
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১১৫	দ্বিগুণ সাওয়াব দান করলেন:	১২৭
(৪০) শায়ের আবু নুওয়াস হাসান বিন হানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১১৬	(৪৪) হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু সোলায়মান আবদুর রহমান বিন আহমদ বিন আতিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১২৮
জীবনী:	১১৬	জীবনী:	১২৮
আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও করুণা অত্যন্ত মহান	১১৭	উক্তি সমূহ:	১২৯
(৫৬) রহমতে ভরা ঘটনা	১১৮		



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্তরে সৃষ্টি জগতের খেয়াল:	১৩১	(৭২) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪১
(৬৪) রহমতে ভরা ঘটনা	১৩১	কখনো হক আদায় করতে পারতে না:	১৪১
ক্ষমা হয়ে গেছে:	১৩১	(৭৩) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪১
(৪৫) হযরত সাযিয়্যুনা যোবায়দা বিনতে جَزْءُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৩২	আল্লাহর প্রিয়ভাজন	১৪১
জীবনী:	১৩২	(৭৪) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪২
(৬৫) রহমতে ভরা ঘটনা	১৩৩	জান্নাতী নেয়ামত সমূহের দস্তুরখানা:	১৪২
ভাল নিয়্যতের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হলো	১৩৩	(৪০) হযরত সাযিয়্যুনা আবু নছর আবদুর মালিক বিন আবদুর আযীয তাম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৪৩
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৩৩	জীবনী:	১৪৩
(৬৬) রহমতে ভরা ঘটনা	১৩৪	(৭৫) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪৩
আযানকে সম্মান করার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো:	১৩৪	ঈর্ষ ও অভাবের প্রতিদান:	১৪৩
(৬৭) রহমতে ভরা ঘটনা	১৩৫	(৫০) হযরত সাযিয়্যুনা আবু আলী হাসান বিন ঈসা নিশাপুরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৪৪
চারটি দোয়ার কলেমা:	১৩৫	জীবনী:	১৪৪
(৪৬) হযরত সাযিয়্যুনা ফাতাহ বিন সান্দদ মাওছেলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৩৬	(৭৬) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪৫
জীবনী:	১৩৬	জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা:	১৪৫
উক্তি সমূহ:	১৩৬	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৪৫
(৬৮) রহমতে ভরা ঘটনা	১৩৬	(৫১) হযরত সাযিয়্যুনা আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া বিন মাস্নিন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৪৬
রক্তের অশ্রু:	১৩৬	জীবনী:	১৪৬
(৪৭) হযরত সাযিয়্যুনা আবু ফাইয়ায যুনযুন মিসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৩৭	ওফাত:	১৪৭
জীবনী:	১৩৭	উক্তি সমূহ:	১৪৭
উক্তি সমূহ:	১৩৮	(৭৭) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪৭
(৬৯) রহমতে ভরা ঘটনা	১৩৮	৩০০ হরের সাথে বিবাহ:	১৪৭
তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন:	১৩৮	(৫২) হযরত সাযিয়্যুনা সোলায়মান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৪৮
(৪৮) হযরত সাযিয়্যুনা বিশর বিন হারেছ হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৩৯	জীবনী:	১৪৮
জীবনী:	১৩৯	(৭৮) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪৮
উক্তি সমূহ:	১৩৯	কিতাব সমূহকে সম্মান করার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো:	১৪৮
(৭০) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪০	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৪৯
শিম খাওয়ার আকাংখা:	১৪০	(৫৩) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	১৫০
(৭১) রহমতে ভরা ঘটনা	১৪০	জীবনী:	১৫০
জানাযার সাথে যাওয়া লোকদের ক্ষমা:	১৪০		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উক্তি সমূহ:	১৫১	জীবনী:	১৬২
মাদানী ফুল:	১৫১	জ্ঞানের ভান্ডার:	১৬২
(৭৯) রহমতে ভরা ঘটনা	১৫১	ওস্তাদের প্রতি সম্মান:	১৬৩
আল্লাহর কালাম কদীম:	১৫১	ওফাত:	১৬৩
(৫৪) হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুছাফ্ফা বিন বুলবুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৫৩	(৮৬) রহমতে ভরা ঘটনা	১৬৪
জীবনী:	১৫৩	জান্নাত বৈধ ঘোষণা দিলেন:	১৬৪
(৮০) রহমতে ভরা ঘটনা	১৫৩	(৬১) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইসমাদিল বিন বুলবুল শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৬৪
সুন্নাতের অনুসারী	১৫৩	জীবনী:	১৬৪
(৫৬) হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু মুহাম্মদ ইয়াহিয়া বিন আকছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৫৫	কষ্ট দায়ক মৃত্যু:	১৬৫
জীবনী:	১৫৫	(৮৭) রহমতে ভরা ঘটনা	১৬৫
উক্তি সমূহ:	১৫৫	নির্যাতন সহ্য করার কারণে ক্ষমা:	১৬৫
(৮২) রহমতে ভরা ঘটনা	১৫৬	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৬৬
বাহ! এ তো আনন্দের কথা:	১৫৬	(৬২) হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু কাসেম জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৬৬
(৫৭) হযরত সাযিয়্যুদুনা হারেছ বিন মিসকীন উমাবী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৫৭	জীবনী:	১৬৬
জীবনী:	১৫৭	কেবল সত্য কথাই বলি:	১৬৭
(৮৩) রহমতে ভরা ঘটনা	১৫৮	সত্যবাদীতা কী?	১৬৮
সুপারিশ কবুল করা হলো:	১৫৮	ঐশী বাণী:	১৬৮
(৫৮) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইমাম বুখারী শফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৫৮	উক্তি সমূহ:	১৬৮
জীবনী:	১৫৮	(৮৮) রহমতে ভরা ঘটনা	১৬৯
উক্তি সমূহ:	১৫৯	ভোরের তাসবীহগুলোই কাজে এলো:	১৬৯
(৮৪) রহমতে ভরা ঘটনা	১৬০	(৮৯) রহমতে ভরা ঘটনা	১৬৯
রাসূলের দরবারে ইমাম বুখারীর জন্য অপেক্ষা:	১৬০	ভোরারতের রাকাতগুলোই কাজে এসে গেছে:	১৬৯
(৫৯) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইমাম সাররী সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৬০	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৭০
জীবনী:	১৬০	(৬৩) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইউসুফ বিন হোসাইন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৭১
উক্তি সমূহ:	১৬১	জীবনী:	১৭১
(৮৫) রহমতে ভরা ঘটনা	১৬১	উক্তি সমূহ:	১৭১
প্রাদটীকায় নাম লিখা ছিলো:	১৬১	(৯০) রহমতে ভরা ঘটনা	১৭১
(৬০) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৬২	গান্ধীর্বতার সুফল:	১৭১
		ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৭২
		(৬৪) হযরত সাযিয়্যুদুনা খাইরুন নাসুসাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	১৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবনী:	১৭৩	(৬৯) হযরত সায্যিদুনা আবু বকর	১৮৪
ওফাতের পূর্বে নামায আদায় করা:	১৭৩	আহমদ বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	
(৯১) রহমতে ভরা ঘটনা	১৭৪	(৯৯) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮৪
নিকৃষ্ট পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়েছি:	১৭৪	(৭০) হযরত সায্যিদুনা আহমদ বিন	১৮৫
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৭৪	মনছুর সিরায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	
(৬৫) হযরত সায্যিদুনা ইমাম মাহামেলী	১৭৫	জীবনী:	১৮৫
বাগদাদী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ		(১০০) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮৫
জীবনী:	১৭৫	দরুদে পাকের উসিলায় ক্ষমা হয়ে গেলো:	১৮৫
ওফাত:	১৭৬		
(৯২) রহমতে ভরা ঘটনা	১৭৬	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৮৬
বালা-মুসিবত থেকে বাগদাদবাসীদের	১৭৬	(৭১) হযরত সায্যিদুনা ইমাম দারা	১৮৭
হিফাযত:		কুতনী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	
(৬৬) হযরত সায্যিদুনা আবু বকর	১৭৬	জীবনী:	১৮৭
শিবলী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ		ওফা	১৮৮
জীবনী:	১৭৬	(১০১) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮৯
উক্তি সমূহ:	১৭৭	জান্নাতে ইমাম বলেই সম্বোধন করা হয়:	১৮৯
(৯৩) রহমতে ভরা ঘটনা	১৭৮	(৭২) হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে	১৮৯
বিড়ালের প্রতি দয়া করার কারণে ক্ষমা:	১৭৮	আবু য়ায়েদ মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৭৮	জীবনী:	১৮৯
(৯৪) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮০	(১০২) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯০
সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান:	১৮০	আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে:	১৯০
(৯৫) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮০	মাদানী পরামর্শ:	১৯০
সবচেয়ে বড় ক্ষতি:	১৮০	(৭৩) হযরত সায্যিদুনা সাহাল ছ'লুকী	১৯০
(৯৬) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮১	শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	
অত্যন্ত কঠোরতার সাথে হিসাবে-নিকাশ:	১৮১	জীবনী:	১৯০
(৭৬) হযরত সায্যিদুনা আবু মুহাম্মদ	১৮১	(১০৩) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯১
আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ		শরীয়াতের মাসআলা বলার কারণে ক্ষমা:	১৯১
জীবনী:	১৮১	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৯১
(৯৭) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮২	(৭৪) হযরত সায্যিদুনা আবু আলী	১৯২
সুদর্শন বুয়ুর্গ:	১৮২	দক্কাক শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	
(৬৮) হযরত সায্যিদুনা হাফেয আবু	১৮৩	জীবনী:	১৯২
আহমদ হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ		উক্তি সমূহ:	১৯৩
জীবনী:	১৮৩	(১০৪) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯৩
(৯৮) রহমতে ভরা ঘটনা	১৮৪	ক্ষমার বিষয়টি তেমন বড় কিছু নয়:	১৯৩
নাজাতপ্রাপ্ত দল:	১৮৪	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৭৫) হযরত সায্যিদুনা ইমাম হাকিম শাফেয়ী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	১৯৪	জীবনী:	২০৩
		(১১২) রহমতে ভরা ঘটনা	২০৩
জীবনী:	১৯৪	মুহাদ্দিসদের একেক মজলিশের বিনিময়ে	২০৩
উক্তি সমূহ:	১৯৫	জান্নাতী ঘর:	
ওফাত:	১৯৬	(৮১) হুজাজাতুল ইসলাম হযরত সায্যিদুনা ইমাম গাযালী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২০৪
(১০৫) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯৬	জীবনী:	২০৪
হাদীস লিখায় মুক্তি:	১৯৬	উক্তি সমূহ:	২০৫
(৭৬) হযরত সায্যিদুনা আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ শাফেয়ী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	১৯৬	(১১৩) রহমতে ভরা ঘটনা	২০৫
জীবনী:	১৯৬	মাছির প্রতি দয়া করার বরকত:	২০৫
(১০৬) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯৭	(৮২) হযরত সায্যিদুনা কাযী ইয়ায মালিকী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২০৬
সুন্নাতের উপর আমল করার বরকত:	১৯৭	জীবনী:	২০৬
(৭৭) হযরত সায্যিদুনা খতীব বাগদাদী শাফেয়ী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	১৯৭	উক্তি সমূহ:	২০৭
জীবনী:	১৯৭	(১১৪) রহমতে ভরা ঘটনা	২০৭
(১০৭) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯৮	স্বর্ণের আসন:	২০৭
সাদা পাগড়ী ও সাদা পোশাক:	১৯৮	(৮৩) হযরত সায্যিদুনা আবদুল গনী হাম্বলী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২০৮
(১০৮) রহমতে ভরা ঘটনা	১৯৯	জীবনী:	২০৮
প্রশান্তির বাগানে:	১৯৯	উক্তি সমূহ:	২০৮
(১০৯) রহমতে ভরা ঘটনা	২০০	(১১৫) রহমতে ভরা ঘটনা	২০৯
আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন:	২০০	আরশের নিচে আসন:	২০৯
(৮৭) হযরত সায্যিদুনা আবুল কাসেম কুশাইরী শাফেয়ী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২০০	(৮৪) হযরত সায্যিদুনা খায়খ ইমাদুদ্দীন ইবরাহীম বিন আবদুল ওয়াহেদ <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২০৯
জীবনী:	২০০	জীবনী:	২০৯
উক্তি সমূহ:	২০১	(১১৬) রহমতে ভরা ঘটনা	২১০
(১১০) রহমতে ভরা ঘটনা	২০১	ইত্তিকালের পর সুবজ পাগড়ী:	২১০
পরিপূর্ণ বিশ্রাম:	২০১	(৮৫) হযরত সায্যিদুনা বাহরাম শাহ বিন ফররুখ শাহ বিন শাহেনশাহ বিন আইয়ুব <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২১১
(৭৯) হযরত সায্যিদুনা আবু সালিহ আহমদ বিন মুয়াজ্জিন <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২০২	জীবনী:	২১১
জীবনী:	২০২	(১১৭) রহমতে ভরা ঘটনা	২১২
(১১১) রহমতে ভরা ঘটনা	২০২	ঈমান হিফায়তের জন্য কষ্ট স্বীকার:	২১২
অধিক দরদ শরীফ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে:	২০২	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২১২
(৮০) হযরত সায্যিদুনা আবুল কাসেম সাআদ যানজানী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২০৩	(৮৬) হযরত সায্যিদুনা ইসহাক বিন আহমদ শাফেয়ী <small>رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ</small>	২১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবনী:	২১৩	(৯২) মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী	২২৭
(১১৮) রহমতে ভরা ঘটনা	২১৪	মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	২২৭
আমলাদার আলিমদের উসিলায় ক্ষমা:	২১৪	জীবনী:	২২৭
(৮৭) হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার বিন কছীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	২১৪	উক্তি সমূহ:	২২৮
জীবনী:	২১৪	(১২৫) রহমতে ভরা ঘটনা	২২৯
উক্তি সমূহ:	২১৫	জানাযা সোনালী জালীর সামনে:	২২৯
(১১৯) রহমতে ভরা ঘটনা	২১৫	(১২৬) রহমতে ভরা ঘটনা	২২৯
ইজমিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা:	২১৫	ফেরেশতাদের মিছিলে:	২২৯
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২১৬	<b>২৬টি রহমতে ভরা ঘটনা</b>	২৩০
(১২০) রহমতে ভরা ঘটনা		(১২৭) সুই ফিরিয়ে না দেওয়ার পরিণতি	২৩০
(৮৮) হযরত সায়্যিদুনা ওতবা বিন আবান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	২১৭	(১২৮) প্রতিটি নেক আমলেরই সাওয়াব দেওয়া হবে	২৩০
জীবনী:	২১৭	(১২৯) গমের দানা ভেঙে ফেলার শাস্তি	২৩০
মাদানী ফুল:	২১৮	(১৩০) উঁচু আওয়াজে দরুদ শরীফ পাঠের বরকত	২৩১
উক্তি সমূহ:	২১৮	(১৩১) এক মুঠো মাটি	২৩১
(১২১) রহমতে ভরা ঘটনা	২১৯	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৩২
দোয়ার বরকতে জান্নাতে প্রবেশ:	২১৯	(১৩২) দয়ালু আল্লাহ শুধু দয়াই করেন	২৩৩
(৮৯) হযরত সায়্যিদুনা ঈসা বিন যা-যান উবুল্লা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	২২০	(১৩৩) সিদ্দীক ও ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর উসিলা কাজে এসে গেলো	২৩৩
জীবনী:	২২০	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৩৪
শয়তান থাকবে চোখে:	২২০	সিদ্দীক ও ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর সাথে বেআদবী করার পরিণতি:	২৩৪
(১২২) রহমতে ভরা ঘটনা	২২০	(১৩৪) কুদরতের কলমের লিখা	২৩৬
রোযাগুলোই রক্ষা করেছে:	২২০	(১৩৫) ফেরেশতার গর্ব করলেন	২৩৭
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২২১	(১৩৬) আল্লাহ! তাঁর হাতকেও মাফ করে দিন	২৩৭
(৯০) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	২২২	(১৩৭) নূর চমকাচ্ছে	২৩৮
জীবনী:	২২২	(১৩৮) নেককার বান্দাদের দরুদ শরীফ পাঠের উপকারিতা	২৩৯
ওফাত:	২২৩	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৪০
(১২৩) রহমতে ভরা ঘটনা	২২৪	(১৩৯) জানাযা পড়া থেকে বিরত	২৪২
আ'লা হযরতের উপর রাসূলের দয়া:	২২৪	(১৪০) রুটি, ভাত ও মাছ	২৪২
(৯১) আলহাজ্জ আবু ওবাইদ মুহাম্মদ মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	২২৫	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৪৩
জীবনী:	২২৫		
(১২৬) রহমতে ভরা ঘটনা	২২৬		
হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে অপেক্ষা:	২২৬	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(১৪১) আল্লাহ পাকের ভালবাসা	২৪৩	(১৪৭) মৃত কুকুরে পরিণত হওয়ার	২৫০
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৪৪	বাসনার কারণে আল্লাহর দয়া	
(১৪২) যেগুলোর আশাও ছিলো না	২৪৫	(১৪৮) অগ্নি পূজারীর উপর দয়া	২৫০
সেগুলোই দান করেছেন		ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৫১
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৪৫	(১৪৯) একটি খড়কুটের আপদ	২৫২
(১৪৩) জান্নাতেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত	২৪৬	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৫২
ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৪৬	(১৫০) রমযানের পাগল	২৫৩
(১৪৪) সাদা রপটি	২৪৭	ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৫৩
(১৪৫) বদ-মাযহাবীদের থেকে বেঁচে	২৪৮	(১৫১) সুদর্শণ বালককে দেখার আপদ	২৫৪
থাকো!		ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:	২৫৪
(১৪৬) কবরবাসীর সাথে কথাবার্তা	২৪৯	(১৫২) আহ! যদি নবীর যুগে হতো!	২৫৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط  
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে

নিন انشاء الله যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ  
 عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

**অনুবাদ:** হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করে! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুত্তাভারাক, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

**দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরাদ শরীফ পাঠ করুন**

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
ط مَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## এই কিতাব পাঠ করার “১২টি নিয়ত”

ফরমানে মুস্তফা **“نَبِيَّةُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ عَمَلِهِ”** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মুসলমানের

নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

(১) প্রত্যেকবার হাম্দ তথা আল্লাহ পাকের প্রশংসা (২) দরুদ শরীফ (৩) তা'উয তথা আউযুবিল্লাহ (৪) তাসমিয়া তথা বিসমিল্লাহ পড়ার মাধ্যমে শুরু করব। (এই পৃষ্ঠায় উপরে দোয়া আরবী লাইনটি পড়ার মাধ্যমে এই চারটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে।) (৫) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করব। (৬) যথা সম্ভব এই কিতাব ওয়ু সহকারে (৭) যেখানে যেখানে “আল্লাহ পাকের” নাম মোবারক আসবে সেখানে ‘তায়াল্লা’ (৮) যেখানে যেখানে “**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**” এর মোবারক নাম আসবে সেখানে **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** পাঠ করব। (৯) অন্যদেরকে এ কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করব (১০) এ হাদীসে পাক **تَهَادُوا وَتَحَابُّوا** অর্থাৎ “একে অপরকে হাদিয়া দাও, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।” (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩১) এর উপর আমল করে (একটি অথবা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী) এ কিতাব ক্রয় করে অন্যদেরকে উপহার প্রদান করব (১১) নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করার চেষ্টা করবো। (১২) কিতাব ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে প্রকাশকদেরকে অবহিত করব।

(প্রকাশক, লিখক ইত্যাদির কিতাবের ভুলত্রুটি

শুধু মৌখিক ভাবে জানালে বিশেষ উপকার হয় না)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ)-র পক্ষ থেকে:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'। যা দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَفَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দরসি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরূপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)



‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’র সর্বপ্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আ’লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্জ, আল হাফেজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনার মাদানী কাজে সবধরণের সর্বাঙ্গিক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা’ওয়াতে ইসলামীর ‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’ মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি

## প্রথমে এই অংশটি পড়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একদিন মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। জীবনে যদি ভাল ও নেক আমল করে থাকে, তাহলে আখিরাতে সেটির প্রতিদান পাবে। আর যদি খারাপ ও বদ আমল করে থাকে, তাহলে আখিরাতে সেটির শাস্তি ভোগ করবে। যখন মানুষের রুহ কবজ হয়ে যায়, তখন রুহকে তার শরীর পরিচালনা করার ক্ষমতা রহিত করে দেওয়া হয়। সেই কারণেই মারা যাওয়ার পর দেহ আর নড়াচড়া করে না, সেটি শুষ্ক কাঠের ন্যায় হয়ে যায়। আর মৃত্যুর পর বিবেক-বুদ্ধি, ঈমান ও মারিফাত রুহের সাথে চলে যায়। অবশ্য মৃত্যুর পর রুহের সাথে দেহের সম্পর্ক অব্যাহত থেকে যায়। নিদ্রাও এক ধরনের মৃত্যু। সুতরাং মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার রুহ আলমে মালাকুতে চলে যায় এবং মৃত মানুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে। জীবিতদের মৃতদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার কথা প্রমাণিত রয়েছে। এই কথাটিও প্রমাণিত রয়েছে যে, মৃত্যুর পর জীবিতরা কাউকে স্বপ্নে দেখে এবং তার অবস্থা সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে।

যেমন- আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا  
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا  
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ  
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيَّ  
ءٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:)

আল্লাহ প্রাণ গুলোকে ওফাত প্রদান করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মৃত্যু বরণ করে না তাদের কে তাদের নিদ্রার সময় অতঃপর যার মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে রুখে রাখেন এবং অপর টাকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ কাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

(পারা- ২৪, সূরা- যুমার, আয়াত- ৪২)

এই আয়াতটির তাফসীরে হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন: “আমি জানতে পেরেছি যে, জীবিত ও মৃতদের রুহগুলো স্বপ্নে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর মৃতদের রুহগুলোকে আল্লাহ পাক রেখে দেন এবং জীবিতদের রুহগুলোকে তাদের দেহে দেহে ফিরিয়ে দেন।”<sup>(১)</sup>

হযরত সাযিয়দুনা আবু দরদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; “বান্দা যখন মারা যায়, তখন তার রুহকে একমাস পর্যন্ত তার ঘরের আশেপাশে এবং একবৎসর পর্যন্ত তার কবরের আশেপাশে ঘুরানো-ফিরানো হয়ে থাকে। তারপর তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে জীবিত ও মৃত রুহগুলো পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে।”<sup>(২)</sup>

মৃতদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার একটি দলিল এটিও যে, জীবিতরা মৃতদেরকে স্বপ্নে দেখে। আর সেই মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিকে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়ে থাকে। আর তা সেই রকমই হয়ে থাকে যেভাবে সে সংবাদ দিয়েছে।

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رحمته الله عليه বলেন: হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন رحمته الله عليه বলেন: “মৃতরা যেই কথাগুলো বলে সেগুলো সত্য হয়ে থাকে। কেননা, তারা ‘দারে হক’ তথা বরযখেই অবস্থান করে।”<sup>(৩)</sup>

সায়্যিদী আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رحمته الله عليه হাদীস শরীফ: مَنْ رَأَى قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ إِخْوَانًا فِي كَلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا অর্থাৎ “যেই ব্যক্তি প্রতি শুক্রবারে তার মাতা-পিতা অথবা তাদের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাকে নেক আমলকারী

(১) (আল মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২২)

(২) (ফিরদাউসুল আখবার, ২য় খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৯৯০)

(৩) (শরহুস সুদূর, বাবু তালাকিল আরওয়াহিল মাউতা, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

হিসাবে লেখা হবে”<sup>(১)</sup> -এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর বলেন: “হাদীসটি এই ব্যাপারে নস্ (প্রমাণ) যে, মৃত ব্যক্তি যিয়ারতকারী ব্যক্তিকে চিনতে পারে। অন্যথায় তাকে যিয়ারতকারী (দর্শনকারী) বলা শুদ্ধ হতো না। কারণ, যাকে দেখতে যাওয়া হয়, সে যদি সেই ব্যাপারে অবহিতই না হয়ে থাকে, তাহলে তো এই কথা বলাই যাবে না যে, তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। এই শব্দটি দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত আলিম এই অর্থই বুঝে থাকেন।” একটু পরে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা নকল করছেন: “যিয়ারতকারী ব্যক্তি যখন কবরের নিকট আসে, তখন তার সাথে কবরের এবং অনুরূপ কবরবাসীরও তার সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক অর্জিত হয়। আর সেই দুইজনের সম্পর্কের কারণে দুই জনের মধ্যে অর্থবহ সাক্ষাৎ এবং একটি বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তখন কবরবাসী যদি বেশি ক্ষমতাবান হয়ে থাকে, তাহলে যিয়ারতকারী ফয়েযপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আর যদি এর বিপরীত হয়ে থাকে, তাহলে এর বিপরীত হয়।”<sup>(২)</sup>

এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলো এই কথাই প্রমাণ করে যে, জীবিত ও মৃতদের রুহুগুলোর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁরই প্রসিদ্ধ কিতাব ‘শরহুস সুদূর’ ফি আহওয়ালিল মউতা ওয়াল কুবুর -এ (মৃতদের অবস্থা) শীর্ষক এই ধরনের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যথা-

এক মহিলার হাত অবস ছিলো। তিনি কোন পবিত্র বিবিগণের মধ্যে থেকে কারো কাছে উপস্থিত হন এবং আবেদন করলেন: “আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমার হাতটি ভাল করে দেন।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার হাত কীভাবে অবস হয়েছে?” মহিলাটি বললেন: আমার পিতা খুবই সম্পদশালী লোক ছিলেন। কিন্তু আমার মা দান-সদকা দিতেন না। একবার আমাদের ঘরে একটি গরু জবাই করা হয়েছিলো। আমার মা একটি মিসকীনকে সামান্য চর্বি দিয়েছিলেন। সেই সাথে একটি পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ও

<sup>(১)</sup> (শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৯০১)

<sup>(২)</sup> (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৭৬৩, ৭৭৫ পৃষ্ঠা)

দিয়েছিলেন। আমার পিতা যখন ইত্তিকাল করলেন, তখন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি একটি নদীর কিনারায় বসে বসে সবাইকে পানি পান করচ্ছেন। আমি বললাম: ‘আব্বাজান! আপনি কি আমার আম্মাকে দেখেছেন?’ তিনি বললেন: “না।” তারপর আমি আমার আম্মাকে খুঁজতে লাগলাম। এক সময়ে তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, শরীরে সেই পুরাতন ছেঁড়া কাপড়টি ছাড়া আর কোন কাপড়ই ছিলো না, যা তিনি সদকা করেছিলেন। আর তাঁর হাতে সেই চর্বির টুকরাটাই ছিলো, যেটি তিনি সদকা করেছিলেন। চর্বিটি তিনি আরেক হাতে মারছেন, ফলে সেই হাতে যে দাগ পড়ছিল তা চুষে খাচ্ছেন। আর বলছেন: ‘হায় পিপাসা! হায় পিপাসা!’ ‘আমি বললাম:’ আম্মাজান! আমি কি আপনাকে পানি পান করাব? ‘তিনি বললেন:’ ‘অবশ্যই করাও।’ তারপর আমি আমার পিতার কাছে এলাম। তাঁর কাছ থেকে পাত্রে করে পানি এনে আম্মাজানকে পান করলাম। সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন: এই মহিলাটিকে কে পানি পান করালো? যে তাকে পানি পান করালো, আল্লাহ পাক তার হাত অবস করে দিক। ‘ফলে ঘুম থেকে জেগে দেখি আমার হাত অবস হয়ে গেছে।’<sup>(১)</sup>

কথা হলো, স্বপ্নের শরীয়াত ভিত্তিক গুরুত্ব কতটুকু? আর লোকজনের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা কেমন? এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে: **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ভাল স্বপ্নকে নবুওয়তের ৪৬ ভাগের একভাগ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অতঃপর-

আল্লাহর প্রিয় হাবীব, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “নেককার মুসলমানের স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬ ভাগের একভাগ”।<sup>(২)</sup>

অপর বর্ণনায় রয়েছে, “নবুওয়তের দরজা বন্ধ। আমার পরে নবুওয়ত নেই। তবে হ্যাঁ, বাশারত (সুসংবাদ ইত্যাদি) অবশ্য রয়েছে।” আরয করা হলো, ‘সুসংবাদগুলো কী?’ ইরশাদ করলেন: “ভাল স্বপ্ন, যেগুলো মানুষ নিজে দেখে

<sup>(১)</sup> (কিতাবুল জামে লিমা’মুর মা’আল মুসান্নিফ লি আধির রাজ্জাক, বাবু সুনান মান কানা কাবলিকুম, ১০ম খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০৯৩৩। সরহস সুদুর, বাবু তালাকিল ..... মর্জত, ২৭২ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবত তাবীর, বাবুর রুয়া, ৪র্থ খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৯৮৩)

অথবা দেখানো হয়।”<sup>(১)</sup>

তাজেদারে মদীনা, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যদি এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা ভাল বলে মনে হয়, তাহলে সেটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। আর তার উচিত আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও শোকর আদায় করা এবং সবাইকে সেটি বর্ণনা করা।<sup>(২)</sup>

সায়্যিদী আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে স্বপ্ন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেন: “স্বপ্ন চার ধরণের হয়ে থাকে। “এক. মনের কথাবার্তা; দিনের বেলায় যেসব মনের কল্পনা অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, যখন ঘুমাল, অন্তরের পক্ষ থেকে সেগুলো মস্তিষ্কে যথাসাধ্য উন্মুক্ত হয়ে গেলো, সেগুলো কল্পনার রূপে সামনে এসে গেলো। এই ধরণের স্বপ্ন অর্থহীন। আর তাতে অন্তভুক্ত রয়েছে কিছু মিশ্রন।” শরীরে চার ধরণের মিশ্রন থাকে। হলুদ, কালো, লাল, সাদা।<sup>(৩)</sup> এগুলোর প্রভাবে সামঞ্জস্য দেখতে পায়। যেমন লালের প্রভাবপ্রাপ্তরা আগুন দেখতে পাবে আর সাদার প্রভাবপ্রাপ্তরা দেখবে পানি।

“দ্বিতীয় স্বপ্ন হলো শয়তানের পক্ষ থেকে ইলকা। আর সেটি বেশিরভাগ ভয়ানক হয়ে থাকে। শয়তান মানুষকে ভয় দেখায় অথবা ঘুমে তার সাথে খেলা করে। তাকে বললো, তুমি কারো যিকির করিও না, যাতে তোমার ক্ষতি না করে। এরূপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। তারপর أَعُوذُ بِاللَّهِ পড়বে। উত্তম হলো অযু করে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করা।”

“তৃতীয় স্বপ্ন ফেরেশতার ইলকা হয়ে থাকে। এই রূপ স্বপ্নের মাধ্যমে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ অদৃশ্যগুলো প্রকাশ হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই ব্যাখ্যা নিকট বা দূরবর্তী হয়। তাই সেগুলোর তাবীর করতে হয়।”

<sup>(১)</sup> (আল মাজমুল কবীর, ৩য় খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৫১)

<sup>(২)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবুত তাবীর, বাবুর রুফা, ৪র্থ খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৯৮৫)

<sup>(৩)</sup> (ফিরোজুল লুগাত। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা)

“চতুর্থ স্বপ্ন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ পাক ইলকা করে থাকেন। সেই ধরনের স্বপ্ন পরিষ্কার ও নির্ভেজাল হয়ে থাকে। সেগুলোর তাবীরও করতে হয় না।” আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

কোনো কোন ওলামায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন: ভাল স্বপ্ন অহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই ঘুমন্ত ব্যক্তি আল্লাহর মারিফাত হতে যেই বিষয়ে জানত না আল্লাহ তাকে সেই বিষয়টি জানিয়ে দেন। আর সেটির বাস্তবতা ও প্রকাশ জাহত অবস্থাতেই হয়ে থাকে। এই কারণেই হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সকাল হলে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ জিজ্ঞাসা করতেন: “তোমাদের কেউ কি আজ কোন স্বপ্নে দেখেছে?” এটি এই কারণেই ছিলো যে, ভাল স্বপ্ন বলতেই নবুওয়তেরই প্রকাশ স্বরূপ। সুতরাং উম্মতদের সামনে সেগুলো প্রকাশ করা আবশ্যিক সাব্যস্ত হলো। আর সবাই সেই মর্যাদা থেকে একেবারেই অজানা যেগুলো নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ গুরুত্ব দিতেন এবং সেই ব্যাপারে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করতেন। অথচ অধিকাংশ লোকই স্বপ্ন দেখে সেগুলোতে যারা ভরসা করে তাদের নিয়ে ঠাট্টা করে থাকে।<sup>(১)</sup>

মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ ‘مَاذَا فَعَلَ اللهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ’ (মুয়াসসাতুল কুতুবুছ ছিকাকিয়্যাহ্ বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪২০হিঃ)’ কিতাবটি অনুবাদ করার জন্য অনুবাদ বিভাগে পাঠিয়ে দেন। বিভাগটির মাদানী ওলামাগণ সেটির অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তারপর এই বিষয় সংশ্লিষ্ট কাহিনী গুলো অন্যান্য কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। তখন এই মনোভাব পোষণ করলেন যে, এই অনুবাদগ্রন্থটিতে আরো রহমতে ভরা ঘটনা যোগ করা হোক। এই কথার উপর সর্বসম্মত রূপে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর নিচের কিতাব-

- (১)... কিতাবুল মানামাত (ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া) (মাকতাবাতুল আছরিয়া, ১৪২৬হিঃ)
- (২)... আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্ (আবুল কাসেম কোরাইশী)

(দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৮হিঃ)

<sup>(১)</sup> (ফয়যুল কদীর, ৩য় খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১৪১)

(৩)... ইহুইয়াউল উলুম (ইমাম গাযালী) (দারু ছাদের বৈরুত, ২০০০ ইং)

(৪)... আয যুহদ (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) (দারু গদাল জাদীদ, ১৪২৬হিঃ)

(৫)... হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতিল আছফিয়া (আবু নঈম)

(দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৮হিঃ)

(৬)... সিয়াৰু ইলামিন নিবলা (ইমাম যাহাবী) (দারুল ফিকর বৈরুত, ১৪১৭হিঃ)

ইত্যাদি থেকে আরো ঘটনার অনুবাদ করে কিতাবটিতে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারপর সেই আসহাবে হিকায়াতের জীবনী, উক্তি ইত্যাদিও জীবনীগ্রন্থ, আসমাউর রিজাল, ইতিহাস ও তাসাওউফ থেকে অনুবাদ করে এতে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে কিতাবটি কেবল একটি কিতাবেরই অনুবাদগ্রন্থ হয়ে থাকেনি, বরং এটি একটি সংকলন গ্রন্থে পরিণত হয়ে গেছে।

আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এই সংকলনগ্রন্থটির নাম দেন “১৫২টি রহমতে ভরা ঘটনা।” এতে ৯২টি ঘটনা ইস্তিকাল হয়ে যাওয়া হযরতগণের মাগফিরাত ও জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তদের স্বপ্নের কাহিনী এবং সেই সাথে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর সেই ৯২জন হযরত সম্বন্ধে ১২৬টি রহমতে ভরা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এমন ২৬টি ঘটনাও সংযুক্ত করা হয়েছে যেগুলোতে সাহিবে হিকায়াতের নাম নেই। নাম থাকলেও তাঁদের জীবনী পাওয়া যায়নি।

**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** দান, আউলিয়াগণের ইনায়ত, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর একনিষ্ঠ দোয়ার দ্বারা কিতাবটিকে সাজানোর জন্য ‘কিতাব অনুবাদ বিভাগের’ মাদানী ওলামাগণ খুবই কষ্ট করেছেন এবং আরবি, ফার্সী, উর্দু কিতাব সমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জীবনী, উক্তি, কাহিনী এবং মাদানী ফুল সংকলন করেছেন। কিতাবটি বিন্যাস্ত করার সামান্য চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।



- (১)... সহজ ও সাবলীল ভাষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যাতে ইসলামী ভাইয়েরা সহজভাবে কিতাবটি বুঝতে পারেন।
- (২)... জীবনী ও ঘটনা গুলো প্রায় ১১১টি কিতাবের সাহায্যে একত্রিত করা হয়েছে।
- (৩)... এই কিতাব-কে ৫৪৫টি পাদটিকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।
- (৪)... কয়েকটি ঘটনার পর উপদেশ মূলক শিক্ষাও লিখা হয়েছে।
- (৫)... অনেক জায়গায় বুয়ুর্গানে দ্বীনদের বাণীর পর মাদানী ফুল লিখা হয়েছে।
- (৬)... মাদানী ইনআমাতের<sup>১)</sup> উপর আমলের উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য অবস্থানুসারে কিছু কিছু জায়গায় মাদানী ইনআমাতও তুলে ধরা হয়েছে।
- (৭)... যে সমস্ত বুয়ুর্গানে দ্বীনের ফিকহী অনুসরণ পাওয়া গেছে সেটিও তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে প্রকাশ হয় যে, বড় বড় আউলিয়া ও ওলামারাও কোন না কোন ইমামের অনুসারী ছিলেন।
- (৮)... কঠিন শব্দগুলোর অর্থ বন্ধনীর ভিতরে লিখে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শব্দে এরাবও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- (৯)... যথাস্থানে যতি বা বিরাম চিহ্ন ইত্যাদির প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া যে; “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার জন্য” মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং কাফেলায় সফর করার তাওফিক দান করুক। মদীনাতুল ইলমিয়া সহ দা’ওয়াতে ইসলামীর সকল মজলিশকে উন্নতি দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## অনুবাদ বিভাগ (মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

<sup>১)</sup> মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে “জান্নাত প্রত্যাশীদের জন্য মাদানী পুষ্প ধারা” নামক কিতাব এবং “মাদানী ইনআমাত” পুস্তিকা সংগ্রহ করে নিন।

## ❦ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### জীবনী:

সর্বপ্রথম খলিফা, খলিফাতুল মুসলিমীন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র নাম আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান ইবনে আমীর ইবনে আমর ইবনে কাআব ইবনে সাআদ। উপনাম আবু বকর। সিদ্দীক ও আতীক হলো তাঁর উপাধি। হস্তীবর্ষের প্রায় আড়াই বৎসর পর পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।<sup>(১)</sup> তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হলেন উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খলীফা, সবচেয়ে বড় আলিম, ইলমে আনসাবে অভিজ্ঞ, তাবীরের জ্ঞানে জ্ঞানী, নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে কোমলহৃদয় ছিলেন।

তাঁর খেলাফতকালে ভণ্ড নবী দাবীদার মুসাইলামায়ে কাযযাবের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছিলো। সে হযরত সায্যিদুনা ওয়াহশী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর হাতে মৃত্যুবরণ করে। তখন তার বয়স ছিলো ১৫০ বৎসর।<sup>(২)</sup>

সে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত সায্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ। সেই সময়ে মুসলমানদের পরিচয় ছিলো ‘ইয়া মুহাম্মদাহ’।<sup>(৩)</sup>

তাঁরই খেলাফত কালে সর্বপ্রথম তিনিই কুরআন শরীফ সংকলন করিয়েছিলেন।<sup>(৪)</sup>

তিনিই সর্বপ্রথম খলিফা যিনি তার খেলাফতকালে বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।<sup>(৫)</sup>

তিনি ২ বৎসর ৭ মাস খেলাফতের আসনে সমাসীন থেকে ১৩ হিজরির ২২ জামাদিউল আখির সোমবার দিনশেষে ওফাত গ্রহণ করেন।<sup>(৬)</sup>

(১) (আসাদুল গাবাহ, আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান আবু বকর, ৩য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩০৬৪। আশিকে আকবর, ৩,৪ পৃষ্ঠা)

(২) (তারিখুল খুলাফা আবু বকর সিদ্দীক, ৫৮ পৃষ্ঠা)

(৩) (তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক লিত তাবারী, জাকারা বাকিয়া খবরি মুসাইলামা, ২য় খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

(৪) (তারিখুল খুলাফা আবু বকর সিদ্দীক, ৫৯ পৃষ্ঠা)

(৫) (তারিখুল খুলাফা আবু বকর সিদ্দীক, ৬০ পৃষ্ঠা)

(৬) (আশিকে আকবর, ৪ পৃষ্ঠা)

## উক্তি সমূহ:

- ❖ একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ লোকদের উদ্দেশ্যে খোৎবা প্রদানকালে বলেন: “মুসলমানগণ! আপনারা আল্লাহ পাককে লজ্জা করুন। সেই সত্তার কসম, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমি যখন উন্মুক্ত ময়দানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাই, তখন আল্লাহ পাককে লজ্জা করার কারণে আমার উপর কাপড় দ্বারা ঢেকে দিই।”<sup>(১)</sup>
- ❖ আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ খোৎবায় প্রায় বলতেন: “সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারার লোকগুলো এখন কোথায়? যারা যৌবন নিয়ে গর্ব করতো? আর রাজা-বাদশারা আজ কোথায়? যারা শহর গড়ে তুলেছিলো এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বড় বড় প্রাচীর নির্মাণ করেছিলো? যুদ্ধে বিজয়ী বীরযোদ্ধারা আজ কোথায়? যুদ্ধের সফলতা তাদের আগে এসে চুমু খেতো। যুগ পরিক্রমায় সবার নাম-ঠিকানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এখন তারা সবাই অন্ধকার কবরে পড়ে রয়েছে, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি মুক্তি অর্জন করো মুক্তি!”<sup>(২)</sup>
- ❖ “একটি রশি কিংবা একটি ছাগলের বাচ্চা যা শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যুগে যাকাত স্বরূপ দান করত, এখন কেউ যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।”<sup>(৩)</sup>

## ❖ ১১ ❖ রহমতে ভরা ঘটনা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে দেখে আরয করা হলো, আপনি আপনার জিহ্বা সম্বন্ধে প্রায় বলতেন যে, এটি আমাকে ধ্বংসের জায়গাগুলোতে নিয়ে গেছে। فَعَلَّ اللهُ بِلِسَانِي অর্থাৎ আল্লাহ পাক

<sup>(১)</sup> (আয যুহদ লি ইবনিল মোবারক। বাবুল হারবি মিনাল খাতায়্যা ওয়ায যুনূব, ১০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১৬)

<sup>(২)</sup> (শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিয যুহাদ ওয়া কছরিল আমল, ৭ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৫৯৫)

<sup>(৩)</sup> (তারিখে ইসলাম লিয যাহাবী, ৩য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: “আমি সেই জিহ্বা দিয়ে কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করেছিলাম। সে কারণে আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন!”<sup>(১)</sup>

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। আমীন!

মাদফান হো আতা মীঠে মদীনে কি গলি মেঁ,  
লিল্লাহ পড়োসী মুঝে জান্নাত মেঁ বানা লো।

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই ভুলভাবে ব্যবহৃত জিহ্বা মানুষকে অনেক দুর্দশায় পতিত করে, মানুষ এই জিহ্বা দ্বারা গালি-গালাজ করে, মিথ্যা বলে, গীবত করে, চুগলখোরী করে নিজের আখিরাতকে নষ্ট করে। জিহ্বা যদি ভুলভাবে ব্যবহার হয়, তাহলে কখনো কখনো ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যায়। এই জিহ্বা দ্বারা কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে (অনেক ক্ষেত্রে) তা মুগাল্লাযা তালাক হয়ে যায়। এই জিহ্বা দ্বারা কেউ যদি কাউকে ভাল-মন্দ বলে, আর সেই ব্যক্তি যদি রেগে যায়, তাহলে তো অনেক সময় হত্যা, মারামারি পর্যন্ত হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুখের কুফলে মদীনা লাগানোতে অর্থাৎ নিজেকে অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেই নিরাপত্তা রয়েছে। নীরব থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কিছু না কিছু কথাবার্তা লিখে কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে করে নেওয়া অত্যন্ত উপকারী।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যেই ব্যক্তি জিহ্বা ব্যবহারে ভয় করে না, ভাল-মন্দ বিচার না করেই অযথা কথা বলে, বুঝে নেবে তার অন্তর কঠিন, তার লজ্জাবোধ নেই। পাষণত্ব এমন এক বৃক্ষ, যেটির শিকড় মানুষের অন্তরে বিরাজ করে, কিন্তু ডালপালা দোযখে ছড়ানো থাকে। এমন অর্থহীন মানুষের পরিণতি এমন হয় যে, সে আল্লাহ

<sup>(১)</sup> (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু যিকরিল মাউত, ৫ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারেও বেআদব হয়ে কাফির হয়ে যায়।<sup>(১)</sup>

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আক্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অযথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪৬ নম্বর মাদানী ইনআমে বলছেন: আপনি কি আজ মুখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচার অভ্যাস গড়ার জন্য কিছু না কিছু ইশারায় এবং কম পক্ষে চার বার লিখে কথাবার্তা বলেছেন?

## ﴿২﴾ আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর বিন খাতাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

জীবনী:

দ্বিতীয় খলীফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম 'আবু হাফস'। উপাধি 'ফারুকে আযম'। এক রেওয়াজাতে রয়েছে: ৩৯ জন পুরুষের পর সাযিয়দে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দোয়ায় নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তাঁকে 'মুতাম্মিমুল আরবাব্বিন' (অর্থাৎ চল্লিশ সংখ্যা পূরণকারী) বলা হয়।<sup>(২)</sup>

সর্বপ্রথম তাঁকেই 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।<sup>(৩)</sup>

তাঁর খেলাফতকালে একবার মারাত্মক অনাবৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জন্য তিনি হযরত সাযিয়দুনা আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সাথে ইস্তিস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামায আদায় করেন। হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আউন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত সাযিয়দুনা আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর হাত ধরে উপরে তুলে উচ্চস্বরে আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে দোয়া করলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْرِ نَبِيِّكَ أَنْ تَذْهَبَ عَنَّا الْمَحَلَّ وَأَنْ تَسْقِيَنَا الْغَيْثَ

(১) মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

(২) কারামাতে ফারুকে আযম, ৭, ৮ পৃষ্ঠা)

(৩) আল ইলামু লিয যারকালী। ওমর বিন খাতাব, ৫ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চাচাজানকে উসিলা করে তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি, তুমি এই অনাবৃষ্টি ও শুষ্কতা দূর করে দাও আর আমাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো।”

এই দোয়া করে তখনো ফিরেই আসেননি, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। লাগাতার কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছিলো।<sup>(১)</sup>

### মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এর দ্বারা জানা গেলো, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের উসিলায় বৃষ্টি আসে, অনাবৃষ্টি দূর হয়, দোয়া কবুল হয় এবং অভাব পূরণ হয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত সাযিয়দুনা আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে উসিলা বানিয়েছেন। এর দ্বারা এই কথা প্রমাণীত হয় না যে, ওফাতপ্রাপ্ত বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কে উসিলা বানানো জায়েয নেই। আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযুর নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে উসিলা না বানিয়ে হযরত সাযিয়দুনা আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উসিলা বানিয়েছিলেন, যাতে করে এই কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ব্যতীতও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও উসিলা বানানো জায়েয আছে। আর তাতে কোনই অসুবিধা নেই। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্য হতে হযরত সাযিয়দুনা আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে নিদিষ্ট করেছিলেন, যাতে করে আহলে বাইতগণের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জাহেরী ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরামগণ কর্তৃক নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উসিলা বানানোর বিষয় প্রমান রয়েছে। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বায়হাকী رَحِمَهُ اللهُ বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতকালে অনাবৃষ্টির শিকার হলো, তখন এক ব্যক্তি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রওজায়ে

<sup>(১)</sup> (তারিখুল খুলাফা, ফছলুন ফি খিলাফতিহী, ১০৪ পৃষ্ঠা)

আনওয়ারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: “**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! ইয়া রাসূল্লাহ! আপনার উম্মতদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। লোকেরা ধ্বংসের নিকটে পৌঁছে গেছে।” তারপর লোকটি স্বপ্নে নবী পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সাক্ষাৎ লাভ করলেন। হযুর নবী করীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: “তুমি ওমর বিন খাত্তাবের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে বলবে যে, তাঁদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে। তাঁকে আরো বলবে, কখনো যেন হাত থেকে বিচক্ষণ (জ্ঞানী) ব্যক্তির আঁচল না ছাড়ে।” “অতএব, লোকটি হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুক **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** এর কাছে আসলেন এবং তাকে এই কথার সংবাদ দিলেন। তখন তিনি কেঁদে দিলেন আর আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: “হে আল্লাহ! যেই কাজে আমি অক্ষম নই, সেই কাজে কার্পণ্য করি না।”<sup>(১)</sup>

হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুক **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** আংটিতে এই লিখাটি খুদাই করা ছিলো: “**كُنْ بِأَمْرٍ وَعَظًا يَا عُمَرُ** অর্থাৎ হে ওমর! নসিহত হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট।” ২৩ হিজরি অনুসারে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফজরের নামাযে আবু লুলু ফাইরোয ফারেসী নামের এক অগ্নিপূজারী গোলাম প্রতারণা করে তাঁর বাহুতে ছুরি বিদ্ধ করেছিলো। সেই কারণেই তিনি শহীদ হন।<sup>(২)</sup>

হযরত সায্যিদুনা উরওয়াহ বিন যুবাইর **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেকের যুগে যখন রাসূল **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর রওজায়ে আকদাসের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়লো এবং ৮৭ হিজরিতে সেটি যখন সবাই নির্মাণ করার কাজে হাত দিলো, তখন ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন কালে একটি কদম মোবারক দেখা গিয়েছিলো। সবাই ভীত হয়ে গেলো। মনে করেছিলো কদম মোবারকটি হযুর পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর হবে। আর সেখানে জানা কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। সেই মুহূর্তে হযরত সায্যিদুনা উরওয়াহ বিন যুবাইর **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** বলেছিলেন: **لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** অর্থাৎ আল্লাহর

<sup>(১)</sup> (দালায়িলুন নুবুওয়াত লিল বায়হাকী। বাবু মা জাআ ফি রোয়াতিন নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ফিল মানাম, ৭ম খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আল ইলাম লিয যারকালী, ওমর বিন খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

কসম! এটি হুযর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কদম শরীফ নয়; এটি বরং হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কদম মোবারক।<sup>(১)</sup>

অর্থাৎ প্রায় ৬৪ বৎসর পরও আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ শরীর মোবারক একেবারেই অক্ষত ছিলো। তাঁর শরীরে কোন ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

জিন্দা হো জাতে হেঁ জো মরতে হেঁ উস কে নাম পর,  
আল্লাহ আল্লাহ মওত কো কিস্ নে মসীহা কর দিয়া।

### উক্তি সমূহ:

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন পারস্য সম্রাটদের ধন-ভাণ্ডারগুলো তাঁর নিকট নিয়ে আসা হলো, তখন হযরত ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কান্না করতে লাগলেন। আমি বললাম: “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কান্নার কারণ কী জানতে পারি? আজ তো আনন্দেরই দিন। হাসি-খুশিরই দিন।” হযরত ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: “যেই জাতির মাঝে এসবের (ধন-সম্পদের) আধিক্য হয়, আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ঢেলে দেন।”<sup>(২)</sup>

### মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর এই বাণী: “যেই জাতির মাঝে এসবের (ধন-সম্পদের) আধিক্য হয়, আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ঢেলে দেন”- এই উক্তিটি হযরত ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এই কারণেও বলতে পারেন যে, যার কাছে ধন-সম্পদ অধিক হয়ে যায়, মানুষের প্রয়োজনীয়তাও তার জন্য অধিক বেড়ে যায়। আর যার কাছে মানুষের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়, তার পক্ষে তাদের সাথে মুনাফেকী করা আবশ্যিক হয়ে

<sup>(১)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবুল জানায়িয, বাবু মা জাআ ফি কবরিন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ওয়া আবি বকর ওয়া ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ১ম খন্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৯০)

<sup>(২)</sup> (আল মুসান্নিফ লি ইবনি আবি শায়বা, কালামু ওমর ইবনিল খাত্তাব, ৮ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)



যায়। আর সে লোকজনের সম্ভ্রুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে, আর মানুষদের প্রতি প্রয়োজনীয়তা থাকার কারণে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা দুটিই সৃষ্টি হয়। সেই সূত্র ধরে তার মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, লৌকিকতা, অহংকার, মিথ্যা, চুগলখোরী, গীবত এ জাতীয় সব গুনাহই সৃষ্টি হয়, যেগুলো অন্তর ও জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত। তারপর এগুলো তার শরীরে ছেয়ে যায়। আর এসব কিছু হয় কেবল সম্পদের কারণে।<sup>(১)</sup>

❖ কারো প্রশংসা করা মানে তাকে জবাই করে দেওয়া।<sup>(২)</sup>

❖ কোন মানুষ বোকা হবার জন্য কেবল এটুকুই যথেষ্ট যে, যখনই কোন কিছু খাবার ইচ্ছা হবে সেটিকে খেয়ে ফেলবে।<sup>(৩)</sup>

## ❖ ২ ❖ রহমতে ভরা ঘটনা

**আমার খেলাফত আমাকে নিয়ে ডুবাতো:**

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বিন ওবাইদুল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করছেন: হযরত সাযিয়দুনা আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখার আমার খুবই ইচ্ছা ছিলো। প্রায় এক বৎসর পর তাঁকে আমি স্বপ্নে এই অবস্থায় দেখলাম যে, তিনি তাঁর কপাল হতে ঘাম মোছন ছেন। আর বলছেন: “এই মাত্র আমি হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর হলাম। আমার প্রতিপালক যদি আমার উপর সদয় ও বিশেষ অনুগ্রহশীল না হতেন, তাহলে আমার খেলাফত আমাকে ডুবাতো।”<sup>(৪)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

(১) (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু যম্বিল বোখল, বয়ান তাফসীলি আফাতিল মাল, ৩য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা)

(২) (আয যুহদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, যুহদু ওমর বিন খাত্তাব, ১৪৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬১৪)

(৩) (আয যুহদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, যুহদু ওমর বিন খাত্তাব, ১৫১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৫১)

(৪) মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২২)

## ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য এতে বড় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যার নেতৃত্বের পরিধি যতই বড় হবে, তার হিসাব-নিকাশও ততই বেশি হবে। রাজত্ব ও নেতৃত্ব কিয়ামতের দিন জালিমদের জন্য লাঞ্ছনা ও ন্যায়পরায়নদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন তারা বলবে: আহ! নেতৃত্বের দিনগুলোতে আমি যদি আল্লাহ পাকের ইবাদতে কাটাতাম, হাদীস শরীফে রয়েছে, “প্রশাসন আমানত স্বরূপ। কিয়ামতের দিন সেটি অনুশোচনা আর লজ্জার বিষয়। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে সেটাকে সত্যিকার ভাবে পরিচালনা না করে।” এবং যথাযথ সেটির সব দায়িত্ব পালন করে।<sup>(১)</sup> হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নফসের চাহিদা ও দুনিয়াবী ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের লোভে রাজত্ব ও নেতৃত্ব চাওয়া হারাম। এই ধরণের ক্ষমতা-লোভী মানুষগুলো প্রশাসক হয়ে মানুষের উপর জুলুম করে।<sup>(২)</sup>

## ﴿৩﴾ হযরত সায্যিদুনা সাআব বিন জাছামা

বিন কায়স লাইছী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### জীবনী:

হযরত সায্যিদুনা সাআব বিন জাছামা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন একজন বাহাদুর সাহাবী। রাসূলের যুগে তিনি বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ইস্তাখরা বিজয় ও পারস্য বিজয়েও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মকামে আবওয়া বা মকামে ওয়াদদানে হযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমতে বন্য গাধা উপহার দিয়েছিলেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেটি গ্রহণ করেননি। পরে যখন তাঁকে (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ব্যথিত মন দেখলেন, তখন ইরশাদ করলেন: “এটি আমি

<sup>(১)</sup> সহীহ মুসলিম, ১০১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮২৫)

<sup>(২)</sup> মিরআতুল মানাজীহ, ৫ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

আপনাকে এই কারণেই ফিরিয়ে দিলাম যে, আমি এখন ইহরামের অবস্থায় আছি।”<sup>(১)</sup>

### ওফাত:

৪৫ হিজরি মোতাবেক ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতকালে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(২)</sup>

## ﴿৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### ইত্তিকালের পর ঘরে সংঘটিত ঘটনাগুলো বলে দিলেন:

হযরত সাযিয়দুনা শহর বিন হাউশাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করছেন, হযরত সাযিয়দুনা সাআব বিন জাচ্ছামা ও হযরত সাযিয়দুনা আওফ বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ছিলো। হযরত সাযিয়দুনা সাআব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত সাযিয়দুনা আওফ বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: “আমাদের মধ্যে যে আগে ইত্তিকাল করবে, সে তার উপর আগত সকল বিষয় সম্বন্ধে জীবিত ভাইটিকে অবহিত করবে।”

<sup>(১)</sup> অর্থাৎ নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন তাঁর দেওয়া শিকারটি ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি মন খারাপ করলেন, যার প্রভাব তার চেহারায় দেখা গেলো। তখন তাঁকে শান্তনা দেওয়ার জন্য নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই ধরণের ইরশাদ করলেন। যদি জীবিত শিকার ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে হাদীস তো একেবারেই পরিষ্কার যে, কোন মুহরিম (ইহরাম বাঁধা) ব্যক্তির পক্ষে যেমন জীবিত শিকার ধরা অবৈধ, তেমনি কারো ধরা শিকার রাখা কিংবা জবাই করাও অবৈধ। আর যদি সেটির মাংস ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে শাফেয়ীদের দৃষ্টিতে সেটির কারণ এই যে, হযরত সাযিয়দুনা সাআব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য সেটি শিকার করেছিলেন। আহনাফদের মতে এই কারণেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেই শিকারটি ধরার ক্ষেত্রে কোন মুহরিমের সহযোগিতা ছিলো। আর সে কথা হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জানতেন। ঘটনাটি বিদায় হজ্বের সময়ের। হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ হযরত সাযিয়দুনা সাআব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মেহমানদারী এভাবে করেছিলেন। সেটির ফলাফল এইরূপ হয়েছিলো।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৪র্থ খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আল আলামু লিয্বাকালী, আস সায়াবু বিন জাচ্ছামা, ৩য় খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা। সহীহ বোখারী, কিতাবু জাযায়িছ ছাইদ, ১ম খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮২৫)

হযরত সাযিয়দুনা আওফ বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: “এরূপও কি হতে পারে?” হযরত সাযিয়দুনা সাআব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: “জী হ্যাঁ, হতে পারে!” অতঃপর “দেখা গেলো হযরত সাযিয়দুনা সাআব বিন জাচ্ছামা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ইত্তিকাল হয়ে গেলো। হযরত সাযিয়দুনা আওফ বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে স্বপ্নে এরূপ দেখলেন যে, তিনি তাঁর নিকট এসেছেন। হযরত সাযিয়দুনা আওফ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করছেন; আমি বললাম: ‘হে আমার ভাই! আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে?’ তিনি উত্তরে বললেন: ‘সামান্য কষ্ট দেওয়ার পর আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।’ আমি তাঁর ঘাঁড়ের উপর কালো একটি চাকচিক্যভাব দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: ভাই! এটি কী? তিনি উত্তরে বললেন: এগুলো হলো সেই দশটি দিনার, যেগুলো আমি এক ইহুদী থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। আমার থলেতে সেগুলো আছে। আপনি দিনারগুলো সেই ইহুদীটিকে দিয়ে দিবেন। আর হে আমার ভাই! বিশ্বাস করুন, মৃত্যুর পর আমার ঘরে যেসব ঘটনা ঘটেছে আমি সেগুলোর খবর জেনে গেছি। এমনকি আমাদের একটি বিড়াল, যেটি কিছুদিন আগে মারা যায়, সেটির খবরও পেয়ে গেছি এবং জেনে রাখুন, ছয় দিন পর আমার মেয়ে ইত্তিকাল করবে। সুতরাং তার সাথে ভাল ব্যবহার করবেন।

হযরত সাযিয়দুনা আওফ বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “সকালে উঠে আমি ভাবলাম, বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার।” তারপর আমি হযরত সাযিয়দুনা সাআব বিন জাচ্ছামা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ঘরে এলাম, তখন তাঁরা আমাকে বললেন: “স্বাগতম! আপনি আপনার ভাইয়ের পরিবারের সাথে এমনি আচরণ করলেন যে, যখন থেকে হযরত সাযিয়দুনা সাআব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ইত্তিকাল হলো, তখন থেকে আপনি আমাদের এখানে আসলেনই না!” আমি আমার অপারগতার কারণ বললাম। তারপর আমার দৃষ্টি পড়লো সেই থলেটির উপর। আমি তৎক্ষণাৎ থলেটি চেক করে দেখলাম। থলেতে যা যা ছিলো সব বের করে ফেললাম। তারপর আমি সেই থলেটি বের করে ফেললাম, যেটিতে দিনার ছিলো। তারপর সেই ইহুদীকে ডেকে আনলাম। জিজ্ঞাসা করলাম: সাআব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর দায়িত্বে আপনার কি কিছু ঋণ ছিলো? ইহুদি বললো: আল্লাহ পাক তাঁর উপর দয়া করুক,

তিনি হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সর্বোত্তম সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন, সেগুলো তাঁরই (অর্থাৎ সে তার ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছে)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি বলবেন, ঋণের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন: ‘আমি তাঁকে দশ দিনার ঋণ দিয়েছিলাম।’ আমি দিনারগুলো ইহুদীটির হাতে তুলে দিলাম। তিনি বললেন: “আল্লাহর শপথ! এগুলো হুবহু সেগুলোই!”

তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: “যাই হোক, একটি তো হুবহুই হলো।” তারপর আমি হযরত সায্যিদুনা সাআব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর পরিবারের সদস্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম: “তাঁর ইত্তিকালের পর আপনাদের এখানে কি নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে?” তাঁরা বললেন: “জী হ্যাঁ! কিছু কিছু ঘটনা তো অবশ্যই ঘটেছে?” আমি বললাম: “কোন ঘটনা বলুন!” তাঁরা বললেন: “কিছু দিন আগে আমাদের বিড়ালটি মারা গেছে।” আমি মনে মনে বললাম: “দুইটি কথা ঠিক পেলাম।” তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আমার ভাতিজীটি কোথায়?” পরিবারের সদস্যরা বললেন: “সে খেলা করছে।” “আমি তার নিকট গিয়ে তাকে ছুঁয়ে দেখলাম: তার গায়ে জ্বর। আমি পরিবারের সদস্যদের বললাম:” এর যত্ন নিবেন। মেয়েটি ছয় দিন পর ইত্তিকাল করল।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ষিত ঘটনা হতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, মৃত্যুর পর মানুষের রুহের অবস্থা কী রূপ হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সায্যিদী আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: “সেই (মৃত ব্যক্তির রুহের) কাজ ও অনুভূতি যেমন দেখা, শোনা, বলা, আসা, যাওয়া, চলা, ফেরা সবগুলো হুবহু আগের মতই থাকে। বরং সেটির শক্তি মৃত্যুর পরে আরো পরিষ্কার ও শক্তিশালী হয়ে যায়। জীবিত অবস্থায় যেসব কাজ মাটির অঙ্গ অর্থাৎ চোখ, কান,

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫)

হাত, পা, জিহ্বা ইত্যাদি দ্বারা করতো, এখন সেসব কাজ সেগুলো ছাড়াই করে। যেমন মৃত্যুর পর রুহ আসমানে যাওয়া, আপন প্রতিপালকের সামনে সিজদায় অবনত হওয়া, নেককারদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া, বদকার বন্ধুদের দ্বারা কষ্ট পাওয়া, তাদের নিকট ফেরেশতা কর্তৃক উপহার আনা, তাদের সাথে কুশল বিনিময় করা, কবর তাদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথাবার্তা বলা, জীবিতদের আমলগুলো তাদেরকে শোনানো, নেক কাজে আনন্দিত হওয়া, খারাপ কাজে দুঃখিত হওয়া, তাদের সাথে সাক্ষাতের আশায় থাকা, রুহগুলোর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া, পুরাতন মূর্দাগুলো নতুনদের এগিয়ে নিতে আসা, তার পাশ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তিকে চিনতে পারা, তাদের সাথে সাক্ষাতে আনন্দ লাভ করা, তার কাছ থেকে ওদের আপনজনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা, পরস্পরের মধ্যে কাফন উত্তম থাকা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করা, মন্দ কাফনের অধিকারী সমগোত্রীয়দের কাছে লজ্জা অনুভব করা, নিজের ভাল-মন্দ আমলগুলো দেখতে পাওয়া ইত্যাদি।<sup>(১)</sup>

## ﴿৪﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### জীবনী:

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিলো মাবাহ বিন বৃদাখশান বিন মূরসালান বিন বাহবুজান এবং ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের দিকে সম্পর্ক করে তাঁকে সালমান বিন ইসলাম বলা হতো। উপনাম আবু আবদুল্লাহ।<sup>(২)</sup> তিনি হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত রামাহুরমুয়ের সন্তান। তিনি পারস্যের ইসপাহান নগরীর এলাকার লোক ছিলেন। দ্বীনের খোঁজে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে ভিনদেশে বসবাস গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের কিতাবগুলো পড়েন।

<sup>(১)</sup> (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, (সংশোধিত), ৯ম খন্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (মারিফাতুস সাহাবা, সালমান আল ফারেসী, ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১২০৭)

অনেক কষ্টও করেন। এক পর্যায়ে কিছু আরব তাঁকে গোলাম বানিয়ে ফেলেন। তারপর ইহুদীদের হাতে বিক্রি করে দেন। তাঁর মুনিব তাঁকে মুকাতাব করে দেন। নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কাতাবাতের সম্পদ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেন।<sup>(১)</sup> আহযাবের যুদ্ধের বৎসর হযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পরিখা খননের চিহ্ন দিয়ে দিলেন (এই জায়গায় পরিখা খনন করতে হবে)। হযরত সাযিয়দুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে নিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হলো। কেননা, তিনি ছিলেন শক্তিশালী মানুষ। মুহাজিরগণ বললেন: হযরত সাযিয়দুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আমাদের। আনছার সাহাবীয়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলতে লাগলেন, তিনি আমাদের। হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সালমান আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।”<sup>(২)</sup> তাঁর বয়স সাড়ে তিন শত বৎসর হয়েছিলো। মতান্তরে আড়াই শত বৎসর। তিনি সারা জীবন নিজের হাতে উপার্জন করেই খেতেন, আর বাইতুল মাল হতে অর্জিত অর্থ সদকা করে দিতেন।<sup>(৩)</sup>

### ওফাত:

তাঁর ওফাত হয়েছিল মাদায়িনে আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ খেলাফতের শেষের দিকে ৩৫ হিজরিতে। মতান্তরে ৩৬ হিজরিতে।<sup>(৪)</sup>

বর্তমানে মাদায়িনের নাম সালমান পাক। জায়গাটি বাগদাদ শরীফ থেকে ৩০ মাইল দূরে। তাঁর সাথে হযরত সাযিয়দুনা হোযায়ফা বিন ইয়ামান এবং হযরত সাযিয়দুনা জাবের رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর মাযারও রয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারার আওয়ালীতে হযরত সাযিয়দুনা সালমান ফারেসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বাগান রয়েছে। সেই বাগানে হযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হাতে লাগানো দুইটি খেজুর গাছও

(১) মিরআতুল মানাজ্জীহ, হালাতে সাহাবা, ৮ম খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

(২) তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনি আসাকির, ২১তম খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৯৯)

(৩) মারিফাতুস সাহাবা, সালমান আল ফারসী, ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১২০৭)

(৪) আল ইস্তীআব, সালমান আল ফারেসী, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০১৯)

রয়েছে। (মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন) আমি অদম যিয়ারত করেছি।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

হযরত সাযিয়্যদুনা যাযান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হযরত সাযিয়্যদুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: “আল্লাহ পাক যখন কাউকে লাঞ্ছিত অপমাণিত ও ধ্বংস করতে চান, তখন তার কাছ থেকে লজ্জাবোধ ছিনিয়ে নেন। তারপর তোমরা তাকে দেখতে পাবে, সে সবাইকে ঘৃণা করছে এবং সবাই তাকে ঘৃণা করছে। আর সে যখন মানুষকে ঘৃণা করে তখন আল্লাহ পাক তাকে আপন দয়া, অনুগ্রহ ও মুহাব্বত থেকে বঞ্চিত করে দেন। তারপর তোমরা তাকে এই অবস্থায় দেখতে পাবে যে, সে পাষণ হৃদয় এবং বদ মেজাজ হয়ে গেছে। সে যখন এই অবস্থায় পৌঁছে গেছে, তখন আল্লাহ পাক তার উপর থেকে আমানতদারী ছিনিয়ে নেন। সেই থেকে তোমরা তাকে আমানত খেয়ানতকারী রূপে দেখতে পাবে এবং লোকেরা তার প্রতি খেয়ানত করছে। সে যখন সেই অবস্থায় চলে যায়, তখন আল্লাহ পাক তার কাছ থেকে তার ঈমানও ছিনিয়ে নেন। ফলে সে মালউন তথা অভিশপ্ত হয়ে যায়।”<sup>(২)</sup>

হযরত সাযিয়্যদুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: “নিশ্চয় ইলম অসীম এবং মানুষের জীবন খুবই সীমিত। তাই দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করুন। ইলম ছাড়া অন্য সবকিছু ত্যাগ করুন। কেননা, সেগুলোর কারণে আপনাদেরকে সাহায্য করা হবে না।”<sup>(৩)</sup>

(১) মিরআতুল মানাজীহ, ৮ম খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

(২) হিলয়াতুল আউলিয়া, নম্বর: ৩৪, সালমান আল ফারেসী, ১ম খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৪৮)

(৩) হিলয়াতুল আউলিয়া, নম্বর: ৩৪, সালমান আল ফারেসী, ১ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৬)



## ﴿৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) কে সর্বোত্তম পেয়েছি:

হযরত সাযিয়্যুনা মুগীরা বিন আবদুর রহমান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযরত সাযিয়্যুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন: “আপনি যদি আমার আগে ইস্তিকাল করেন, তাহলে আপনার সাথে সংঘটিত সব ঘটনা আমাকে জানাবেন। আর আমি যদি আপনার আগে ইস্তিকাল করি, তাহলে আমি আপনাকে সব বিষয় অবহিত করবো।” অতঃপর হযরত সাযিয়্যুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ইস্তিকাল আগে হয়ে গেলো। হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আবু আবদুল্লাহ্! আপনি কেমন আছেন?” উত্তরে বললেন: “আমি ভাল আছি।” জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কোন্ আমলটি উত্তম পেয়েছেন?” উত্তরে বললেন: “আমি তাওয়াক্কুলকেই সর্বোত্তম হিসাবে পেয়েছি।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, আমাদের সবকিছু আল্লাহ পাকের উপর সৌপর্দ করে দেয়া। তাঁর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা। সবকিছুতে তাঁরই উপর ভরসা করে থাকা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাওয়াক্কুলের একটি সংজ্ঞা এটাও রয়েছে: “কেবল আল্লাহ পাকের দানের উপরই ভরসা করে থাকা, আর যেগুলো মানুষজনের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, সেগুলোর আশা না করা।”<sup>(২)</sup> হযরত সাযিয়্যুনা সাহাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তির তিনটি নিদর্শন রয়েছে: يَسْتَعِينُ কারো কাছে কিছু চায় না, يُؤْتِي কেউ দিলে

<sup>(১)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, নম্বর: ৩৪। সালমান ফারেসী, ১ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫৫)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, বাবুত তাওয়াক্কুল, ২০৬ পৃষ্ঠা)

ফিরিয়ে দেয় না এবং لَا يَخِيْسُ ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে না।”<sup>(১)</sup> এটিকে সহজভাবে বুঝার জন্য হযরত শায়খুল ফযীলত খলীফায়ে আ'লা হযরত কুতুবে মদীনা যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এভাবে বলছেন: লোভ ও নয়, বারণ ও নই, জমা ও নয়।<sup>(২)</sup>

## ﴿৫﴾ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা ওসমান বিন আফ্ফান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

জীবনী:

তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর নাম ওসমান বিন আফ্ফান বিন আবিল আস্ বিন উমাইয়া। উপনাম আবু আমর। উপাধি যুন নূরাইন (দুই নূরের অধিকারি)। কারণ, আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একের পর এক আপন দুই শাহজাদীর সাথে তাঁর নিকাহ দিয়েছিলেন। তিনি খুব সুন্দর, ইবাদতপরায়ণ, অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং দানশীল ছিলেন। ইসলামের প্রারম্ভেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের (অর্থাৎ হযরত সায্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সায্যিদুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত সায্যিদুনা মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) মধ্যে তিনি তৃতীয় খলীফা। তাঁকে ‘ছাহিবুল হিজরতাইন’ও বলা হতো। কারণ, তিনি প্রথমে হাবশা এবং পরে মদীনায় رَادِمًا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا হিজরত করেছিলেন। হযরত সায্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ্ বিন আদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম: “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দাওয়াত কবুল করেছেন। আপনি উভয় কিবলার দিকেই নামায পড়েছেন। আপনি রহমতে আলম, হযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, বাবুত তাওয়াক্কুল, ২০০ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সায়্যিদ কুতুবে মদীনা, ১৩ পৃষ্ঠা)

জামাতা হবার মর্যাদা লাভ করেছেন।” এই কথা শুনে তিনি বললেন: “নিশ্চয় আমি তাই, যা আপনি বলেছেন।”

৩৫ হিজরির জিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ জুমার দিন তাঁকে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে শহীদ করা হয় এবং শনিবার রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ‘হাশ্শে কাওকাব’ নামক জায়গায় সমাহিত করা হয়।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* তোমাদের অন্তর যদি পাক হতো, তাহলে আল্লাহ পাকের কালামে তোমাদের অন্তর কখনো তৃপ্ত হতো না।
- \* আমাকে যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করানো হয়, আর আমি যদি জানতে না পারি যে, আমাকে কোন্ দিকে যাবার নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন আমি সেটি জানার পূর্বে ছাই হয়ে যাওয়াই পছন্দ করি।<sup>(২)</sup>

## ﴿৬﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### সবুজ পোশাক:

মুতাররিফ বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি সবুজ পোশাক পরিধান করে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আমীরুল মুমিনীন! كَيْفَ فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “আল্লাহ পাক আমার সাথে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করেছেন।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “কোন্ দ্বীন (ধর্ম) উত্তম?” ইরশাদ করলেন: “দীনে কাইয়িম, যা রক্তপাত ঘটায় না।”<sup>(৩)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

<sup>(১)</sup> (মারিফাতুস সাহাবা, মারিফাতু নিসবাতি ওসমান বিন আফফান, ১ম খন্ড, ৭৯-৮৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩। আসসাহাবাতুনি ইবনে হাজার, নম্বর- ৫৪৬৪। ওসমান বিন আফফান, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৭-৩৭৯ পৃষ্ঠা। কারামাতে ওসমান গনি, ২৫ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাযল, যুহুদ ওসমান বিন আফফান, ১৫৪-১৫৫ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনি আসাকির, ওসমান বিন আফফান, ৩৯তম খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

## ﴿৬﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবু ইসমাঈল মুররাহ বিন শারাহীল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

হাফেয ইবনে কাছীর দামেশকী বর্ণনা করছেন: “হযরত সাযিয়্যুনা আবু ইসমাঈল মুররাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ দিনে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। যখন বার্ষিক্যে উপনীত হলেন তখন ৪০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।” হারেছ গানাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “একবার তিনি এতো দীর্ঘ সিজদা করেছিলেন যে, তাঁর কপালে মাটি ক্ষতি করেছিল।” ৭৬ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয়।

## ﴿৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### নূরানী কপাল:

যখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল হলো, তখন পরিবারের কোন এক সদস্য তাঁকে স্বপ্নে এই অবস্থায় দেখলেন, যেন তাঁর সিজদার জায়গা গুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আলো ছড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার চেহারা এটা কী?” তিনি বললেন: “মাটি দ্বারা ক্ষতি হবার কারণে আমার চেহারাকে নূরানী করে দেওয়া হয়েছে।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “আখিরাতে আপনার কী ধরণের মর্যাদা অর্জিত হয়েছে?” বললেন: “উন্নত ঘর দান করা হয়েছে। যেই ঘর থেকে কেউ কোন জায়গায় স্থানান্তরিতও হয় না, মৃত্যুও আসে না।”<sup>(১)</sup>

## ﴿৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আরো বর্ণিত রয়েছে; ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখলেন যে, সিজদার স্থান নূরানী হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি এখন কোথায়?” তিনি জবাব দিলেন: “আমি এখন এমন এক ঘরে আছি, যে ঘরের বাসিন্দারা কখনো এখান

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খণ্ড, ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৫)

থেকে অন্যত্র চলেও যাবে না, তাদের মৃত্যুও আসবে না।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿৭﴾ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা

ওমর বিন আবদুল আযীয *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*

জীবনী:

তিনি *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* এর নাম ওমর বিন আবদুল আযীয বিন মারওয়ান বিন হাকাম আর উপনাম হলো, আবু হাফছ। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* এর বংশধর। তিনি ৬১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিশুকালেই কুরআন হিফয করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারা *وَادِمَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا* পাঠিয়ে দেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে তাঁকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত পরহেজগার, খুবই ইবাদতপরায়ণ, আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত এবং অত্যন্ত ন্যায় পরায়ন খলীফা ছিলেন। তাঁর বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* আগাম সুসংবাদ দান করেছিলেন যে, “আমার বংশের একজন ব্যক্তির চেহারা আঘাতের চিহ্ন থাকবে। তিনি সারা দুনিয়াকে ন্যায় পরায়নতায় পরিপূর্ণ করে দেবেন।” সবাই সেই ব্যক্তিকে হযরত সায়্যিদুনা বেলাল ইবনে আবদুল্লাহ বিন ওমর বলে ধারণা করেছিলেন। কারণ, তাঁর চেহারা বড় ধরণের তিল ছিলো। পরে সবাই দেখতে পেলেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* এর চেহারা এই সুসংবাদটি পূর্ণ হলো। ১০১ হিজরির রজব মাসে বিষ পানজনিত কারণে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনি কাছীর, মুররাহ বিন শারাহীল আল হামদানী, ৫ম খন্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (তারিখুল খুলাফা, ওমর বিন আবদিল আযীয, ১৮৩-১৯৭ পৃষ্ঠা। তাহযীবুত তাহযীব। নম্বর: ৫০৯৮। ওমর বিন আবদুল আযীয, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৮১-৮৩ পৃষ্ঠা)

### উক্তি সমূহ:

- ❖ যেই ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ, রাগ ও লোভ থেকে বেঁচে থাকবে, সে সফল হবে।
- ❖ খুতবা দানকালে একবার তিনি বলেছিলেন: “হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করো। ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে রিযিকের খোঁজ করো। তোমাদের কারো রিযিক যদি পর্বতের চূড়ায় কিংবা মাটির ভিতরেও থেকে থাকে, সেটি সে অবশ্যই লাভ করবে।”
- ❖ হযরত সাযিয়্যুনা জরীর বিন ওসমান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেছেন: আমি আমার পিতার সাথে তাঁর দরবারে গিয়েছিলাম। তিনি আমার পিতার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপর নিজ থেকেই বলেছিলেন: “একে ফিক্‌হে আকবরের শিক্ষা দিন।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “ফিক্‌হে আকবর কী?” বললেন: “ফিক্‌হে আকবর হলো অল্পে তুষ্ট হওয়া, কাউকে কষ্ট না দেওয়া।”<sup>(১)</sup>

### ❖❖❖ রহমতে ভরা ঘটনা

#### জান্নাতে আদন:

মাসলামা বিন আবদুল মালেক আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি যদি জানতে পারতাম যে, মৃত্যুর পরবর্তী দুই অবস্থার কোন্ অবস্থায় আপনি রয়েছেন? বললেন: “হে মাসলামা! আমি এইমাত্র হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তি পেলাম। আল্লাহ পাকের শপথ! আমি এখনো স্থির হতে পারিনি।” জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি এখন কোথায়?” বললেন: “জান্নাতে আদনে হিদায়াতের ইমামগণের সাথে।”<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (তারিখুল খুলাফা, ওমর বিন আবদুল আযীয, ১৮৩, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (শরহুস সুদূর, বাবু নাবাযিম মিন আখবারি মান রাআল মাওত, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

## ৯৯ রহমতে ডরা ঘটনা

উত্তম আমল হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা করা:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেছেন: হযরত সাযিয়দুনা আবদুল আযীয বিন ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি আমার আব্বাজানকে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ একটি বাগানে অবস্থান করছেন। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আমাকে কিছু আপেল দিলেন। আমি স্বপ্নটি আমার সন্তানদেরকে বলি। আমি আরয করলাম: “আপনি কোন্ আমলটিকে সর্বোত্তম পেয়েছেন?” উত্তর দিলেন: হে আমার সন্তান! ক্ষমা প্রার্থনা করা।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার অভ্যস্ত হওয়া। কারণ, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ পাকের কাছে তাওবা করো। নিশ্চয় আমিও দিনে একশ বার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।”<sup>(২)</sup> প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষমা প্রার্থনা করার উপকার এটাই হবে যে, আল্লাহ পাক সমস্ত বিপদ দূর করে দিয়ে আমাদেরকে বিনা হিসাবে রিযিক দান করবেন। কেননা, হযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যেই ব্যক্তি আবশ্যিক রূপে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ পাকের তার সমস্ত জটিলতা সহজ করে দেন, মনের দুঃখ-দূর্দশা দূরীভূত করে দেন এবং অফুরন্ত রিযিক দান করেন।”<sup>(৩)</sup> তাছাড়া যেই ইসলামী

(১) মোউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৬)

(২) সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর, বাবু ইস্তিহাবালি ইস্তিগফারি ওয়াল ইস্তিকছারি মিনহু, ১৪৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭০২)

(৩) সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল ওয়াতর, বাবু ফিল ইস্তিগফার, হাদীস- ১৫১৮, ২য় খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

ভাই সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তিনি আমীরে আহলে সুনাত শায়খে তরীকত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** কর্তৃক প্রদত্ত শাজারা শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে ক্ষমা প্রার্থনা সহ অন্যান্য অনেক ওযীফাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন আশিকে আ'লা হযরত আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** ৫ নম্বর মাদানী ইনআমে বলেন: “আপনি কি আজ আপনার শাজারা হতে কিছু না কিছু ওযীফা এবং অন্তত পক্ষে ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছেন?”

### ﴿৮﴾ হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আতিয়া বিন হোযায়ফা **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**

জীবনী:

হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আতিয়া বিন হোযায়ফা হাতাফা বিন বদর **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বনী তামীম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি সমসাময়িক যুগের অনেক বড় শায়ের ছিলেন। ২৮ হিজরি মোতাবেক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইয়ামামা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনেকবার দামেশক গমন করেন। ১১০ হিজরি মোতাবেক ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওফাত লাভ করেন।<sup>(১)</sup>

### ﴿১০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

তাকবীরের কারণে ক্ষমা:

হাফেয ইবনে কাছীর লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা জরীর বিন আতিয়া **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়ার পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: **مَا فَعَلَ بِكَ يَا ذَرِيَّةَ** অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয যারকালী, জরীর, ২য় খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি আবি কছীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)



করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন: “আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”  
জিজ্ঞাসা করলেন: কী কারণে? উত্তর দিলেন: “সেই একটি তাকবীরের কারণে  
(অর্থাৎ **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলার কারণে), যেটি আমি বনের মধ্যে উচ্চারণ করেছিলাম।”  
লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন: ফারায়দাক (কবি)র কী হলো? বললেন: “আফসোস!  
পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ লেপন করার কারণে  
সে ধ্বংস হয়ে গেছে।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায়  
আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে তার  
ব্যাপারে মিথ্যা বলাকে অপবাদ বলে। সহজ ভাষায় এতটুকু বুঝুন যে, কোন দোষ  
না থাকা সত্ত্বেও অনুপস্থিতিতে কিংবা উপস্থিতিতে কাউকে দোষারোপ করার  
নামই হলো অপবাদ। যেমন সামনে কিংবা অনুপস্থিতিতে কাউকে রিয়াকারী বলে  
দেওয়া হলো। অথচ সে রিয়াকারী নয়। আর হলেও যদি তবু বক্তার কাছে সেটির  
কোনোই প্রমাণ নেই। কারণ, রিয়াকারীর সম্পর্ক গোপনীয় রোগের সাথে।  
সুতরাং এভাবে কাউকে রিয়াকারীর বলার মাধ্যমে অপবাদ হলো।

মানুষের ব্যাপারে গুনাহের অপবাদ দানকারী ব্যক্তিদের আযাব সম্পর্কে  
হৃদয়-কাঁপানো বর্ণনা লক্ষ্য করুন। অতঃপর রাসূলে পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** স্বপ্নে  
দেখা কতিপয় দৃশ্যের কথা বয়ান করার পর এটাও ইরশাদ করেন: কিছু মানুষকে  
তাদের জিহ্বা দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমি জিবরাঈল **عَلَيْهِ السَّلَام** এর নিকট  
তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: এরা মানুষদের বিরুদ্ধে বিনা  
কারণে অপবাদ লাগাতো।”<sup>(২)</sup> হায়! হায়! হায়! জানি না জীবনে আমিই বা কত  
জনের বিরুদ্ধে অপবাদ লাগিয়েছি। আহ!

<sup>(১)</sup> (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনি কছীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (শরহস সুদূর, ১৮৩-১৮৪ পৃষ্ঠা)

হার জুরম পে জী চাহতা হে পুট কে রোওঁ,  
আফসোস মগর দিল কি কাসাওয়াত নেহিঁ জাতি ।

আফতাবে কাদেরিয়ত, মাহতাবে রযবিয়ত, আমীরে আহলে সুনাত  
إِنَّمَا بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ আমাদেরকে অপবাদ ও গালমন্দ দেওয়া থেকে রক্ষা করে  
জান্নাতের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ৩৩ নম্বর মাদানী ইনআমে  
বলেছেন: আজ আপনি (ঘরে-বাইরে) কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দেননি তো? কারো  
নাম বিকৃত করেননি তো? কাউকে গালি-গালাজ তো দেননি? (কাউকে শুকর,  
গাধা, চোর, লাম্ব, খাটো ইত্যাদি বলবেন না) ।

﴿৯﴾ হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ সীরীন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ৩৩ হিজরি মোতাবেক  
৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাবেয়ী বুয়ুর্গ। ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে  
বসরায় তিনি ছিলেন সমসাময়িক যুগের ইমাম। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কাপড়ের ব্যবসা  
করতেন। তিনি উঁচু আওয়াজ শুনতেন। তিনি ইলমে ফিকাহ্ অর্জন করেছিলেন  
এবং হাদীসের বর্ণনাও করেছিলেন। তাকওয়া-পরহেজগারী এবং স্বপ্নের তাবীরের  
জন্য তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
পারস্যে তাঁকে নিজের লিখক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত  
সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর আজাদকৃত গোলাম।<sup>(১)</sup> ১১০ হিজরি মোতাবেক  
৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ওফাত হয়।

উক্তি সমূহ:

- ❁ আমি দুনিয়াবী জিনিসের কারণে কারো উপর হিংসা করিনি। কেননা, তিনি  
যদি জান্নাতী হয়ে থাকেন, তাহলে দুনিয়ার জিনিসের জন্য আমি কীভাবে

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, ইবনে সীরীন (মুহাম্মদ বিন সীরীন), ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি? অথচ তিনি জান্নাতের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন? আর যদি জাহান্নামী হয়ে থাকে, তাহলেও দুনিয়ার জিনিসের জন্য আমি কীভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি? কারণ সে তো জাহান্নামের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।<sup>(১)</sup>

❖ আল্লাহ পাক যখন কারো জন্য মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার অন্তরে এক নসিহতকারী সৃষ্টি করে দেন (যে তাকে সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে বারণ করে)।<sup>(২)</sup>

❖ কাব্য সেই জাতিরই বিদ্যা যেই জাতির কাছে সেই বিদ্যা ছাড়া আর কোন বিদ্যা নেই। আর কাব্য তো কেবল উজ্জ্বল মাত্র। অতএব, যেই কাব্য ভাল সেটি ভাল উজ্জ্বল, আর যেটি খারাপ সেটি খারাপ উজ্জ্বল।<sup>(৩)</sup>

## ❖ ১১ ❖ রহমতে ভরা ঘটনা

### ৭০ স্তর উঁচু মর্যাদায় উত্তীর্ণ:

হাকম বিন হাজল ছিলেন হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। যখন হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইস্তিকাল করলেন, তখন তিনি খুবই ব্যথিত হয়ে পড়লেন। এমনকি তিনি তাঁর নিকট এইভাবে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন যেমন কোন রোগীর কাছে মানুষ যাওয়া-আসা করে। তিনি বললেন: আমি আমার ভাইকে স্বপ্নে এমন অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি: “হে আমার ভাই! আমি তো আপনাকে আনন্দিত অবস্থায় দেখে নিয়েছি, আমাকে এটা বলুন, হযরত সায্যিদুনা হাসান বসরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে?” বললেন: “তিনি আমার চেয়ে ৭০ স্তর উঁচু মর্যাদায় অবস্থান করেছেন।” আমি বললাম: “এমন কেন? অথচ আমরা তো আপনাকেই তাঁর চেয়ে সেরা বলে মনে করতাম!”

(১) তারিখে মদীনা দামেশক, মুহাম্মদ বিন সীরীন, ৫৩তম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৪৪৪

(২) তারিখে মদীনা দামেশক, মুহাম্মদ বিন সীরীন, ৫৩তম খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৪৪৪

(৩) প্রোক্ত, ২২৪ পৃষ্ঠা

বললেন: “এই জন্যই যে, তিনি দুনিয়ায় অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনেরা আখিরাতের চিন্তা-ভাবনায় অত্যধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকতেন। হুযুর পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** জীবনী ও ইরশাদগুলো যেন তাঁদের চোখের সামনে সদা-সর্বদা উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। যেমন প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ পাক প্রত্যেক দুশ্চিন্তা গ্রস্ত অন্তরকে ভালবাসেন।”<sup>(২)</sup>

স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সম্পর্কে আসছে, “তিনি অব্যাহতভাবে বিষন্ন এবং সর্বদা চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকতেন। মুহূর্তের জন্যও তাঁর বিশ্রাম এবং আরাম ছিলো না। অধিকাংশ সময় তিনি নীরব হয়ে থাকতেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কোন কথাই বলতেন না।”<sup>(৩)</sup>

**وَأَمَّا بِرِكَائِطِهِ الْعَالِيَةِ** ১৫ নম্বর মাদানী ইনআমে বলেন: আপনি কি আজকে একাগ্রতার সাথে কম পক্ষে ১২ মিনিট ফিক্কে মদীনা (অর্থাৎ নিজ আমলের হিসাব) করা অবস্থায় যেসব মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে রিসালায় সেগুলোর ঘর পূরণ করেছেন? এবং ৪৯ নম্বর মাদানী ইনআমে বলেছেন: আপনি কি আজ প্রয়োজনীয় কথাবার্তগুলোও খুব কম শব্দের মধ্যে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন? এমনকি অপ্রয়োজনীয় কথা মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় সাথে সাথে লজ্জিত হয়ে দরুদ শরীফ পাঠ করে নিয়েছেন?

<sup>(১)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, মুহাম্মদ বিন সীরীন, ৫৩তম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৪৪৪)

<sup>(২)</sup> (আল মুস্তাদরিক আল্লাস সহীহাইন। কিতাবুর রাকায়িক, ৫ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (আশ শামায়িলুল মোহাম্মদিয়া লিত তিরমিযী, বাবু কাইফা কানা কালামুর রাসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

## ১০) হযরত সাযিয়্যুনা আবু সাঈদ হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

হযরত সাযিয়্যুনা আবু সাঈদ হাসান বিন ইয়াসার আল মারুফ হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বসরার একজন তাবেয়ী বুয়ুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন বসরাবাসীদের ইমাম এবং সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম। তিনি বড় মাপের ফকীহ, ফসীহ, বাহাদুর এবং ইবাদতপরায়ণ বুয়ুর্গ ছিলেন। ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পবিত্র মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যুনা আলী মুরতাছা كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি লালিত-পালিত হন। রাজা-বাদশা সহ বড় বড় প্রশাসকবৃন্দের নিকট গিয়ে তিনি নেকীর দাওয়াত দিতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করতেন। আল্লাহ পাকের বিষয়ে তিনি কাউকেই ভয় করতেন না।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কথাবার্তাগুলো সমস্ত লোকদের চেয়ে বেশি আদ্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام কথাবার্তার সাথে সামঞ্জস্য ছিলো এবং তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ চরিত্রও সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام চরিত্রের সাথে প্রায় মিল ছিলো। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে সর্বদা ইলম ও হিকমতের মহামূল্যবান মুক্তা ঝরতো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুগে তার সাথে অনেক ঘটনা হয়। কিন্তু তিনি তার ফিতনা হতে সুরক্ষিতই ছিলেন।

যখন হযরত সাযিয়্যুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ খেলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন, তখন তিনি হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে চিঠি লিখলেন: “আমাকে তো খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আপনি আমাকে এমন কিছু লোক দেখিয়ে দিন, যারা আমাকে এই দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবেন।” হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ উত্তর দিয়েছিলেন: “কোনো দুনিয়াদারকে আপনি পছন্দ করবেন না আর কোন দ্বীনদার আপনাকে

পছন্দ করবে না। তাই এ ব্যাপারে আপনি আল্লাহ পাকের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করুন।”

হযরত সায্যিদুনা হাসান বসরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর কাছ থেকে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া তাঁর অসংখ্য মলফুযাত শরীফও রয়েছে। তিনি মক্কা শরীফের ফযীলত সম্পর্কিত একটি কিতাব রচনা করেছেন। ১১০ হিজরি মোতাবেক ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বসরায় ওফাত গ্রহণ করেন।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* যদি আলিম না হতো তাহলে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো হয়ে যেতো। অর্থাৎ আলিমগণ তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থা থেকে বের করে এনে মানুষের রূপ দান করেছেন।<sup>(২)</sup>
- \* আলিমদের শান্তি হলো অন্তরের মৃত্যু। আর অন্তরের মৃত্যু হলো আখিরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করা।<sup>(৩)</sup>
- \* এমন কোন মানুষের পেছনে নামায পড়ো না, যে আলিমদের নিকট যাওয়া-আসা করে না।<sup>(৪)</sup>
- \* যেই নামাযে কলব হাজির থাকে না, সেটির সাজা শীঘ্রই পাওয়া যায়।<sup>(৫)</sup>
- \* আল্লাহর কসম! যেই ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দিন শুরু করে না, তার দুঃখ বেড়ে যায় এবং আনন্দ কমে যায়। তাকে অধিক কাঁদতে হয় এবং স্বপ্নই হাসতে পারে। তার কর্মব্যস্ততা ও পরিশ্রম বেড়ে যায় এবং শান্তি ও মুক্তি কমে যায়।<sup>(৬)</sup>
- \* আল্লাহর কসম! যেই ব্যক্তি মহিলাদের (অবৈধ) মনোবাসনা পূরণে সাড়া

(১) (আল আলামু লিয় যারকালী, আল হাসানুল বসরী, ২য় খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা। ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবুল ইলম, আল বাবুস সাদিস ফি আফাতিল ইলম, ১ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

(২) (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, বাবু ফযীলতিত তালীম, ১ম খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা)

(৩) (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, আল বাবুস সাদিস ফি আফাতিল ইলম, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা)

(৪) (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু আসরারিস সালাত, আল বাবুল আউয়াল, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

(৫) (প্রাণ্ডক্ত, ২১৩ পৃষ্ঠা)

(৬) (প্রাণ্ডক্ত, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

দেবে, আল্লাহ পাক তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।<sup>(১)</sup>

### হাসান বসরীকে সুসংবাদ দাও !

হযরত সাযিয়দুনা আবু হামযা ইসহাক বিন রবী' আভার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নিকট একজন লোক এসে বললেন: “হে আবু সাঈদ! গত রাতে আমি রাসূল পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে স্বপ্নে দেখেছি। আমি দেখলাম নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বনু ছালিম গোত্রের লোকদের কাছে আগমন করেছেন। তাঁর পরণে ছিলো উন্নত মানের একটি জুব্বা।” আরয করা হলো: “ইয়া রাসূলান্নাহু صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! হাসান বসরী আসছেন।” নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তাকে সুসংবাদ দাও, আরো সুসংবাদ দাও, আরো সুসংবাদ দাও।”

হযরত সাযিয়দুনা আবু হামযা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এই কথা শোনামাত্র হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে আরম্ভ করলো। অতঃপর লোকটিকে তিনি বললেন: “আল্লাহ পাক আপনার উভয় চোখ সব সময় শীতল রাখুক।” তাজেদারে মদীনা, ছয়র পুরনুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, নিঃসন্দেহে সে আমাকেই স্বপ্নে দেখলো। কেননা, শয়তান কখনো আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।”<sup>(২)</sup>

### ﴿১২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### আখিরাতের ভাবনা ও খোদাভীরতা:

হযরত সাযিয়দুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে দেখলাম যে, তাঁর গায়ের রং উজ্জ্বল ছিলো, চেহারা মোবারক থেকে নূর ছাড়াচ্ছে, চেহারার পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতার কারণে তাঁর অশ্রুর বিন্দুগুলোও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু

<sup>(১)</sup> (ইহুইয়াউ উলুম্বীন, কিতাবু আদাবিন নিকাহ, আল বাবুহ ছালিছ, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, নম্বর: ১৩১, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)

সাজিদ! আপনি না ইত্তিকাল করেছেন?” বললেন: “হ্যাঁ।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: “ইত্তিকালের পর আপনার কী মর্যাদা ও স্থান অর্জিত হলো? আল্লাহর কসম! আপনি তো সারা জীবনই আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা করে মনের দুঃখ-বেদনায় এবং আল্লাহ পাকের ভয়ে কাটিয়েছেন।” তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ মুচকি হেসে বললেন: “আখিরাতের ভাবনা এবং খোদাভীরুতার কারণে কান্নাকাটি করাকেই তো আল্লাহ পাক আমার জন্য নেককারদের স্তর লাভ করার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। আর আমাকে মুত্তাকীদের স্তর দান করেছেন। আল্লাহর কসম! এটা আমার উপর আমার প্রতিপালকের অনেক বড় দয়া।” বললাম: “হে আবু সাজিদ! আমাকে কিছু নসিহত করুন।” ইরশাদ করলেন: “যেই ব্যক্তি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি দুঃখ-ভাবনা নিয়ে দিন কাটায় সে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করবে।”<sup>(১)</sup>

## ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল হোক আর মন্দ হোক যে কোন কাজের একটি প্রভাব আমাদের অন্তরে অবশ্যই পড়ে। মন্দ কাজের প্রভাব হল, কোন গুনাহর কাজ করার সাথে সাথেই আমাদের অন্তরে কালো একটি বিন্দু সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নেক কাজের প্রভাব হল, কুরআনের ভাষায়:

(পারা- ১২, সূরা- হূদ, আয়াত- ১১৪) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই সৎকর্ম সমূহ অসৎকর্ম সমূহকে মিটিয়ে দেয়।” তাই নেক আমলের বরকতে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এই অন্তরই হলো মানুষের সমস্ত দেহের রাজা, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “সেটি যদি ভালো থাকে, তাহলে সারা দেহই ভালো থাকে।” আর মানুষ রুহানিয়াতের অধিকারী হয়ে যায়। ফলে সে বড় বড় ইবাদত ও মুজাহাদা ইত্যাদি অত্যন্ত স্থায়িত্বের সাথে করতে পারে। যেমনিভাবে- ঘটনাতে রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, নম্বর: ৩৯, ৩য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)



হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সারা জীবনই আখিরাতের কারণে ভাবনায় দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং আল্লাহর ভয়ে কান্না করতে করতে কাটিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রুহানিয়াত অর্জন করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাগুলোতে আশিকানে রাসূলের সাথে সুনাতের ভরা সফর করুন। সফল জীবন অতিবাহিত করতে এবং আখিরাতকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে দৈনন্দিন ফিক্কে মদীনা করার মাধ্যমে রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই আপনার যিম্মাদারের কাছে জমা করিয়ে দিন। অতঃপর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ৫৯ নম্বর মাদানী ইনআমে বলছেন: আপনি কি গত মাসের মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে আপনার যেলী নিগরানের নিকট জমা করিয়েছেন? তাছাড়া ৬০ নম্বর মাদানী ইনআমে বলছেন: আপনি কি এই মাসের জাদওয়াল অনুযায়ী কম পক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছেন?

### ﴿১৩﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

আসমান সমুহের দরজাগুলো খুলে গেলো:

যেই রাতে হযরত সাযিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইত্তিকাল হলো, সেই রাতে কেউ স্বপ্নে দেখেছিলো যে, আসমানের দরজাগুলো খুলে গেছে। তারপর একজন আহ্বানকারী ঘোষণা দিচ্ছেন: “তোমরা সবাই কোন! হাসান বসরী আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে গেছেন! আর তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট আছেন!”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু কয়াল কাওম, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

## ﴿১৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### জান্নাতের বাদশাহ:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আবু সালিহকে ইয়াহিয়া বিন আইয়ুব বলেছেন: দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিলো। তাদের একজন অপর জনের কাছ থেকে এই ওয়াদা নিলেন যে, “তাদের মধ্য হতে যিনি আগে মারা যাবেন, তিনি অপরজনকে সেখানকার অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করবেন।” পরে যখন তাঁদের যে কোন একজন ইন্তিকাল করলেন, অপরজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন: “তিনি তো জান্নাতে বাদশাহদের মতো রয়েছেন। তাঁর সেবকরা কখনো তাঁর নাফরমানী করেন না।” তারপর হযরত সাযিয়দুনা ইমাম ইবনে সীরীন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর দিলেন: “তিনি জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করেন। মনের খুশি মতো সেখানকার নেয়ামত ভোগ করেন। কিন্তু উভয়ের মর্যাদার মধ্যে অনেক পার্থক্য।” এরপর স্বপ্ন প্রত্যক্ষকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: “হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এতো বড় মর্যাদা কীভাবে অর্জন করলেন?” উত্তর দিলেন: “আখিরাতের চিন্তা-ভাবনায় অধিক চিন্তিত থাকার কারণে।”<sup>(৯)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

## ﴿১১﴾ হযরত সাযিয়দুনা রজা বিন হায়াত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

হযরত সাযিয়দুনা রজা বিন হায়াত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সমসাময়িক যুগে সিরিয়াবাসীদের অনেক বড় বুয়ুর্গ, বজ্রা, স্পষ্ট ভাষী, ধর্ম প্রচারক ও আলিম

<sup>(৯)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয যাহাবী, মুহাম্মদ বিন সীরীন, ৫ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬১৩)

ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ عَنْهُ খেলাফত ও গভর্নর উভয় কালে তিনি তাঁর সহচর ছিলেন। খলীফা সোলায়মান বিন আবদুল মালিক তাঁকে নিজের কাতিব বা লিখক নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনিই তাঁকে হযরত সায্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে খলিফা বানানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন।<sup>(১)</sup>

মাসলামা বিন আবদুল মালিক বলেন: কিন্দা গোত্রের তিন ব্যক্তি এমন রয়েছেন, যাঁদের বরকতে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। তাঁরা তিন জন হলেন: ১. রজা বিন হায়াত, ২. ওবাদা বিন নুসাই এবং ৩. আদী বিন আদী رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ।<sup>(২)</sup>

নুআইম বিন সালামা বলেন: “সিরিয়াই এমন কোন ব্যক্তি নেই যার অনুসরণ করা আমার কাছে হযরত সায্যিদুনা রজা বিন হায়াত رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বেশি পছন্দনীয়।”<sup>(৩)</sup>

আবু উসামা বলছেন: “ইবনে আউন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ যখন তাঁর পছন্দনীয় মানুষের কথা আলোচনা করতেন, তখন হযরত সায্যিদুনা রজা বিন হায়াত رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর কথাও আলোচনা করতেন।”<sup>(৪)</sup>

সুহাইল কুতায়ী থেকে বর্ণিত; ইবনে আউন বলেন: “আমি হযরত সায্যিদুনা কাসেম বিন মুহাম্মদ, হযরত সায্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সীরীন এবং হযরত সায্যিদুনা রজা বিন হায়াত رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ চেয়ে বড় কোন মহা মর্যাদাবান মুসলমান পাইনি।”<sup>(৫)</sup>

আছমায়ী থেকে বর্ণিত; ইবনে আউন বলেন: “আমি এমন তিন জন ব্যক্তিকে দেখেছি, যাঁদের কোন তুলনা হয় না। ইরাকে হযরত সায্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সীরীন, হিজাযে হযরত সায্যিদুনা কাসেম বিন মুহাম্মদ এবং সিরিয়ায় হযরত

(১) (আল আলামু লিয় যারকালী, রযা বিন হায়াত, ৩য় খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

(২) (তারিখে মদীনা দামেশক, নম্বর:২১৬২। রযা বিন হায়াত বিন জুনদুল, ১৮তম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

(৩) (শাওক, ১০৫ পৃষ্ঠা)

(৪) (হিলয়াতুল আউলিয়া, রযা বিন হায়াত, নম্বর: ৬৭৯৪, ৫ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

(৫) (হিলয়াতুল আউলিয়া, রযা বিন হায়াত, নম্বর: ২৮০৩, ৫ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদুনা রজা বিন হায়াত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ<sup>(১)</sup>।

হযরত সায়্যিদুনা রজা বিন হায়াত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ১১২ হিজরি মোতাবেক ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে ওফাত লাভ করেন।

### উক্তি সমূহ:

- \* হযরত সায়্যিদুনা রজা বিন হায়াত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত রয়েছে; “ইসলাম কতইনা সুন্দর। আর ঈমান সেটিকে সুশোভিত করে। ঈমান কতইনা সুন্দর। আর তাকওয়া সেটিকে সুশোভিত করে। তাকওয়া কতইনা সুন্দর। আর ইলম সেটিকে সুশোভিত করে, ইলম কতইনা সুন্দর। আর ধৈর্য সেটিকে সুন্দর করে তোলে এবং ধৈর্যশীলতায় কইনা সৌন্দর্যতা রয়েছে! আর নশ্রতা সেটিকে সৌন্দর্যতা দান করে।”<sup>(২)</sup>
- \* বান্দা যখন মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করে, তখন তার ভিতর হতে হিংসা, গালি-গালাজ ইত্যাদির বদ-অভ্যাস দূর হয়ে যায়।<sup>(৩)</sup>

## ﴿১৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### কিছুক্ষণ সময়ের ডয়:

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “বাইতুল মুকাদ্দাসের এক মহিলা বলছিলেন; হযরত সায়্যিদুনা রজা বিন হায়াত আমাদেরই প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ।” ওফাতের একমাস পর স্বপ্নে দেখে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবুল মিকদাম! আপনার পরিণাম কেমন হলো?” উত্তরে বললেন: “খুবই ভাল। কিন্তু তোমাদের এখান থেকে বিদায় নেবার পর আমি একটি বিকট ভয়ঙ্কর আওয়াজ এবং শোরগোল শুনতে পেয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, হয়তো কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। (কিন্তু বাস্তবে তা নয়)।”

<sup>(১)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, রযা বিন হায়াত, ১৮তম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২১৬২)

<sup>(২)</sup> (প্রাণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (প্রাণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

আমি আরয করলাম: “সেই আওয়াজ এবং শোরগোল কি ধরণের ছিল?” বললেন: হযরত সায়্যিদুনা জাররাহ বিন আবদুল্লাহ্ হাকামী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের আমলের বিনিময়ে পাওয়া উত্তম বিনিময় ও সাওয়াব নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করছিলেন। আর জান্নাতের দরজায় তাঁদের ভীড় হয়ে গিয়েছিলো (এটি ছিলো সেই আওয়াজ)।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে সফল হয়ে যায়, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। রহমতে ভরপুর ঐ জায়গায় আল্লাহ পাক এমন এমন নেয়ামতরাজির ব্যবস্থা করে রেখেছেন যেগুলো সম্বন্ধে দুনিয়াতে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। যেমন- রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: “আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামতরাজির ব্যবস্থা করে রেখেছি যা কেউ দেখেওনি, শোনেওনি এবং কারো কল্পনাতেও আসেনি।<sup>(২)</sup> সেই নেয়ামত লাভ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত দুনিয়ায় এমন আমল করা যা জান্নাত অর্জনের পক্ষে সহায়তা করে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কতই যে আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের কোন প্রতিবেশী বা আপনজন যদি উঁচু দালান তৈরি করে, উন্নত গাড়ি কিনে অথবা যে কোন ভাবে দুনিয়াবী ভোগ্য সামগ্রী অর্জন করে, সাথে সাথেই আমরা তার চেয়ে বড় হবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা তখন মগ্ন হয়ে পড়ি। কখনো কখনো হিংসার কারণে জীবনও বিপন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় যে, মুত্তাকী ও পরহেজগার বান্দাদেরকে দেখে আমরা এই বাসনা পোষণ করি না যে, এই ইসলামী ভাইটি যেভাবে জান্নাতের

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিভাবে মানামাত, ৩য় খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭)

<sup>(২)</sup> (সহীহ বোখারী, কিভাবে তাওহীদ, বাবু কওলিল্লাহি তাআলা ইউরীদুনা আই ইউবাদিল্লী কালামাল্লাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

উচ্চ মর্যাদার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, আমিও তাঁর মতো চেষ্টা করে যাব, আমিও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করব, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করবো, সুন্নাহের উপর আমল করবো, মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলার মুসাফির হবো, দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকব এবং অন্যান্য মাদানী কাজে অংশ গ্রহণ করে বরকত অর্জন করবো।

মত লাগা দিল এহাঁ পছতায়ৈ গা,  
কিস তারাহ জান্নাত মৈঁ ভাই জায়ৈ গা।

## ﴿১২﴾ হযরত সায্যিদুনা আবু ইয়াহিয়া সালামা বিন কুহাইল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সায্যিদুনা সালামা বিন কুহাইল বিন হোছাইন হাযরামী তিনয়ী কৃষী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর উপনাম আবু ইয়াহিয়া। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হাযরামাওতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত সায্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর শাহাদাতের ১৩ বৎসর পূর্বে ৪৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হযরত সায্যিদুনা য়ায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ও যিয়ারত করার মর্যাদা লাভ করেন। হযরত সায্যিদুনা জুনদাব এবং হযরত সায্যিদুনা আবু জুহাইফা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং “ছাবাত ফিল হাদীস” (অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য) ছিলেন। তিনি বলেন: “আমি হযরত সায্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাথা মোবারক বর্ষাবিদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। আর মাথা মোবারক থেকে এই শব্দ বের হতে শুনেছি:

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٤﴾

(পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৩৭)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে হে মাহরুব! অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহই তাদের দিক থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তিনিই হলেন শ্রোতা, জ্ঞানী)। ১২১ হিজরি সনের আশুরার দিন তাঁর ওফাত হয়ে ছিলো।<sup>(১)</sup>

## ﴿১৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

দয়াময় প্রতিপালক:

ইবনুল আজলাহ বলেন: আমার পিতা আজলাহ (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) হযরত সাযিয়দুনা সালামা বিন কুহাইল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে বলেছিলেন: আমাদের মধ্যে যে আগে ইস্তিকাল করবে সে অপরজনকে তার সব ঘটনাবলি স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে। হযরত সাযিয়দুনা সালামা বিন কুহাইল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আল আজলাহের আগে ইস্তিকাল করেন। ইবনুল আজলাহ বলেন: আমার আব্বাজান আমাকে বলেছেন: হে আমার সন্তান! হযরত সাযিয়দুনা সালামা বিন কুহাইল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ একদিন আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার তো ইস্তিকাল হয়ে গেছে।” তিনি বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে জীবিত করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি আপনার প্রতিপালককে কীরূপ পেয়েছেন?” বললেন: “হে আবু হুজাইফা! অত্যন্ত দয়াবান পেয়েছি!” জিজ্ঞাসা করলাম: “যেসব আমলের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করে সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম আমল কোন্টি?” বললেন: “রাতের নামাযের চেয়ে অধিক কোন্ আমল আমি পাইনি।” জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে?” বললেন: “খুবই সহজ আচরণ করা হয়েছে। তাই বলে আপনারা সেটির উপর ভরসা করে নির্বিকার হয়ে থাকবেন না।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

<sup>(১)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, সালামা বিন কুহাইল, ২২তম খন্ড, ১১৬-১২৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৬৩৪)

<sup>(২)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, সালামা বিন কুহাইল, ২২তম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)

## ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনাটি দ্বারা বুঝা গেলো, বুয়ুর্গানে দ্বীনেরা রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন। ইশার নামাযের পর যেই নফল নামাযগুলো পড়া হয় সেগুলোকে সালাতুল লাইল বা রাতের নামায বলা হয়। আর রাতের নফল দিনের নফলের চেয়ে উত্তম, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “ফরয নামাযগুলোর পর ফযীলতপূর্ণ নামায হলো রাতের নামায।”<sup>(১)</sup> এই সালাতুল লাইলেরই একটি প্রকার হলো তাহাজ্জুদের নামায। ইশার নামায আদায়ের পর ঘুম থেকে উঠে তারপর নফল নামায পড়বে। আর ঘুমানোর আগে যেই নামাযগুলো পড়বে সেগুলো তাহাজ্জুদ নয়। হযরত সাযিয়্যাতুনা আসমা বিনতে ইয়াযীদ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; কিয়ামতের দিন সবাইকে একটি ময়দানে একত্র করা হবে। সেই সময়ে এক আহ্বানকারী ঘোষণা দেবে: “তারা কোথায় যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা থাকতো?” তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাদের সংখ্যা খুব কমই হবে। তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। অন্যদের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশের হুকুম হবে।<sup>(২)</sup> সাযিয়্যাদী, মুর্শিদী, আশিকে রাসূলে আরবি, মুহিব্ব হার সৈয়দ ও সাহাবী ও অলী, সুন্নাতের প্রচারক, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ১৯ নম্বর মাদানী ইনআমে বলেছেন: “আপনি কি আজ তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীনের নামায আদায় করেছেন?”

## ﴿১৩﴾ হযরত সাযিয়্যাদুনা আবু মুস্তাহিল কুমাইত

বিন যায়েদ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ এর নাম কুমাইত বিন যায়েদ আসাদী। উপনাম আবু মুস্তাহিল। তিনি رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ হযরত সাযিয়্যাদুনা ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ শাহাদাতের

<sup>(১)</sup> (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৬৩)

<sup>(২)</sup> (শুআবুল ইমান লিল বায়হাকী, হাদীস- ৩২৪৪, ৩য় খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)



দিনগুলোতে ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনী আসাদ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর চাচা ছিলেন গোত্রের সর্দার। তিনি বনী আসাদ গোত্রের একজন খতীব, হাফেযে কুরআন, ভাল লিখক, দানশীল, ইলমে আনসাবে খুবই পারদর্শী, বীর বাহাদুর ও বড় কবি ছিলেন। তাঁর পাঁচ হাজারের অধিক কবিতা রয়েছে। তিনি পবিত্র আহলে বাইতের **رَضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ** শানেও কবিতা রচনা করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন হোসাইন **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** তাঁর কবিতায় সন্তুষ্ট হয়ে চার লক্ষ দিরহাম দান করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন: “আপনি কিছু মনে না করলে আপনার পবিত্র দেহের সাথে স্পর্শ হয়েছে এমন কোন কাপড় দান করুন। আমি তা হতে বরকত অর্জন করবো।” তিনি তাঁকে নিজের কাপড় দান করেছিলেন এবং যেই জুকাটি পরিধান করে তিনি নামায আদায় করতেন, সেটিও দান করে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। তিনি বলেন: “আমি সর্বদা তাঁর দোয়ার বরকত অর্জন করতে থাকতাম।” ১২৬ হিজরিতে মারওয়ান বিন মুহাম্মদের খিলাফতকালে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(১)</sup>

## ﴿১৭﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

নবী-পরিবারের প্রশংসা ক্ষমার কারণ হয়ে গেলো:

ছাওর বিন ইয়াযীদ শামী বলেন: হযরত সায়্যিদুনা কুমাইত বিন যায়েদ **رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ** কে স্বপ্নে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: **مَا فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ؟** অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার জন্য একটি আসন রাখা হয়েছে। আমাকে সেটিতে বসানো হয়েছে। আদেশ করা হলো: “শের (তথা কবিতা) পাঠ করো।” আমিও পড়তে আরম্ভ করলাম। আমি যখন এই শেরটিতে পৌঁছলাম:

حَتَّىٰ نَيْكَ رَبُّ النَّاسِ مِنْ أَنْ يُغَرَّنِي كَمَا غَرَّهُمْ شُرُوبُ الْحَيَاةِ الْمَمْرَدِ

<sup>(১)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, কুমাইত বিন যায়দ, ৫০তম খন্ড, ২২৯-২৪৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৮২৮)

**অনুবাদ:** “হে মানবজাতির প্রতিপালক! জীবনের অস্থায়ী চুমুক আমাকে ধোকা দেয়া থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় চাই, যেমনটি সে অন্যদের ধোঁকা দিয়েছে।”

তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: “কুমাইত সত্যই বলেছে। অন্যসব মানুষ যেভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছে, তা থেকে কুমাইত বেঁচেই থেকেছে। হে কুমাইত! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। কেননা, তুমি আমার সৃষ্টি মানবকুলের মধ্য হতে সর্বশ্রেষ্ঠদের সাথে ভালবাসা পোষণ করতে। আর যেই ব্যক্তি মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এর আহলে বাইতের প্রশংসায় তোমার লিখিত শেরগুলো (কবিতা) হতে যে কোন শের (কবিতা) পাঠ করবে, আমি তোমাকে একটি মর্যাদা দান করবো আর আখিরাতে তাকে আরো উচ্চ মর্যাদা দান করবো।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينٌ بِجَأْرِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা দুনিয়ার রং-তামাশার মোহে দুনিয়াবী জীবনের ধোঁকায় পড়ে নিজের মৃত্যুর কথা, কবর ও হাশরের কথা ভুলে থাকে এবং আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন আমল করে না, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ধোঁকার ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ২২ পারার সূরা ফাতিরের ৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرُّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানব কুল! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন: এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতারনা না করে ওই বড় প্রতারক।)

<sup>(১)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, কুমাইত বিন যায়দ, ৫০তম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৮২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যেই ব্যক্তি মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী ঘটতে থাকা ঘটনাগুলো সম্বন্ধে সঠিক অর্থে অবহিত রয়েছে সেই ব্যক্তি কখনো দুনিয়ার ধোঁকাবাজির শিকার হয় না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ার ধোঁকা থেকে রক্ষা করুক। **أُمِّينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**। তাছাড়া ঘটনাটি হতে বুঝা গেলো, আলে রাসূলগণ **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ** এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও মর্যাদা অর্জনের উপায়।

## ﴿১৪﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু ইয়াহিয়া মালিক বিন দীনার **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**

জীবনী:

তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** হাদীসের রাবীগণের মধ্য হতে তিনিও একজন রাবী। অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহজেগার ছিলেন। ১৩১ হিজরি মোতাবেক ৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বসরায় ওফাত গ্রহণ করেন।<sup>(১)</sup> উপনাম আবু ইয়াহিয়া। দুনিয়ার চাহিদা বর্জনকারী এবং রাগের সময়ে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারতেন।<sup>(২)</sup> পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি কিতাব লিখতেন এবং একমাত্র নিজের হাতের উপার্জন হতেই ভক্ষণ করতেন।<sup>(৩)</sup> হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** এর যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীগণের মধ্যে গণ্য করা হতো।<sup>(৪)</sup> তাওবা করার পূর্বে তিনি মহকুমা পুলিশের সিপাহী ছিলেন। মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন।<sup>(৫)</sup> তাঁর তাওবা করা নিয়ে বিস্তারিত ঘটনা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘নেককার হওয়ার উপায়’ রিসালার ৪ থেকে ৭ পৃষ্ঠা থেকে অধ্যয়ন করতে পারেন।

(১) (আল আলাযু লিয যারকালী, মালেক বিন দীনার, ৫ম খন্ড, ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা)

(২) (হিলয়াতুল আউলিয়া, মালেক বিন দীনার, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২০০)

(৩) (ওয়াক্ফিয়াতুল আয়ান, ৪র্থ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৫১)

(৪) (সিয়ারু আলামিন নিবলা, মালেক বিন দীনার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৭৯)

(৫) (রাওজুর রিয়াহীন, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

### উক্তি সমূহ:

- ❁ যেই অন্তরে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা নেই সেই অন্তর বিরান হয়ে যায়। যেমন যেই ঘরে কেউ থাকে না সেই ঘর শূণ্য হয়ে যায়।<sup>(১)</sup>
- ❁ একবার তাঁকে বলা হয়েছিল: “আপনি বিবাহ করবেন না?” তিনি উত্তরে বলেছিলেন: “ক্ষমতা থাকলে আমি নিজেকেই তালাক দিয়ে দিতাম।<sup>(২)</sup>
- ❁ হালাল সম্পদ হতে একটি খেজুর সদকা করা, হারাম সম্পদ হতে এক লক্ষটি সদকা করার চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয়।<sup>(৩)</sup>

### ১৮ রহমতে ডরা ঘটনা

#### নেককারদের মজলিশের মতো কোন মজলিশ দেখিনি:

হযরত সায্যিদুনা জাফর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার একজন বন্ধু ছিলেন যিনি আমার সাথে হযরত সায্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মজলিশে উপস্থিত হতেন। তিনি বলেছেন: আমি হযরত সায্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু ইয়াহিয়া! مَا صَنَعْتَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ- আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি জবাবে বললেন: “খুবই ভাল আচরণই করেছেন। আমি নেক আমলের চেয়ে ভাল আর কিছুই দেখিনি। আমি সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মতো নেককার আর কাউকেই দেখিনি। সলফে সালিহীনদের رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام ন্যায় কোন মজলিশই দেখিনি আর আমি নেককারদের মজলিসের ন্যায় ভাল কোন মজলিশ দেখিনি।”<sup>(৪)</sup>

#### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল পরিবেশ থেকেই ভাল সংস্পর্শ পাওয়ার সুযোগ হয়। ভাল পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে জাহের-বাতেন

(১) হিলয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৭৫৬)

(২) হিলয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৭৮৩)

(৩) হিলয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৮১৩)

(৪) মাউসুআতুল ইমাম ইবনি আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২০৮)

সংশোধন হয়। কেননা, ভাল পরিবেশই ভাল সংস্পর্শ ব্যাপক হওয়ার সুযোগ দান করে এবং কার অজানা যে, ভাল সংস্পর্শের সুফল ও বরকত অত্যধিক। আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন:

ছোহবতে সালিহ তুরা সালিহ কুনদ,  
ছোহবতে তালিহ তুরা তালিহ কুনদ।

অর্থাৎ ভাল লোকের সংস্পর্শ তোমাকে ভাল করে তুলবে এবং মন্দ লোকের সংস্পর্শ তোমাকে মন্দ বানিয়ে ছাড়বে। সূফীয়ায়ে কিরামগণ رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام বলেন: “নেককারদের সংস্পর্শ সমস্ত ইবাদত থেকেও উত্তম। দেখুন, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দুনিয়ার সমস্ত আউলিয়াগণের চাইতেও উত্তম কেন? তার কারণ, তাঁরা স্বয়ং নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সংস্পর্শ লাভ করেছেন।”<sup>(১)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ ইবাদাত এবং কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান এবং সুন্নাতের প্রতি পৃষ্ঠ পোষকতার উৎসাহ নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসরমান। সুতরাং, দা'ওয়াতে ইসলামীর পবিত্র এবং মন-মাতানো পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও উভয় জাহানের সফলতার মাধ্যম স্বরূপ।

### জান্নাতী হয়ে গেলেন:

মাহদী বিন মাইমুন বর্ণনা করেছেন: যেই রাতে হযরত সায্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ওফাত হলো সেই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম, কেউ যেন ডাক দিয়ে বলছেন, শোন! মালিক বিন দীনার জান্নাতী হয়ে গেছেন!<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٍ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

<sup>(১)</sup> (মিরআতুল মানাজীহ, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ৭১-৭২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০১)

## ﴿১৫﴾ হযরত সাযিদুনা মনছুর বিন মুতামির رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ছিলেন কুফার একজন উচ্চ পর্যায়ের হাদীস বর্ণনাকারী। কুফায় তাঁর চেয়ে বড় কোন হাফেযে হাদীস ছিলেন না। তিনি হাদীস বিষয়ে একজন অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন এবং ছাবাত ফিল হাদীস (হাদীস শাস্ত্রের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য)।<sup>(১)</sup>

### গাছের কাণ্ড:

বর্ণিত আছে; তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁর ঘরের ছাদেই নামায আদায় করতেন। তাঁর ইত্তিকালের পর এক ছোট শিশু তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: “মা! অমুকদের ছাদে যেই গাছের কাণ্ডটি দেখা যেত সেটি আজ দেখা যাচ্ছে না কেন?” মা উত্তরে বললেন: “বাবা! সেটি গাছের কাণ্ড ছিলো না। সেটি ছিলেন হযরত সাযিদুনা মনছুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ। তিনি এখন ইত্তিকাল হয়ে গেছেন।”<sup>(২)</sup>

বর্ণিত আছে; তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ৪০ বৎসর যাবৎ দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। তিনি লাগাতার কান্না করতে থাকতেন। তাঁর মা তাঁকে বলতেন: “বাবা! তুমি কাউকে খুন তো করনি?” তিনি উত্তরে বলতেন: “আমি জানি, আমার নফসের সাথে আমি কী ব্যবহার করেছি!” সকাল হতেই তিনি মাথায় তেল লাগাতেন, চোখে সুরমা লাগাতেন আর ঠোঁটগুলো ভেজা ভেজা করে রাখতেন। তারপর মানুষের সামনে যেতেন। (তিনি এ কারণেই এরূপ করতেন যে, কেউ যেন তাঁর সারা রাত ইবাদত করার বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারে)।<sup>(৩)</sup>

(১) (আল আলামু লিয যারকালী, ইবনুল মুতামার (মনছুর ইবনুল মুতামার), ৭ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

(২) (হিলয়াতুল আউলিয়া, মনছুর ইবনুল মুতামির, ৫ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬২৬০)

(৩) (সিয়ারু আলামিন নিবলা, মনছুর ইবনুল মুতামির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৯৬)

## ﴿১৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

১৩২ হিজরি মোতাবেক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ওফাত হয়। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান বিন ওইয়াইনা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা মনছুর বিন মুতামার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন: “আর একটু হলে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে কোন নবীর ন্যায় আমল নিয়ে হাজির হতে পারতাম।” অতঃপর হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান বিন ওইয়াইনা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা মনছুর বিন মুতামার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ৬০ বৎসর এভাবে কাটিয়েছেন যে, সারা রাত নামাযে কাটাতেন এবং সারা দিন রোযা রাখতেন।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

## ﴿১৬﴾ হযরত সাযিয়দাতুনা রাবেয়া আদাবীয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا

### জীবনী:

হযরত সাযিয়দাতুনা রাবেয়া বিনতে ইসমাঈল আদাবীয়া বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا ছিলেন বসরার একজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ নেককার রমণী। তিনি বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত, যুহদ ও তাকওয়া তথা পরহেজগারী সম্বন্ধে অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তিনি ১৩৫ হিজরি মোতাবেক ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কুদুস নামক জায়গায় ইন্তিকাল করেন। কুদসেরই পূর্ব অঞ্চলে ‘জবলে তুর’ তথা তুর পর্বতের চূড়ায় তাঁর নূরানী মাযার রয়েছে।<sup>(২)</sup>

(১) (সিয়ারু ইলামিন নিবলা লিয যাহাবী, মনছুর বিন মুতামার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৯৬)

(২) (আল আলামুয যারকানী, রাবেয়া আদাবীয়া, ৩য় খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)

## সারা রাত ইবাদত:

হযরত সাযিদ্দাতুনা আবদাহ্ বিনতে আবু শাওয়াল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا আল্লাহ পাকের অত্যন্ত নেককার বান্দেনী ছিলেন এবং হযরত সাযিদ্দাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এর সেবিকা ছিলেন। তিনি বলেন: হযরত সাযিদ্দাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا সারা রাত নফল নামায আদায় করতেন। তারপর ফজরের নামায আদায় করার পর সেই মুসল্লাতেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। চারিদিকে যখন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ত তখন তিনি ভীত অবস্থায় জাগ্রত হতেন আর বলতেন: “হে নফস! তুমি আর কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে? কখন তুমি জাগবে? অচিরেই তুমি এমন শায়িত নিদ্রিত হবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আর উঠতেই পারবে না।” সারা জীবন তাঁর এই নিয়মেই কেটেছিলো। সেই অভ্যাসেই তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন।<sup>(১)</sup>

## উক্তি সমূহ:

- ❖ মানুষ যখন (ইখলাসের সাথে) নেক আমল করে, তখন আল্লাহ পাক তার আমলের দোষ-ত্রুটি এবং অপূর্ণতাগুলো তার কাছে প্রকাশ করে দেন। ফলে সে অন্যের দোষ-ত্রুটির কথা বাদ দিয়ে নিজের দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতাগুলো দূর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়।<sup>(২)</sup>
- ❖ আমি যখনই আযান শুনতে পাই, তখনই আমি কিয়ামতের দিনের আহ্বানকারীর কথা স্মরণ করি আর যখনই গরম অনুভব হয়, তখনই হাশরের দিনের উত্তাপের কথা স্মরণ করি।<sup>(৩)</sup>
- ❖ তিনি জিন্ দেখতে পেতেন। আর বলতেন: “আমি আমার ঘরে বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের আসা-যাওয়া করতে দেখি। আর তারা আমাকে তাদের কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়।”<sup>(৪)</sup>

(১) মাউসুআতুল ইমাম ইবনি আবিদ দুনিয়া, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১১২)

(২) তাবাকাতুস সুফিয়্যাহ্, রাবেয়া বিনতে ইসমাঈল, ১ম খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৯৬)

(৩) (প্রাণ্ডক্ত)

(৪) (প্রাণ্ডক্ত)



### অবকাশ খুবই অল্প:

হযরত সায্যিদুনা আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মাসমা বিন আসেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন: হযরত সায্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আমাকে বলেছেন: একবার আমি এমনই অসুস্থ হয়ে পড়ি যে, তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। আমি স্বপ্নে দেখলাম কেউ আমাকে বলছেন: “সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তোমার নামায আদায় করা নূর। অথচ তোমার ঘুমিয়ে থাকা সেই নামাযের বিপরীত যা তোমার জন্য স্তম্ভ। তুমি যদি বুঝতে পার, যে তোমার জীবনটা তোমার জন্য বড় গনীমত। আর অবকাশ খুবই কম এবং কোন কাজের অভ্যস্থ ব্যক্তি, হয় সেই কাজের মাধ্যমে উপকার লাভ করে, না হয় ক্ষতির শিকার হয়।” এই কথাগুলো বলে লোকটি আমার দৃষ্টির অন্তরায় হয়ে গেলেন। এদিকে ফজরের আযানে আমার চোখ খুলে গেলো।<sup>(১)</sup>

### ﴿২০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### সবুজ রঙের উন্নত পোশাক:

তাঁরই সেবিকা বলেন: তাঁর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন: “হে আবদাহ! কাউকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেবে না। আর আমাকে আমার এই জুব্বাতেই কাফন দেবে।” সেটি ছিলো লোমের তৈরি জুব্বা। সেটি পরেই তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন। আমরা তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا সেই জুব্বা এবং তাঁরই সেই চাদরে কাফন দিয়েছিলাম, যেটি তিনি গায়ে জড়াতেন।

প্রায় এক বৎসর পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর গায়ে ছিলো মোটা সবুজ রেশমের পোশাক। তার উপর পাতলা রেশমের সবুজ চাদর গায়ে জড়ানো। ইতোপূর্বে আমি কখনো এই ধরণের সুন্দর পোশাক দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলাম: “হে রাবেয়া! আপনার সেই জুব্বা ও ওড়নাটি কোথায়, যেটি আমরা

<sup>(১)</sup> (মোউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৩)

আপনার কাফন হিসাবে পরিণে দিয়েছিলাম? তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! সেই কাফনের পরিবর্তে আল্লাহ পাক আমাকে এই আজিমুশশান পোশাক পরিধান করিয়ে দিয়েছেন যা দেখছো। আর আমার সেই কাফন ভাঁজ করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। আমাকে আলা ইল্লিয়্যানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে কিয়ামতের দিন সেই কাফনের পরবর্তে আমাকে পরিপূর্ণ সাওয়াব দান করা হয়।” জিজ্ঞাসা করলাম: “সেখানে গিয়ে এতগুলো দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়ার জন্যই কি দুনিয়ায় আপনি আমল করতেন?” বললেন: “এগুলো তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁর বন্ধুদের জন্য তাঁর দয়া ও দান।” জিজ্ঞাসা করলাম: “আবদাহ বিনতে আবি কিলাবের সাথে আল্লাহ পাক কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “আফসোস! আমি পেছনে রয়ে গেছি। আর তিনি আমার চেয়েও উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “তা কীভাবে? অথচ সকলের নিকট আপনার মর্যাদা তাঁর চেয়ে অধিক ছিলো। বললেন: “সকাল কীভাবে হবে, বিকাল কীভাবে হবে এই চিন্তা তিনি কখনো করতেন না।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সাযিয়্যুনা আবু মালিক দ্বায়গাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কী হলো? বললেন: “তিনি যখনই ইচ্ছা করেন, আল্লাহ পাকের দীদার অর্জন করেন।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সাযিয়্যুনা বিশর বিন মনছুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কেমন আছেন?” বললেন: “বাহ! তার কথা কী বলবো! তিনি যা আশা করেননি, তাঁকে তা থেকেও অধিক দান করা হয়েছে।” বললাম: “আমাকে এমন কোন আমল শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারি।” বললেন: “অধিক হারে আল্লাহর যিকির করো। তার বরকতে নিশ্চয় অচিরে কবরে তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনেরা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ অধিক হারে আল্লাহ পাকের যিকির করতেন। হযরত সাযিয়্যুনা সার্বী সাকাতি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫১)

বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা জুরজানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কাছে ছাতু দেখেছিলাম (এক প্রকার আটা) যা তিনি রান্না করছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি এরূপ কেন করছেন?” তিনি বলেছিলেন: “রুটি ইত্যাদি চিবানো এবং এই ছাতু খাওয়ার মাঝখানে আমি ৭০ বার তাসবীহর পার্থক্য দেখতে পাই। (অর্থাৎ এই খাবার খাওয়ার ফলে অন্যসব খাবার খাওয়ার তুলনায় আল্লাহর তাসবীহ সত্তর বার বেশি পাঠ করতে পারি)। তাই আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ রুটি খাইনি।”<sup>(১)</sup> তাজেদারে মদীনা, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এতই অধিক হারে আল্লাহ পাকের যিকির করো যেন লোকেরা তোমাকে পাগল বলে।”<sup>(২)</sup> প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত আমাদের জিহ্বাকে সদা-সর্বদা আল্লাহ পাকের যিকিরের মাধ্যমে সিজ্জ রাখা। আল্লাহ পাকের আমাদেরকে অধিক হারে যিকির করার তাওফিক দান করুক। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

## ﴿২১﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### নূরানী পাত্র:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযেন কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক বুয়ুর্গ বলেন; আমি হযরত সাযিয়দাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এর জন্য দোয়া করতাম। একবার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বলছিলেন: “আপনার উপহারগুলো (অর্থাৎ দোয়া ও ইছালে সাওয়াবগুলো) নূরের পাত্র করে আমার নিকট নিয়ে আসা হয়। সেগুলো নূরের রুমাল দিয়ে ঢাকা থাকে।”<sup>(৩)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

(১) ইহুইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবু কসরিশ শাহওয়াতাইন, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

(২) আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ, মুসনাদু আবি সাঈদ, ৪র্থ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৬৭৪)

(৩) (আর রিসালাতুল কুশাইরীয়া, বাবু রয়্যাল কওম, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

## ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে করে বুঝা গেলো, মৃতদের নিকট সাওয়াব পৌঁছে। আমাদেরও উচিত যেসকল মুসলমান ইস্তিকাল হয়ে গেছেন তাঁদের জন্য ইছালে সাওয়াব করতে থাকা। কারণ, কেউ যখন মৃতদের জন্য ইছালে সাওয়াব করে তখন হযরত সায্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সেগুলো নূরের পাত্র নিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন: “হে কবরবাসী! এই হাদিয়াগুলো আপনার পরিবারের সদস্যরা পাঠিয়েছেন। এগুলো গ্রহণ করুন।” এই কথা শুনে সেই ব্যক্তি আনন্দিত হয়। অথচ তার পাশের মৃত ব্যক্তির এসব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে।<sup>(১)</sup>

কবর মেনে আহ! ষোপ আঁধেরা হে, ফজল সে কর দেয় চান্দনা ইয়া রব!

## ﴿১৭﴾ হযরত সায্যিদুনা আইয়ুব বিন মিসকীন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নাম আইয়ুব বিন মিসকীন কাস্‌সাব তামীমী ওয়াসেতী। উপনাম আবুল আলা। হযরত সায্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “তিনি ওয়াসেতবাসীদের মুফতী ছিলেন।” হযরত সায্যিদুনা মুররাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “তিনি অত্যন্ত নেককার মানুষ এবং গ্রহন যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।” তিনি হযরত সায্যিদুনা কাতাদা, সাঈদ মাকবুরী এবং আবু সুফিয়ান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রমুখ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। আর তাঁর কাছ থেকে হযরত সায্যিদুনা ইসহাক বিন ইউসুফ, ইয়াযীদ হারুন, খলফ বিন খলীফা এবং হুশাইম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রমুখ হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ১৪০ হিজরি সনে ইস্তিকাল করেন।<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৫ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫০৪)

<sup>(২)</sup> (মীযানুল ইতিদাল, আইয়ুব বিন মিসকীন, ১ম খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১২৮৫)

## ﴿২২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

নামায রোযার বরকত:

হযরত সায্যিদুনা ইয়াযীদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযরত সায্যিদুনা আবুল আলা আইযুব বিন মিসকীন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ؟” অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” বললেন: “রোযা ও নামাযের বরকতে।” পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি কি মনছুর বিন জাযান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে দেখেছেন?” উত্তরে বললেন: “তাঁর মহলগুলো তো আমি দূর থেকে দেখতে পাই।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

## ﴿১৮﴾ সায্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

জীবনী:

কাশফুল গুম্মাহ্, সিরাজুল উম্মাহ্, ইমামুল আযিম্ হযরত সায্যিদুনা ইমাম আযম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর নাম নোমান বিন ছাবেত তাইমী। উপনাম আবু হানীফা। তিনি ৭০ হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরিতে ইত্তিকাল করেন।<sup>(২)</sup> ইমাম আযম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হযরত সায্যিদুনা আতা বিন আবু রাবাহ, আলকামাহ্ বিন মারছাদ, সালামাহ্ বিন কুহাইল, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী, হিশাম বিন উরওয়াহ্ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ সহ অন্যান্য অনেক বড় বড় তাবেয়ী থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত সায্যিদুনা ইমাম যুফার, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ওয়াকী, ঈসা বিন ইউনুস, মুহাম্মদ বিন বিশরসহ অসংখ্য

<sup>(১)</sup> (মোউসুআতুল ইমাম ইবনি আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৫, নম্বর: ৮২।

<sup>(২)</sup> (নুযহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ১৬৫, ২১৯ পৃষ্ঠা)

ওলামা رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মুজতাহিদ ফিশ শরা (শরীয়াতের গবেষক), অত্যন্ত বড় মাপের ফকীহ, ছাহেবে কাশফ, পরহেজগার, দানশীল এবং যে কোন মাস্আলায় গভীর দূরদর্শীতার অধিকারী ছিলেন।<sup>(১)</sup>

ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অসংখ্য সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং রেওয়ায়াতও শুনেছেন। তাঁরা হলেন: হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সাযিয়দুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বিন হারেছ বিন জায় যোবাইদী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বিন আবু আওফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সাযিয়দুনা ওয়াছেলা বিন আসকা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইবনে উনাইস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত সাযিয়দুনা মাকিল বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ।<sup>(২)</sup> তাছাড়াও আবু তোফায়ল আমের বিন ওয়াছেলা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং এক মহিলা সাহাবী হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা বিনতে আজরাদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং বর্ণনাও শুনে।<sup>(৩)</sup>

ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ইমাম আবদুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি যখনই ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে দেখেছি, তাঁর গালে এবং চোখে কান্নার ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে।<sup>(৪)</sup>”

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “ইলমে ফিকাহতে সবাই ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মুখাপেক্ষী।”

ইবরাহীম বিন ইকরীমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর চেয়ে বড় কোন ফকীহ এবং পরহেজগার ব্যক্তি আমি কখনো দেখিনি।<sup>(৫)</sup>”

(১) (তাহবীরুত তাহবীব, আন নোমান বিন ছাবেত, ৮ম খন্ড, ৫১৬-৫১৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৪৩৩)

(২) (মানাকিবুল ইমামিল আযম লিল মাওফিক, আল জুযউল আউয়াল, ২৯-৩৬ পৃষ্ঠা)

(৩) (মানাকিবুল ইমামিল আযম লিল কিদী, আল জুযউল আউয়াল, ১২-১৯ পৃষ্ঠা)

(৪) (মানাকিবুল ইমামিল আযম লিল মাওফিক, আল জুযউল আউয়াল, ১৯৮-২১৪ পৃষ্ঠা)

(৫) (তারিখে বাগদাদ, আন নোমান বিন ছাবেত, ১৩তম খন্ড, ৩৪৫-৩৪৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭২৯৭)

## উক্তি সমূহ:

- ❖ তিনি অধিকাংশ সময়ে এই দোয়াটি করতেন: “হে আল্লাহ! যার অন্তর আমার নিকট সংকীর্ণ তার জন্য আমার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দাও।”<sup>(১)</sup>
- ❖ হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁর ছাত্র রশিদ ইউসুফ বিন খালিদ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ কে উপদেশ স্বরূপ বলেন: “সবাইকে নিজ নিজ যোগ্যতার বিবেচনায় সম্মান করবে। মর্যাদাবানদের সম্মান করবে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মান করবে। বড়দের শ্রদ্ধা করবে এবং ছোটদের আদর-যত্ন ও স্নেহ করবে। সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। ব্যবসায়ীদের সাথে সদাচরণ করবে। ভাল ও নেককারদের সংস্পর্শ থাকবে। রাষ্ট্রনায়কদের মানহানি করবে না। কাউকে তুচ্ছ ভাবে না। নিজ চরিত্রের ব্যাপারে সজাগ থাকবে। কারো কাছে তোমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না।”<sup>(২)</sup>

## মাদানী অনুরোধ:

ইমামুল আযিম্বা, সিরাজুল উম্মাহ্ হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আরো বাণী এবং উপদেশ ইত্যাদি জানতে দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘ইমাম আযম কি অসীয়েত’ রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

## ﴿২৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন:

হযরত সাযিয়্যুনা জাফর বিন হাসান رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَتَلَ اللهُ بِكَ اَرْثًا؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?”

(১) (তারিখে বাগদাদ, আন নোমান বিন ছাবেত, ১৩তম খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭২৯৭)

(২) (মানাকিবুল ইমামিল আযম লিল কিদী, আল জুযউছ ছানী, ৮৯ পৃষ্ঠা)

উত্তরে তিনি বললেন: “আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿১৯﴾ হযরত সাযিয়দুনা আবু সালমাহ্ মাসআর বিন কিদাম *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ*

**জীবনী:**

তিনি *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর পুরো নাম মিসআর বিন কিদাম বিন যুহাইর বিন ওবাইদ বিন হারেছ। তিনি *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* ইরাকের শায়খ ছিলেন। হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: আমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হতো, তখন আমরা হযরত সাযিয়দুনা মিসআর বিন কিদাম *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* নিকট আসতাম। হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান বিন ওয়াইনা *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা মিসআর বিন কিদাম *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ দেখিনি। তিনি ১৫২ হিজরি মোতাবেক ৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শরীফে *رَأَى اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا* ওফাত হন।<sup>(২)</sup>

**উক্তি সমূহ:**

- ❖ করুণ স্বরের দুঃখভরা কান্না আমার খুবই পছন্দ হয়।
- ❖ নিশ্চয় জান্নাত ও জাহান্নাম আদম-সন্তানদের যিকিরগুলো শুনে থাকে। যখন বান্দা এই দোয়া করে: হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি জান্নাত প্রার্থনা করি, তখন জান্নাত বলে: “হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে পৌঁছে দাও।” আর বান্দা যখন এই দোয়া করে: হে আল্লাহ! আমি জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তখন জাহান্নাম বলে: “হে আল্লাহ! তোমার

<sup>(১)</sup> (আর রাওজুল ফায়িক ফিল মাওয়ায়িযি ওয়ার রাকায়িক, আল মজলিসুছ ছানী ওয়াছ ছালাছুন, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সিয়াকু আলামিন নিবলা, মিসআর বিন কিদাম, ৭ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০৫৬। হিলায়াতুল আউলিয়া, মিসআর বিন কিদাম, ৭ম খন্ড, ২৪৬, ২৫০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৮৯)



এই বান্দাটিকে হিফায়ত করো।” মানুষ যখন এই দুইটির কথা স্মরণ করে না, তখন ফেরেশতারা বলে: “মানুষ মহান দুইটি বস্তু থেকে উদাসীন রয়েছে।”<sup>(১)</sup>

## ﴿২৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আসমানবাসীদের আনন্দ:

হযরত সাযিয়দুনা মুছআব বিন মিকদাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে স্বপ্নে এই অবস্থায় দেখলাম যে, হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযুর নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হাত মোবারক ধরে আছেন আর তাঁরা দুইজনই কাবা ঘরের তাওয়াফ করছেন। হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নবী পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট আরয করলেন: “ইয়া রাসূলান্নাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! মিসআর বিন কিদাম কি ইস্তিকাল হয়েছেন?” ইরশাদ করলেন: “হ্যাঁ, তিনি ইস্তিকাল করেছেন এবং আসমানবাসীরা তাঁর ইস্তিকালে আনন্দিত হয়েছেন।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

সায়্যিদী আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করছেন:

ওয়াসেতা পেয়ারে কা এয়সা হো কেহু জো সুন্নী মরে,  
ইউ না ফরমায়ে তেরে শাহেদ কেহু উয় ফাজির গয়া।  
আরশ পর ধুমে মটে উয় মু'মিনে সালিহু মিলা,  
ফরশ সে মাতম উঠে উয় তাইয়্যিব ও তাহির গয়া।

(হাদায়িকে বখশিশ)

<sup>(১)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, মিসআর বিন কিদাম, ৭ম খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৮৯)

<sup>(২)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, মিসআর বিন কিদাম, ৭ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০৩৭৫)

## ❦ ২০ ❧ হযরত সায্যিদুনা আবু আমর ইমাম আওয়ামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

ইমাম আওয়ামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম আবদুর রহমান বিন আমর বিন আবু আমর ইউহমাদ। উপনাম আবু আমর। দামেশকের এক প্রসিদ্ধ স্থান আওয়া'র নামানুসারে তাঁকে আওয়ামী বলা হয়ে থাকে। তিনি ৮৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জলীলুল কদর আয়িম্মায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ হতে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তন্মধ্য হতে কতিপয় হলেন: হযরত সায্যিদুনা কাতাদা, হযরত সায্যিদুনা আতা বিন আবি রিবাহ, হযরত সায্যিদুনা নাফে, হযরত সায্যিদুনা ইমাম যুহরী, হযরত সায্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সীরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ প্রমুখ এবং হযরত সায্যিদুনা ইমাম মালিক, হযরত সায্যিদুনা শুবাহ, হযরত সায্যিদুনা ইমাম ছাওরী, হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবদুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ এর মতো বড় বড় ন্যায় নামজাদা আয়িম্মায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ তাঁর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। সিরিয়া রাজ্যে তাঁর ন্যায় সুন্নাতের বড় কোন আলিম ছিলেন না। সকল সিরিয়াবাসী ফতোয়া নেবার জন্য তাঁর কাছেই আসতেন। তিনি প্রায় সত্তর হাজার মাস্আলার জবাব দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কারো নিন্দাকে মোটে ও ভয় করতেন না। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন আর সে কারণে কোন ধরণের জটিল পরিস্থিতিতেও ভয় পেতেন না। জীবনের শেষ বয়সে তিনি লেবাননের বৈরুত নগরীতে চলে আসেন। আর সেখানেই ১৫৮ হিজরি সনে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- ❦ মুমিন ব্যক্তি কথা বলে কম আর কাজ করে বেশি। পক্ষান্তরে মুনাফিক ব্যক্তি কথা বেশি বলে আর কাজ করে কম।

<sup>(১)</sup> (তাহযীবুত তাহযীব, আবদুর রহমান বিন আমর, ৫ম খন্ড, ১৪৮, ১৫০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪০৭৮)

- ❖ মানুষ যেই পরিমাণ সময় দুনিয়ায় অতিবাহিত করবে, কিয়ামতের দিন (দুনিয়ার) প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি মুহূর্ত তার সামনে তুলে ধরা হবে। সুতরাং যেই সময়গুলো সে আল্লাহর যিকির না করে কাটিয়েছিল সেগুলো দেখে তার অন্তর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সেগুলো নিয়ে সে আক্ষেপ করবে। অতএব, এখানে চিন্তা করা দরকার সেই সময়ে যখন প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, প্রতিটি মুহূর্ত তার সামনে পেশ করা হবে, তখন তার কী অবস্থা হবে!
- ❖ তিনি বলেন: বর্ণিত আছে, “এমন পাঁচটি জিনিস রয়েছে যেগুলোর উপর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এবং সত্য সহকারে যারা তাঁদের অনুসরণ করেন তারা এ ব্যাপারে একমত। সেগুলো হলো: জামাআত সহকারে নামায আদায় করা, সুন্নাতের অনুসরণ করা, মসজিদ আবাদ করা, কুরআন তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহ পাকের রাস্তায় জিহাদ করা।”<sup>(১)</sup>

## ﴿২৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### ওলামাদের মর্যাদা:

ইয়াযীদ বিন মাযউর বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওয়ামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: “হে আবু আমর! এমন কোন আমল বলুন, যার মাধ্যমে আমি আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করতে পারবো”। তিনি তখন বললেন: “এখানে আমি ওলামাদের মর্যাদার চেয়ে বড় কোন মর্যাদাই দেখিনি। তাঁদের পরবর্তীতে দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের স্তর।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ণিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক। أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।)

<sup>(১)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু আমর আল আওয়ামী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৫৪)

<sup>(২)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, আবদুর রহমান বিন আমর বিন ইউহমাদ আবি আমর আবু আমর আল আওয়ামী, ৩৫য় খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৯০৭)

## ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন এবং ওলামায়ে হকগণের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। ইলমে দ্বীনের কারণে আলিমগণ সাধারণ লোকের তুলনায় উত্তম হয়ে থাকেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে ইলমে দ্বীনের প্রতি আমাদের আগ্রহ একেবারেই কমতে শুরু করেছে। আমাদের শিশু সন্তানদেরকে বর্তমানে পশ্চিমা শিক্ষা আবশ্যিক রূপেই দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সুন্নাতের প্রশিক্ষণের প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মেধাবী সন্তানদের নিয়ে মায়েদের আশা থাকে আমার সন্তান ডাক্তার হবে। বাবাদের বাসনা থাকে আমার সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হবে। সন্তান যদি অতি মাত্রা মেধাবী হয়ে থাকে তাহলে তো উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডন, আমেরিকা ইত্যাদি বিধর্মী দেশে সফর করাতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় যে, বিরক্তি কেবল ইসলামী পরিবেশ এবং ইসলামী শিক্ষায়। মনে করুন, সন্তান যদি দুষ্ট প্রকৃতির কিংবা প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে, তাহলে কখনো কখনো দায়মুক্ত হবার জন্য প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলম ও ওলামাদেরকে সম্মান করার এবং একনিষ্ঠভাবে ইলমে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## ﴿২১﴾ হযরত সায্যিদুনা আবু বোস্তাম ইমাম ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

হযরত সায্যিদুনা আবু বোস্তাম ইমাম শূবা বিন হাজ্জাজ বিন ওয়ার্দ আতাকী ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হাদীসের অন্যতম বড় ইমাম ছিলেন। স্মরণশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ৮২ হিজরি মোতাবেক ৭০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওয়াসেত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি বড় হয়ে উঠেন, যৌবনে পদার্পণ করেন। তারপর সারা জীবন তিনি বসরাতেই কাটান। এমনকি ১৬০ হিজরি মোতাবেক ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বসরাতেই ইস্তিকাল করেন। তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইরাকে মুহাদ্দিসগণের স্তরবিন্যাস করেন এবং দুর্বল ও

বর্জনীয় রাবীদেরকে প্রকাশ করেন। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “হাদীসের ব্যাপারে হযরত সাযিয়দুনা শূবা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নিজেই একটি জামাআতের সমান।”

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা শূবা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ যদি না হতেন, তাহলে ইরাকে হাদীসের জ্ঞান আসতো না। “হযরত সাযিয়দুনা শূবা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত বড় মাপের সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আছমায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমরা কাব্য বিষয়ে হযরত সাযিয়দুনা শূবা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর চেয়ে বড় বিজ্ঞ অন্য কাউকেই দেখিনি।”<sup>(১)</sup>

## ﴿২৬﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

**হাদীসের খেদমত করার কারণে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন:**

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল কুদ্দুস বিন মুহাম্মদ আল হাবহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার আব্বাজানকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত সাযিয়দুনা শূবা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইস্তিকালের ৭ দিন পর স্বপ্নে দেখেছিলাম, তিনি হযরত সাযিয়দুনা মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর হাত ধরে আছেন আর তাঁদের দুইজনেরই শরীরে নূরের পোশাক ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু বোস্তাম! مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ? অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” বললেন: “হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যকে আঁকড়ে ধরার এবং হাদীসের প্রচার-প্রসারে আমানত রক্ষা করার কারণে।” অতঃপর তিনি কিছু শের (কবিতা) পড়লেন। সেগুলোর অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

১. আমার আল্লাহ আমার জন্য জান্নাতে একটি মহল দান করেছেন। যার এক হাজারটি দরজা রয়েছে। দরজাগুলো রূপা ও মণি-মুক্তা দিয়ে তৈরি।

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, শূবা ইবনুল হাজ্জাজ, ৩য় খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

২. জান্নাতে আমাকে খাঁটি শরাব (পবিত্র সূধা), খাঁটি স্বর্গের অলংকার এবং ঝালমলে মুকুট দান করেছেন।
৩. পবিত্র সূধার সাথে আমার জন্য বিভিন্ন ফলের পরিবর্তে হুরদের চুমুও ছিলো এবং আল্লাহর শপথ! বিশেষ করে আমাকে আকীকের (লাল হীরার) এমন মহল দান করা হয়েছে, যেটির মাটি আশ্বরের।
৪. আল্লাহ পাক আমাকে ইরশাদ করেছেন: “হে সকল বিষয়ে পারদর্শী শূবা! আমার নৈকটে ধন্য হও। কেননা, আমি তোমার উপর এবং রাত্রি জাগরণকারী আমার বান্দা মিসআরের উপর খুবই দয়াবান ও সন্তুষ্ট।”
৫. মিসআরের জন্য এটুকু সম্মাননাই যথেষ্ট যে, সে অচিরেই আমার দর্শন লাভ করবে। আমিও তাকে আমার নৈকট্য দানে ধন্য করব। আর সে পর্দাবিহীনভাবে আমার দীদার অর্জন করবে।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায়

আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।

## ﴿২২﴾ হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন সাঈদ ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন।<sup>(২)</sup> ৯৭ হিজরি মোতাবেক

<sup>(১)</sup> (সিয়ারে ইলামুন নিবলা লিয যাহাবী, শূবা ইবনুল হাজ্জাজ ইবনিল ওয়াদ, ৭ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০৮১)

<sup>(২)</sup> (ওলামায়ে কেরামগণ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ হাদীসের রাবীগণের মর্যাদা, মেখা এবং অত্যধিক স্মরণশক্তি ইত্যাদি বিবেচনা করে কিছু লকব ব্যবহার করে থাকেন। যেমন- ক) মুসানিদ: যেই রাবী হাদীসকে সেটির ইসনাদ সহকারে বর্ণনা করেন, হাদীসটির মূল মর্ম তিনি জানুক বা না জানুক। খ) মুহাদ্দিস: যিনি বর্ণনা ও দিরায়াত উভয় ভাবে হাদীস বুঝেন। যিনি রাবীদের নামগুলো একত্র করেছেন। আর যিনি আপন যুগে অত্যধিক রাবী ও রেয়ায়াত সম্বন্ধে জানেন। সেই ব্যাপারে তিনি সকলের মধ্যে অনন্য ও অন্যতম হয়ে থাকেন। এমনকি সেই ব্যাপারে তাঁর লেখা ও যরত প্রকাশ্য ও প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। গ) হাফেয়ুল হাদীস- যেই মুহাদ্দিসের এক লক্ষ হাদীস সনদ ও মতন সহ মুখস্থ রয়েছে। ঘ) হুজ্জতুন ফিল হাদীস- যেই মুহাদ্দিসের তিন লক্ষ হাদীস সনদ ও মতন সহ মুখস্থ রয়েছে। ঙ) হাকেম ফিল হাদীস- যেই মুহাদ্দিসের সকল হাদীস সনদ ও মতন সহ মুখস্থ রয়েছে। পাশাপাশি যিনি রাবীদের জীবন সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। চ) আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস- হিফজ

৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। আর সেখানেই জীবন কাটিয়ে দেন। ইলমে দ্বীন এবং তাকওয়া-পরহেজগারীতে তিনি সেই যুগের ইমাম ছিলেন। আব্বাসী খলীফা মনছুর তাঁকে গভর্ণর বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ১৪৪ হিজরি মোতাবেক ৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুফায় চলে যান এবং প্রথম মক্কায় ও পরে মদীনায় বসবাস করতে থাকেন। পরে খলীফা মাহদী তাঁকে তাঁর শাযনামলে ডেকে ছিলেন। কিন্তু তিনি আত্ম গোপন ছিলেন, অতঃপর পবিত্র হারামাঈন শরীফাইন থেকে বসরা গমন করেন। ১৬১ হিজরি মোতাবেক ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানেই আত্মগোপন থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে ‘জামেয়ে কবীর’ এবং ‘জামেয়ে সগীর’ নামে দুইটি কিতাব রচনা করেছেন। তাছাড়া ইলমে ফরায়েযেও একটি কিতাব রচনা করেন।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- ❖ তাঁর স্মরণশক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর ও তীক্ষ্ণ। তিনি নিজেই বলেন: “আমি যা-ই মুখস্থ করেছি, তা আর জীবনেও ভুলিনি।”
- ❖ যেই ব্যক্তি নেক কাজে হারাম সম্পদ ব্যয় করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি প্রশ্রাব দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করে। কাপড় তো পানি দ্বারাই পাক হয়। আর গুনাহ মোচন করতে পারে কেবল হালাল বস্তুই।<sup>(২)</sup>

❶ এবং ইতকানের দিক থেকে হাদীস শাস্ত্রে যাঁরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাঁদেরকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলা হয়। যেমন: হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী, হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বোখারী, হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুসলিম, হযরত সাযিয়দুনা হাফেজ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আসকালানী এবং মজাদ্দিদে আযম সাযিয়দুনা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ প্রমুখ।

(নিসাবে উসুলে হাদীস, ২০ পৃষ্ঠা। তাযকিরাতুল হফফায, ১ম খন্ড, ৩-৪ পৃষ্ঠা। জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা)  
 (তাহযীবুত তাহযীব, সুফিয়ান বিন সাঈদ, ৩য় খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৫১৯। আল আলামু লিয যারকালী, সুফিয়ান আছ ছাওরী, ৩য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

(আল আ'লামু লিয যারকালী, সুফিয়ান আছ ছাওরী, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা। কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহাবী, আল কবীরাতুছ ছামিনাতু ওয়াল ইশরান, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

## ﴿২৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

দিনে দুইবার আল্লাহর দর্শন:

হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: “(مَا فَكَّرَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি বললেন: “আল্লাহ পাক আমার উপর বড়ই দয়া করেছেন।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কী অবস্থা? বললেন: “তিনি তো সেসব বুয়ুর্গদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা দিনে দুইবার আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করে থাকেন।”<sup>(১)</sup>

## ﴿২৮﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

হাদীস অন্বেষণের কারণে ক্ষমা:

হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “আলী বিন বুদাইল বলেন, আমি হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: (مَا صَنَعْتَ بِكَ؟) অর্থাৎ আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে?” উত্তরে বললেন: হাদীস অন্বেষণ করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(২)</sup>

## ﴿২৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

হযরত صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নৈকট্য:

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম:

(১) (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, বাবু মানামাতিল মাশায়িখ, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

(২) (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৬)



“ (مَا فَعَلَ بِكَ؟) অর্থাৎ আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে?” উত্তরে বললেন: “আমি তাজেদারে মদীনা, হযর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ সাথে এসে মিলিত হয়েছি।”<sup>(১)</sup>

### ﴿৩০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### তাকওয়ার কারণে মুক্তি লাভ:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা মুসা ইবনে হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি জান্নাতে এক বৃক্ষ থেকে আরেক বৃক্ষে উড়ে বেড়াচ্ছেন। আমি বললাম: “হে আবু আবদুল্লাহ্! আপনি এই স্তর কীভাবে অর্জন করলেন?” বললেন: “তাকওয়া ও পরহেজগারীর কারণে।” তারপর জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সাযিয়দুনা আলী বিন আছেন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কী অবস্থা?” বললেন: “তিনি আমাদের চেয়ে এতই উঁচু স্থানে অবস্থান করছেন যে, আমরা তাঁকে ঠিক তেমনই দেখতে পাই যেমন পৃথিবী থেকে নক্ষত্র দেখা যায়।”<sup>(২)</sup>

#### উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেসব কিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার নামই হলো তাকওয়া যা দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি সাধিত হবার ভয় ও আশংকা থাকে। তাকওয়া এমন একটি চারিত্রিক গুণ যেই ব্যক্তি তা অবলম্বন করে সে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ অর্জন করে। আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ পাক পূর্বের-পরের সকল মানুষকেই তাকওয়া ও পরহেজগারীর নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তার সাধারণ নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। যেমন- আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

<sup>(১)</sup> (প্রাণ্ডক্ত, নম্বর: ৪৫)

<sup>(২)</sup> (প্রাণ্ডক্ত, বাবু মা রাওয়া মিনাশ শেরি ফিল মানাম। নম্বর: ২৭৫, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ

(পারা- ৫, সূরা নিসা, আয়াত- ১৩১)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি তাকীদ দিয়েছি তাদের কে, যাদের কে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের কেও, যেন তোমরা আল্লাহ কে ভয় করতে থাকো।) হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “কালোর উপর সাদাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদের উপরও আরবদের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু তাকওয়া ছাড়া। তোমরা সবাই আদম عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর সন্তান। আর তাঁর সৃষ্টি মাটি থেকেই।”<sup>(১)</sup> উম্মতগণের শিক্ষার জন্য নবী পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এভাবে দোয়া করতেন: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছ থেকে হিদায়াত, তাকওয়া, সচ্চরিত্র এবং ধনাঢ্যতা প্রার্থনা করছি।”<sup>(২)</sup> আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার তাওফিক দান করুক।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## ﴿৩১﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

দ্বিতীয় পা জান্নাতে:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম ইবনে হাওয়াযিন কুশাইরী رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কেমন আচরণ করলেন?” উত্তর দিলেন: “আমি একপা পুলসিরাতে রেখেছি আরেক পা জান্নাতে।”<sup>(৩)</sup>

(১) (আল মুজামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬)

(২) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, বাবুত তাআওউযি মিন শররি মা আমিলা, ১৪৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭২১)

(৩) (আর রিসালাতুল কুসাইরিয়া, বাবু রুইয়াল কউম, ৪২২ পৃষ্ঠা)

## ﴿৩২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

রাতে ইবাদত করার কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে:

আবু হাতেম রাযী বলেন: কাবীছাহ্ বলেন; আমি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ইত্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: আমি আল্লাহকে কোন অন্তরাল ছাড়া দেখেছি। তিনি আমাকে ইরশাদ করলেন: হে ইবনে সাঈদ! তোমাকে মোবারকবাদ! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। কারণ, যখন রাত হতো তখন তুমি অন্তরের একাগ্রতা এবং চোখের পানি নিয়ে আমার ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে যেতে। (জান্নাত) তোমার সামনেই আছে। যেই মহলটি তোমার ভাল লাগে নিয়ে নাও। আর আমার দীদার লাভ করো। কেননা, আমি তোমার কাছ থেকে দূরে নই।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

## ﴿২৩﴾ হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাম বিন ইয়াহিয়া বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নাম হাম্মাম বিন ইয়াহিয়া বিন দীনার আল আওজী আল মুহাল্লিমী আল বসরী। উপনাম আবু বকর, মতান্তরে আবু আবদুল্লাহ্। তিনি হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এর গোলাম নাফে' এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী, আনাস বিন সীরীন, আতা বিন আবি রাবাহ, কাতাদা, ছাবেত বুনানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ সহ আরো অনেক আয়িম্মায়ে কিরামগণ رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام হতে ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মোবারক, ওয়াকী, আবদুর রহমান বিন মাহদী, আবু দাউদ, শায়বান বিন ফররুখ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ সহ আরো

<sup>(১)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান আছ ছাওরী, ৭ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৯৭০০)

অনেকেই তাঁর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন, হাদীস শাস্ত্রে তিনি একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৬৪ হিজরির রমযান মাসে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(১)</sup>

### ﴿৩৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

খোটা দানকারী জাহান্নামে:

মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল বলেন: হযরত সাযিয়দুনা হাম্মাম বিন ইয়াহিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “أَرَأَيْتَ آتَانَا هَٰذَا أَوْ أَرَأَيْتَ آتَانَا هَٰذَا أَوْ أَرَأَيْتَ آتَانَا هَٰذَا” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। আর আমার বিন ওবাইদকে জাহান্নামে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে, তুমি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে উল্টা পাল্টা বলতে, তাঁর ইচ্ছাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এবং দুই রাকাত নামায পড়ে সেটি দেখিয়ে দিতে।<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

### ﴿২৪﴾ হযরত সাযিয়দুনা দাউদ বিন নুছাইর তায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সাযিয়দুনা আবু সোলায়মান দাউদ বিন নুছাইর তায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সূফী ইমাম ছিলেন। তিনি আব্বাসী খলীফা মাহদীর যুগের লোক। তাঁর পৈত্রিক দেশ খোরাসান। কিন্তু তাঁর জন্ম হয় কুফায়। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বাগদাদ সফর করেন। সিরাজুল উম্মাহ কাশেফুল গুম্মাহ হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ও অন্যান্য বহু আয়িম্মায়ে কিরামগণ হতে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর তিনি কুফায় নির্জনে বসবাস করতে থাকেন। সারা জীবন

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, হাম্মাম বিন ইয়াহিয়া, ৭ম খন্ড, ২২৫-২২৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০৯৪)

<sup>(২)</sup> (মীযানুল ইতিদাল, আমর বিন ওবাইদ বিন বাব, ৩য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৮৪৪)

তিনি ইবাদত-বন্দেগীতেই কাটান। ১৬৫ হিজরি মোতাবেক ৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহজগত ত্যাগ করেন। তাঁরই সমসাময়িক যুগের এক বুয়ুর্গ আলিম বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা দাউদ তায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যদি আগেকার উম্মতদের মধ্যে হতেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর কোন না কোন ঘটনা পবিত্র কুরআনেই বর্ণনা করতেন।” তাঁর এবং সমসাময়িক যুগের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের এবং আলিম-ওলামাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- ❁ তুমি দুনিয়া হতে এমনভাবে দূরে সরে থাকবে যেমনিভাবে হিংস্র জন্তুদের থেকে দূরে সরে থাক।
- ❁ তিনি প্রায় বলতেন: “যুহদের (সাধনা) জন্য বিশ্বাসই যথেষ্ট। ইবাদতের জন্য ইলমই যথেষ্ট। আর কোন কাজে ব্যস্ত হবার জন্য ইবাদতই যথেষ্ট।”
- ❁ হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ইদরীস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নসিহত করে বলেন: “দুনিয়াকে সেই একটি দিনের মতো বানিয়ে নাও, যাতে রোযা রাখ। আর ইফতার করো মৃত্যুর উপর।”<sup>(২)</sup>

## ﴿৩৪﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### আখিরাতের মঙ্গল:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাফছ বিন বুগাইল মুরহিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা দাউদ তায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু সোলায়মান! আপনি আখিরাতের মঙ্গলকে কীরূপ পেলেন?” উত্তর দিলেন: “আখিরাতে কেবল মঙ্গল আর মঙ্গল।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছেন? বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আমি মঙ্গল পর্যন্ত

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয যারকালী, আবু সোলায়মান আত-তায়ী, ২য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, দাউদ বিন নুছাইর আত-তায়ী, ৭ম খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৯৩)

পৌঁছে গেছি। “তারপর আমি হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান বিন সাঈদ ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম: যিনি মঙ্গল এবং মঙ্গলময়দেরকে পছন্দ করতেন। হযরত সাযিয়দুনা দাউদ তায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ মুচকি হেসে জবাব দিলেন: “মঙ্গল তাঁকে মঙ্গলময়দের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে।”<sup>(১)</sup>

### ﴿৩৫﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

**স্বাগতম জানানোর জন্য জান্নাত সাজানো হয়েছে:**

হযরত সাযিয়দুনা আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এক বুযুর্গ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা দাউদ তায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ওফাতের রাতে আমি স্বপ্নে নূরের বৃষ্টি বর্ষণ হতে এবং ফিরিশতাদেরকে আসমান হতে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হতে উপরে উঠতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “আজকের রাতটি কোন্ রাত?” তিনি বললেন: “আজ রাতে হযরত সাযিয়দুনা দাউদ তায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইস্তিকাল করেছেন। আর তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্য জান্নাত সাজানো হচ্ছে।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ﴿২৫﴾ হযরত সাযিয়দুনা হাম্মাদ বিন সালামাহ্ বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

**জীবনী:**

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নাম হাম্মাদ বিন সালামাহ্ বিন দীনার বসরী। উপনাম আবু সালামাহ্। হযরত সাযিয়দুনা হুমাইদ আত তাবীল তাঁরই মামা এবং ওস্তাদ। তিনি একজন গ্রহন যোগ্য নবী, উন্নত ভাষী, অধিক হাদীস বর্ণনাকারী এবং বসরার মুফতী ছিলেন। তিনি অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত, ইখলাস ও অটলতার সাথে আমল এবং নেক কাজ করতেন। হযরত সাযিয়দুনা শিহাব বিন

<sup>(১)</sup> (মোউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিআবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৪)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরীয়া, বাবু রুয়াল কওম, ৪২০ পৃষ্ঠা)

মুয়াম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সাযিয়্যুনা হাম্মাদ বিন সালামাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে আবদালগণের মধ্যে গণ্য করা হতো। ১৬৭ হিজরি যিলহজ্জ মাসে নামাযরত অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়।”<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- ❖ আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় যে, আমার হিসাব-নিকাশ কি আল্লাহ পাক নেবেন না কি আমার মাতা-পিতা নেবেন, তাহলে আমি বেছে নেব যে, আল্লাহ তাআলাই আমার হিসাব-নিকাশ নিক। কেননা, আমার মাতা-পিতার চেয়ে আল্লাহ তাআলাই আমার প্রতি অত্যধিক দয়াশীল।
- ❖ তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন: “তোমাকে যদি হাকিম (বিচারক) ডাকে, “(তবে তুমি তাকে শুনিবে দাও فَلْيُكَلِّمِ اللَّهُ أَحَدًا) তুমি তার কাছে যাবে না।”<sup>(২)</sup>

## ﴿৩৬﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করেছেন:

এক ব্যক্তির বর্ণনা: আমি হযরত সাযিয়্যুনা হাম্মাদ বিন সালামাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “(مَاذَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার উপর অত্যন্ত দয়া করেছেন। তিনি আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করেছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” বললেন: “এই কলেমাগুলো পাঠ করার কারণে: يَا كَرِيمُ أَسْكُنِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ।”  
অনুবাদ: “হে মহা প্রতিদান দাতা! হে মহানত্বের একমাত্র মালিক! হে সকল প্রশংসার মালিক! তুমি আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করো।

<sup>(১)</sup> (ভাহযীবুত তাহযীব, হাম্মাদ বিন সালামাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৩-৪২৬, নম্বর: ১৫৫৮। মীযানুল ইতিদাল, হাম্মাদ বিন সালামাহ, ১ম খন্ড, ৫৭৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৫০২)

<sup>(২)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, হাম্মাদ বিন সালামাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭২)

অতএব, তিনি আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করেছেন।<sup>(৫)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿২৬﴾ হযরত সায্যিদুনা হাসান বিন সালিহ্ বিন হাই رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ছিলেন ফকীহ, যাহেদ (সাধক), ইবাদতপরায়ণ ব্যক্তি, হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, অতিশয় বিশ্বস্ত এবং হাফেযুল হাদীস। ইয়াহিয়া বিন বুকাইর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা তাঁর কাছে আরয করলাম: “মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম বলে দিন, কিন্তু কান্না করার কারণে তিনি তা বলতে পারেননি।” ওয়াকী বলেন: তিনি, তাঁর মা এবং তাঁর ভাই হযরত সায্যিদুনা আলী বিন সালিহ্ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ইবাদত করার জন্য রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। (অর্থাৎ রাতের এক ভাগে তিনি, এক ভাগে তাঁর মা এবং এক ভাগে তাঁর ভাই ইবাদত করতেন)। তাঁর মায়ের যখন ইস্তিকাল হয়ে গেলো, তখন দুই ভাই মিলে রাতকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। পরে যখন তাঁর ভাইটিও ইস্তিকাল করলেন, তখন থেকে তিনি সারা রাতই ইবাদত করতেন।<sup>(৬)</sup>

হযরত সায্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন নুমাইর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হাফেয আবু নাঈম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সায্যিদুনা হাসান বিন সালিহ্ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ব্যতীত আজ অবধি এমন কোন ব্যক্তি আমি দেখিনি, কোন ব্যাপারেই যার কোন না কোন ভুল হয়নি।”<sup>(৭)</sup>

১৬৯ হিজরি মোতাবেক ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৃথিবী ছেড়ে ওফাত লাভ করেন।<sup>(৮)</sup>

(৫) (মাসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৪০)

(৬) (তাযকিরাতুল হুফফায়, ১ম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা। তাহযীবুত তাহযীব, হাসান বিন সালিহ্, ২য় খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩০৭)

(৭) (আল কামিলু ফি দুয়াফায়ির রিজাল, আল হাসান বিন সালিহ্, ৩য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৪৮)

(৮) (তাহযীবুত তাহযীব, হাসান বিন সালিহ্, ২য় খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩০৭)



## উক্তি সমূহ:

- ❖ নেক আমল দেহের শক্তি, অন্তরের নূর এবং চোখের জ্যোতির কারণ। পক্ষান্তরে বদ আমল দেহের দুর্বলতা, অন্তরের অক্ষকারত্ব এবং চোখের জ্যোতি হারানোর কারণ।
- ❖ কখনো কখনো শয়তান কারো জন্য গুনাহের একটি দরজা খুলে দেবার কুমতলবে নেকীর নিরানবইটি দরজাই খুলে দেয়।<sup>(১)</sup>
- ❖ ইসহাক বিন খলফ বলেন: আমি একবার তাঁর সাথে বাজারে গিয়েছিলাম। দেখছি সবাই নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। তখন তিনি কান্না করতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন: “সবাই নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। এমনকি এই অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু এসে যাবে।”<sup>(২)</sup>
- ❖ এমন সময়ও গেছে যে এমন অবস্থায় আমার সকাল হতো যে, আমার কাছে একটি দিরহামই থাকত না। এখন মনে হয় সারা দুনিয়াই আমার জন্য একত্র করে দেওয়া হয়েছে। আর সেটি যেন আমার মুষ্টির ভিতরেই।<sup>(৩)</sup>

## ﴿৩৭﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

## সর্বোৎকৃষ্ট আমল:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা আম্মার বিন সাইফ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা হাসান বিন সালিহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে বললাম: “আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার আমার বড়ই ইচ্ছা ছিলো। বলুন, আপনার নিকট কি সংবাদ রয়েছে?” তিনি বললেন: “আপনার জন্য সুসংবাদ রয়েছে! আমি আল্লাহ পাকের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করার চেয়ে উত্তম কোন

(১) (হিলয়াতুল আউলিয়া, আলী ওয়াল হাসান, হাদীস- ১০৯৪১, ১০৯৪৩, ৭ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৯২)

(২) (প্রাণ্ড, ৭ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৯৩২)

(৩) (প্রাণ্ড, ৭ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৯৩৪)

আমল পাইনি।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামাগণ বলেন: “আল্লাহ পাকের সাথে ভাল ধারণা পোষণ করার অর্থ হলো বান্দার এইরূপ ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দয়া করে তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।” তাঁরা আরো বলেন: সুস্থ অবস্থায় বান্দা আল্লাহর আযাবের ভয়ও পোষণ করবে এবং তাঁর রহমতের আশাও রাখবে। এই দুইটি অবস্থা সমানে সমান থাকবে। অপর উক্তি মতে, “সুস্থ অবস্থায় ভয় অধিক থাকবে, আর যখন মৃত্যুর আলামতগুলো প্রকাশ পাবে, তখন আশা অধিক করবে। অথবা কেবল আশাই করতে থাকবে।” কেননা, ভয় দ্বারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক আমলের আশ্রয়ী হওয়াকেই বুঝায়। আর এখন তা হতে পারে না। অনুরূপ রোগীদের ক্ষেত্রেও আশার অবস্থা উত্তম।<sup>(২)</sup>

### ﴿১৮﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### অধিক হারে কান্নাকাটি করার কারণে ক্ষমা:

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বনু তামীম গোত্রের এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুবহে সাদিক পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতেন। তারপর নামাযের জায়গায় বসে বসে অবোহর নয়নে কান্নাকাটি করতেন। আর ওদিকে তাঁর ভাই তার কক্ষে বসে কান্না করতেন। তাঁর আম্মাজান আল্লাহ পাকের ভয়ে রাত-দিনই কান্নাকাটি করতেন। অতঃপর তিনি ইস্তিকাল করলেন। তাঁর পরে তাঁর আপন ভাই হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন সালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইস্তিকাল করলেন। তাঁর পরে তিনি নিজেই দুনিয়া

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিভাবে মানামাত, ৩য় খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৮)

<sup>(২)</sup> (শরহুন নাওয়াবী আলা মুসলিম, ৯ম খন্ড, ১-১৭ অধ্যায়, ২১০ পৃষ্ঠা। ফয়েয়ুল কদীর, ২য় খন্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। স্বপ্নে তাঁর কাছে তাঁর আন্মাজান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “আল্লাহ পাকের ভয়ে দিন-রাত কান্না করার ফলে আল্লাহ পাক তাঁকে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি ও আনন্দ দান করেছেন।” তারপর তাঁর ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: “যে তিনিও খুবই ভাল আছেন।” পরে যখন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি এই কথা বলতে বলতে চলে গেলেন, আমি তো কেবল আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের উপরই ভরসা করে ছিলাম।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينٍ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿২৭﴾ হযরত সাযিদুনা খলীল বিন আহমদ বিন আমর বিন তামীম আল ফারাহীদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ছিলেন ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। তিনি ছিলেন ছন্দ-বিদ্যার প্রবর্তক এবং নাছ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ‘সিবুয়াই’-এর ওস্তাদ। হযরত সাযিদুনা খলীল বিন আহমদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ১০০ হিজরি মোতাবেক ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। সারা জীবন তিনি অভাব-অনটন ও ধৈর্য নিয়েই অতিবাহিত করেন। তিনি এতই সহজ-সরল এবং বিনয়ী ছিলেন যে, তাঁর চুলগুলো থাকতো প্রায় এলোমেলো, পরণের কাপড় থাকত ছেঁড়া, পা থাকতো পুরোনো ও কর্দমাক্ত এবং লোকদের মাঝে এইভাবে চলাফেরা করতেন যে, কেউ তাঁকে চিনতই না। নদ্বর বিন শুমাইল বলেন: হযরত সাযিদুনা খলীল বিন আহমদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ-এর ন্যায় আরেকটি মানুষ কোথাও দেখা যায়নি। এমনকি তিনি আরেকটি মানুষকে তাঁর মতো পাননি। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লোকের সুবিধার জন্য গণিত শাস্ত্রে একটি নতুন পদ্ধতি চালু করার জন্য তিনি গবেষণা চালিয়ে যান।

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৭)

একবার এই ভাবনার ডুবে তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি মসজিদে ঢুকতেই অসাবধানতা বশতঃ একটি পিলারের সাথে ধাক্কা খেলেন। যার ফলে তিনি ১৭০ হিজরি মোতাবেক ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শহীদ হন। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পরে হযরত সায্যিদুনা খলীল বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আব্বাজানের আগে কারো নাম ‘আহমদ’ রাখা হয়নি।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- ❁ মানুষ আপন শিক্ষকের ভুল-ত্রুটিগুলো ততক্ষন পর্যন্ত জানতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত সে অন্য কোন শিক্ষকের বৈঠকে না বসে।
- ❁ মানুষ আপন প্রজ্ঞা ও মেধায় তখনই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হয় যখন সে চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হয়। আর এটি সেই বয়স যেই বয়সে আল্লাহ পাক আপন প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নবুয়ত প্রকাশ করেছিলেন।
- ❁ মানুষের মস্তিষ্ক সকাল বেলা সর্বাধিক সতেজ ও পরিচ্ছন্ন থাকে।<sup>(২)</sup>

## ﴿৩৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### উত্তম আমল:

আলী বিন নছর বলেন: আমি হযরত সায্যিদুনা খলীল বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে বললাম: “আপনার চেয়ে বিচক্ষণ ও মেধাবী ব্যক্তি আমি আর কাউকেই দেখিনি।” তারপর আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: “(مَا صَنَعَ اللهُ بِكَ؟) আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “দুনিয়ায় আমি যেসব আমল করেছিলাম সেগুলো কিছুই না। আমি سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ -এর চেয়ে সেরা কোন আমল আমি পাইনি।<sup>(৩)</sup>

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয যারকালী, আল খলীল বিন আহমদ, ২য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (ওয়াকিয়াতুল আয়ান, ২য় খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২২০)

<sup>(৩)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ১ম খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৩)

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায়

আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

**ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কলেমাগুলো পাঠ করা নিয়ে হাদীস শরীফে অত্যধিক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদেরও উচিত কলেমাগুলোকে মুখে ওযীফা বানিয়ে রাখা। কেননা, হযুর পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “উত্তম কলেমা চারটি: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**।<sup>(১)</sup>

অন্য রেওয়াজতে এভাবেও রয়েছে: “চারটি কলেমা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**। যেই কলেমা হতেই আরম্ভ কর না কেন ক্ষতি নেই।”<sup>(২)</sup>

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত সাযিয়ুনা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: “এই ধারাবাহিকতাটি হলো উত্তম’ এবং এর ব্যতিক্রমে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ উত্তম হলো এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ীই কলেমাগুলো পাঠ করা। (অর্থাৎ প্রথমে **اللَّهُ**, তারপর **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ**, তারপর **وَاللَّهُ أَكْبَرُ** এবং সবশেষে **سُبْحَانَ اللَّهِ**)। আর যদি এর ব্যতিক্রমও করা হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই।”<sup>(৩)</sup>

রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “**سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** পাঠ করাকে আমি সেসব কিছু থেকেই অধিক পছন্দ করি যেগুলোর উপর সূর্য উদিত হয়।”<sup>(৪)</sup>

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই কলেমাগুলো পাঠ করার তাওফিক দান করুক। **أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

(১) সহীহ বোখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুজুর, ৪র্থ খন্ড, ২য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

(২) সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদাব, ১১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৩৭)

(৩) মিরআতুল মানাজীহ, ৩য় খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

(৪) সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকার ওয়াদ দোয়া, ১৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৯৫)

## ﴿২৮﴾ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নাম মালিক বিন আনাস বিন আবি আমের বিন আমর। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী মহান ইমাম, অত্যধিক পারদর্শী এবং পরহেজগার। তিনি আল্লাহর নবীর হাদীসকে অত্যন্ত আদব করতেন। একবার হাদীসের দরস (পাঠ) দানকালে তাঁকে বিচ্ছু দংশন করছিলো। হযরত দশবার দংশন করেছিলো। সেই কষ্ট ও যন্ত্রণায় তাঁর চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু তবুও তিনি হাদীসে দরস শেষও করছিলেন না, আর তাঁর বয়ানেও কোন ভুল শব্দ বের হচ্ছিলো না। মজলিশ শেষ হলে সবাই তাঁকে তাঁর চেহারা পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি সব ঘটনা খুলে বলেছিলেন। তিনি বললেন: “আমার এই ধৈর্য আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় ছিলো না। বরং কেবল নবী পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হাদীস শরীফের প্রতি আদব রক্ষার কারণেই ছিলো।” তিনি মদীনা নগরীতে কখনো বাহনের উপর সাওয়ার হয়ে বের হতেন না। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলতেন: “আল্লাহ পাকের প্রতি আমার লজ্জা হয় যে, আমার জন্তুর পাগুলো এমন পবিত্র ভূমি মাড়াবে যেই ভূমিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী কবর শরীফ বিদ্যমান রয়েছে!” ৯৩ হিজরিতে তাঁর জন্ম হয়। আর ওফাত হয় ১৭৯ হিজরির রবিউল আউয়ালে। ‘আল মুয়াত্তা’ নামের তাঁর হাদীসগ্রন্থ খুব প্রসিদ্ধ।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- ❖ ইলম হলো একটি নূর। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা দান করেন। এটি অধিক বর্ণনার মাধ্যমে অর্জিত হয় না।
- ❖ আমার নিকট এই তথ্য এসেছে যে, কিয়ামতের দিন আলিমদের নিকটও

<sup>(১)</sup> (ভাষকিরাতুল হুফফায লিয যাহাবী, মালেক বিন আনাস, আল জুযউল আউয়াল, ১ম খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৯৯। বসতানুল মুহাদ্দিসীন, ২০-২২ পৃষ্ঠা)

সেসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যেসব বিষয়ে নবীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।<sup>(১)</sup>

### ﴿৪০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**জানাযা দেখে দোয়া পাঠ করার বরকত:**

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ يَا مَالِكُ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “সেই দোয়ার বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে যেই দোয়া আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কোন জানাযা দেখে পাঠ করতেন: **অনুবাদ:** সেই অতিশয় পূত পবিত্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না।<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর নাযিল বশিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ﴿২৯﴾ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু বিশর সিবুওয়াইহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

**জীবনী:**

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম আমর বিন ওসমান বিন কুনবার। উপনাম আবু বিশর। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গাল মোবারক ছিলো আপেলের মত। তাই তাকে ‘সিবুওয়াইহ’ বলা হতো। তিনি ইলমে নাহ্‌র অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তাই তাঁর উপাধি হলো ‘ইমামুন নাহ্‌’ তথা নাহ্‌ শাস্ত্রের ইমাম। তিনি বসরায় ইলমে ফিকাহ এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। ইলমে নাহ্‌ অর্জন করেন হযরত সায়্যিদুনা খলীল বিন আহমদ, হযরত সায়্যিদুনা ঙ্গসা বিন ওমর, হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস বিন হাবীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রমুখের নিকট। তিনি প্রথমে বসরা

<sup>(১)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, মালেক বিন আনস, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৮৬)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরীয়া, বাবু রুয়াল কওম, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

থেকে বাগদাদ আসেন। পরে সেখান থেকে পারস্য সফর করেন। ১৮০ হিজরিতে ৩২ বৎসর বয়সে তিনি শীরাজে ইন্তিকাল করেন। তাঁরই লিখিত ‘কিতাবুস সিবুওয়াইহ’ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।<sup>(১)</sup>

## ﴿৪১﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**ইমামুন নাখর ঋমার কারণ:**

বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা সিবুওয়াইহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে অনেক কল্যাণ দান করেছেন। কারণ, আমি তাঁর নাম মোবারককে أَعْرُتُ الْأَعْرَارَ (সব নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ) বলে ঘোষণা দিয়েছিলাম।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

## ﴿৩০﴾ হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন মনছুর সালীমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

**জীবনী:**

হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন মনছুর সালীমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর উপনাম আবু মুহাম্মদ। তাঁর মধ্যে খোদাভীরতা খুব বেশি ছিলো। বসরার নেককার, পরহেজগার ও ইবাদতপরায়ণ বান্দাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বর্ণিত আছে, তিনি দৈনিক ৫০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন আর তিন ভাগের একভাগ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তিনি হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব সাখতিয়ানী, সাঈদ জুরাইরী এবং আছেম আল আহওয়াল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ প্রমুখ থেকে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। আর তাঁর কাছ থেকে হাদীস শাস্ত্রে

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আ'লামুন নিবলা, নম্বর: ১২৬৯, সেবাওয়াইহ, ৭ম খন্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আল লুবাবু ফি উলুমিল কিতাব, ১৩৮ পৃষ্ঠা)



শিক্ষা গ্রহণ করেন হযরত সায্যিদুনা আবদুর রহমান বিন মাহদী, ফুযাইল বিন আয়াজ, বিশর হাফী, শায়বান বিন ফররুখ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ। ১৮০ হিজরিতে তিনি ওফাত লাভ করেন।<sup>(১)</sup>

### মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! شَيْخِنَ اللَّهُ! আগেকার যুগের মুসলমানদের ইবাদতের প্রতি কী ধরণের আগ্রহ ছিলো! কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয়, আজকালকার মুসলমানদের মাঝে কেবল ধন-সম্পদ অর্জনের প্রবণতাই প্রধানত: লক্ষ করা যায়। প্রথম কথা হলো তারা ইবাদত তো করেই না, সামান্য কিছু করে থাকলেও বা তা নিয়ে এতই গর্বে ফেটে পড়ে যে, সামাল দেওয়াই মুশকিল হয়ে যায়। তাদের নেক আমল যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মসজিদের খেদমত, মানবসেবা, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে তারা নিজেদের কৃতিত্ব বলে মনে করে। সেগুলো তারা ঢোল-দামামা বাজিয়ে সবখানে প্রচার করে। আহ! তাদের মন-মানসিকতা কীভাবে তৈরী করা যায়, গঠনমূলক ও চারিত্রিক চিন্তা-চেতনা তাদের মধ্যে কীভাবে প্রবেশ করানো যায়, তাদেরকে কীভাবে এই কথা বুঝানো যায় যে, হে আমার ভাইয়েরা! শরীয়াতের কোন প্রয়োজন না থাকলে একেবারে বিনা কারণে নিজেদের সৎকর্মগুলো বলে বেড়ানো লৌকিতার পর্যায়েই চলে যায়। আর লৌকিকতা সরাসরিই ধ্বংসাত্মক। এরূপ করলে কেবল আমলই ধ্বংস হয়না, তদুপরি লৌকিকতার গুনাহও আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়। লৌকিকতা থেকে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হিফায়ত করুক।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### উক্তি সমূহ:

✽ যখনই আমি দুনিয়াবী কোন বিষয় নিয়ে ভাবি, তখনই আখিরাতের কথা ভুলে যাই। তখন আমার মধ্যে এই ধরণের ভয় সৃষ্টি হয় যে, কখনো

<sup>(১)</sup> (তাহযীবুত তাহযীব, বিশর বিন মনছুর, ১ম খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৪৯)

আমার জ্ঞানই যেন লোপ না পেয়ে বসে।

- ❁ যখন তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তাঁকে বলা হলো: “আপনার কোন কর্জ থাকলে সে ব্যাপারে অছিয়ত করুন।” তিনি বললেন: “আমি যেহেতু আমার মহান রবের কাছে এই আশা করি যে, তিনি আমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, সেক্ষেত্রে আমি কি এই আশাও রাখবো না যে, তিনি আমার ঋণগুলোও ক্ষমা করে দেবেন?” তাঁর ইস্তিকালের পর কেউ কেউ তাঁর ঋণগুলো পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।<sup>(১)</sup>
- ❁ তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায আদায় করতেন। একবার এক ব্যক্তি পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর নামায আদায় করা দেখছিলেন। তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। নামায শেষে লোকটিকে বললেন: “আমার ইবাদত তোমাকে যেন আশ্চর্যান্বিত না করে। শয়তানও ফেরেশতাদের সাথে অনেক দিন যাবৎ আল্লাহ পাকের ইবাদত করেছে।”
- ❁ যেই মানুষের সাথেই আমি বসেছি তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছি যে, তার সাথে না বসাটাই আমার জন্য উত্তম ছিলো।<sup>(২)</sup>

## ﴿৪২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

অবস্থা সহজ পেয়েছি:

বিশর বিন মুফাযযাল বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা বিশর বিন মনছুর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “(مَا صَبَّحَ اللَّهُ بِكَ) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” জবাবে বললেন: “আমি অবস্থা এর চেয়ে সহজ পেয়েছি যে, যতটুকু আমি নিজেকে দুর্বল করে রাখতাম।”<sup>(৩)</sup>

(১) হিলয়াতুল আউলিয়া, নম্বর: ৩৬৮। বিশর বিন মনছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৫৩০, ৮৫৩২)

(২) সিয়রে আ'লামুন নিবলা, বিশর বিন মনছুর, ৭ম খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১২৭৬)

(৩) (প্রাণ্ডক)

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের

ক্ষমা হোক। **أَمِينٍ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

﴿৩১﴾ **হযরত সাযিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**

**জীবনী:**

তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর পূর্ণ নাম হযরত সাযিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক ইবনে ওয়াযিহ্ হানযালী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**। তিনি ছিলেন হাফেযে হাদীস, শায়খুল ইসলাম, মুজাহিদ, ব্যবসায়ী এবং কিতাব প্রণেতা। তিনি সারা জীবন হজ্জ, ব্যবসা এবং জিহাদের জন্য সফর করে কাটিয়েছেন, হাদীস, ফিকাহ, আরবি ভাষা, আইয়ামুন নাস, বীরত্ব এবং দান সংক্রান্ত অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন। ১১৮ হিজরি মোতাবেক ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১ হিজরি মোতাবেক ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রুমের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ফোরাত নদীর তীরে হীত নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি জিহাদ বিষয়ে কিতাব রচনা করেন। ‘আর রাকায়িক’ নামেও একটি কিতাব তাঁরই রচনা।<sup>(১)</sup>

**উক্তি সমূহ:**

- ❖ যেই ব্যক্তি আলিমদেরকে তুচ্ছ ভাবে সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত শিকার হবে। যেই ব্যক্তি হাকিমদেরকে তুচ্ছ ভাবে সে দুনিয়ায় ক্ষতির শিকার হবে। আর যেই ব্যক্তি আপন ভাইদেরকে তুচ্ছ ভাবে তার মানবতাবোধ লোপ পাবে।<sup>(২)</sup>
- ❖ মুমিন ব্যক্তি ক্ষমা করার বাহানা খোঁজে। আর মুনাফিক ব্যক্তি কেবল ভুলই খুঁজতে থাকে।<sup>(৩)</sup>

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয যারকালী, ইবনি মোবারক, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক, ১২তম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (ইহুইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবু আদাবিল উলফাতি, আল বারুছ ছানী, ২য় খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

## ﴿৪৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে ক্ষমা:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: “مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “তা কি হাদীস শরীফের খেদমত করার কারণে?” বললেন: “রুমের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে।”<sup>(১)</sup>

## ﴿৪৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

উত্তম বন্ধু:

হযরত সাযিয়দুনা ছাখার বিন রাশেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার না ওফাত হয়েছে? “তিনি উত্তর দিলেন, ওফাতই তো হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ؟ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কী অবস্থা?” বললেন: “বাহ্ বাহ্! তিনি তো তাঁদেরই সাথে আছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কার দিয়ে ধন্য করেছেন। অর্থাৎ আশিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا, সিদ্দীকীন, শুহাদা এবং সালিহীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَام। আর তাঁরা কতই যে উত্তম বন্ধু!”<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (মোটসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিভাবে মানামাত, ৩য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৭৩)

<sup>(২)</sup> (মোটসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিভাবে মানামাত, ৩য় খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৩)

## ﴿৪৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### মহান ক্ষমা:

হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি কোন্ আমলটি উত্তম হিসাবে পেয়েছেন?” বললেন: “যেগুলো আমি দুনিয়ায় করতাম।” আমি বললাম: “সীমান্তের পাহারা আর জিহাদ?” বললেন: “হ্যাঁ।” জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করা হলো?” উত্তর দিলেন: “আমাকে স্থায়ীভাবে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর একজন জান্নাতী রমনী এবং একটি হূর আমার সাথে কথা বলেছে।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীস শরীফে সীমান্তে পাহারা দেওয়া এবং জিহাদের অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত রয়েছে। সেগুলো থেকে নবী পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চারটি বাণী নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- \* “আল্লাহ পাকের রাস্তায় একদিন সীমান্তে পাহারা দেওয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা যা রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম।”<sup>(২)</sup>
- \* “একদিন এবং এক রাত সীমান্তে পাহারা দেওয়া এক মাসের রোযা ও নামায থেকে উত্তম। আর সে যদি মারা যায়, তাহলে তার এই আমলটি চলমান থাকবে, তার রিযিক অব্যাহত রাখা হবে আর সে কবরের ফিতনাসমূহ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।”<sup>(৩)</sup>
- \* “সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ পাকের রাস্তায় আহত হয়, আর আল্লাহ পাক ভালই

(১) প্রোণ্ডক্ত, নম্বর: ৭২, ৬১ পৃষ্ঠা)

(২) (সহীহ বোখারী, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়র। বাবু ফদলি রিবাতিল ইয়াউমিন ফি সবীলিল্লাহ, ২য় খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৯২)

(৩) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ। বাবু ফদলি রিবাতি ফি ..., ১০৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯১৩)

জানেন কে তাঁর রাস্তায় আহত হয়েছে, আর কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, (তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে), তার বর্ণ হবে রক্তিম আর তার সুঘ্রাণ হবে মেশকের।”<sup>(১)</sup>

- \* “সেই সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, আমার এটা পছন্দ যে, আমাকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় হত্যা করা হোক, আবার জীবন দান করা হোক, আবার হত্যা করা হোক, আবার জীবন দান করা হোক, আবার হত্যা করা হোক, আবার জীবন দান করা হোক, আবার হত্যা করা হোক, আবার জীবন দান করা হোক, আবার হত্যা করা হোক।”<sup>(২)</sup>

### ﴿৪৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

হাদীসের জন্য সফর:

যাকারিয়া বিন আদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি বললেন: “হাদীসের জন্য সফর করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(৩)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

### ﴿৩২﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু মুয়াবিয়া ইয়াযীদ

বিন যুরাই رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ছিলেন হাফেযুল হাদীস এবং বসরার মুহাদ্দিস। তিনি ১০১ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(১)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়র, বাবুন মাই ইয়ুজরাহ ফি সবীলিল্লাহ, ২য় খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮০৩)

<sup>(২)</sup> (প্রাশুভ, বাবু তামান্নাশ শাহাদাতি, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৯৭)

<sup>(৩)</sup> (আর রিহলাতু ফি তলবিল হাদীস, বাবু যিকরির রিহলাতি ফি তলবিল হাদীস, ৯০ পৃষ্ঠা)

বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা ইয়াযীদ বিন যুরাই رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হাদীস শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী এবং হাফেযুল হাদীস ছিলেন। আমি তাঁর মতো অন্য কাউকে দেখিনি। তিনি যেভাবে হাদীসের বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন, সেই ধরণের অন্য কাউকে দেখিনি।” তাঁর আব্বাজান ‘উবুল্লা’র বিচারক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে ৫ লাখ দিরহাম রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি। ১৮২ হিজরি সনে তিনি ওফাত লাভ করেন।<sup>(১)</sup>

### ﴿৪৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**বেশি বেশি নফল আদায় জান্নাতে নিয়ে গেলো:**

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; নছর বিন আলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেছেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা ইয়াযীদ বিন যুরাই رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “(مَافَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” বললেন: “বেশি বেশি নফল আদায় করার কারণে।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

**ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবসর সময়গুলো অযথা হেলায় না কাটিয়ে যিকির, দরুদ এবং নফল ইত্যাদির মাধ্যমেই কাটানো উচিত। মৃত্যুর পর এসব কিছুর সুযোগ আর আসবে না। জীবনে অনেক অবসর সময় আসতে পারে। সুতরাং “অবসর সময়গুলোকে ব্যস্ত হয়ে যাবার পূর্বে গনীমত বলে মনে করো”

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয যাহাবী, ইয়াযীদ বিন যুরাই, ৭ম খন্ড, ৫৪৫, ৫৪৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১২৫০)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয যাহাবী, ইয়াযীদ বিন যুরাই, ৭ম খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১২৫০)

এই উক্তি অনুযায়ী যত পারা যায় বেশি বেশি নফল আদায় করুন। নফলের অগ্রহ বাড়ানোর জন্য নফলের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস শরীফ শুনুন। প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: “যেই ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করলাম। আমার বান্দারা আমার অন্য কোন প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে আমার ততটুকু নৈকট্য অর্জন করতে পারে না, যতটুকু পারে ফরযগুলোর মাধ্যমে। আর আমার বান্দারা নফলগুলোর মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে। এমনকি আমি তাকে প্রিয় বানিয়ে নিই।”<sup>(১)</sup> سُبْحَانَ اللهِ! নফলের কতইনা বরকত যে, নফল আদায়কারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন। সুতরাং এখনো সুযোগ আছে। কিছু করুন। অন্যথায় মৃত্যুর পরে বান্দাকে আক্ষেপ করতে হবে, আহ! আমার যদি অন্তত দুই রাকাত নফল নামায আদায় করার সুযোগ হতো! কিন্তু আফসোসের বিষয়, সেই সুযোগ আর দেওয়া হবে না। তাই জীবন থাকতেই যতটুকু পারা যায় নেক কাজ করে নিন। পরে কিন্তু আর সুযোগ আসবে না।

### ﴿৩৩﴾ হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন হারিছ হুজাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

#### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন হাফেযুল হাদীস। উপনাম আবু ওসমান। বসরার অধিবাসী। ইলমের বর্ণাধারা। যে কোন ব্যাপারে বুঝে-শোনে কাজ করতেন। সর্ব বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী লোক ছিলেন। আর উচ্চ পর্যায়ের আমানতদারী ও পরহেজগার ছিলেন। হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান এবং হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন হারেছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ দেখিনি।” ১১৯ হিজরি মোতাবেক ৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬ হিজরি মোতাবেক ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ওফাত

<sup>(১)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়ায়, ৪র্থ খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫০২)



গ্রহণ করেন। বসরা জুড়ে তাঁর মতো আরেকজন স্বতন্ত্র মানসিকতার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং খুবই বিজ্ঞ লোক ছিলেন।<sup>(১)</sup>

### ﴿৪৮﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আখিরাতের ব্যাপারটি খুবই জটিল, কিন্তু আমার ক্ষমা হয়ে গেলো:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সাযিয়দুনা আলী বিন মাদীনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন হারেছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সাদা পোশাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: (مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি জবাব দিলেন: “যদিও আখিরাতের ব্যাপারগুলো খুবই জটিল, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” তারপর জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কান্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কীরূপ আচরণ করা হলো? বললেন: “তাঁর মর্যাদা ও স্থান আমার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।” জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত সাযিয়দুনা ইয়াযীদ বিন যুরাই رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেমন আছেন? বললেন: “তিনি ইল্লিয়ীনে। তিনি তো দিনে দুইবার আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেন।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। (أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ))

### ﴿৩৪﴾ হযরত সাযিয়দুনা আবু আলী ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবনী:

শায়খে হেরম হযরত সাযিয়দুনা আবু আলী ফুযাইল বিন ইয়ায বিন মাসউদ তামীমী ইয়ারবুয়ী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণ এবং

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, আল হুজাইমী, ২য় খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা। সিয়রে ইলামুন নিবলা, খালিদ ইবনুল হারিছ, ৮ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৫৫)

<sup>(২)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামত, বাবু মা রাওয়া মিনাশ শি'রি ফিল মানাম, ৩য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৬৮)

নেককার মানুষ, হাদীস রেওয়াজতে তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য। অসংখ্য লোক তাঁর কাছ থেকে ফয়েয অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রয়েছেন।

১০৫ হিজরি মোতাবেক ৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। লালিত-পালিত হন ‘আবীওয়াদে’। যৌবনে তিনি কুফা গমন করেন। অতঃপর মক্কা মুকাররামায় رَادَمَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন।

প্রথম জীবনে তিনি আবীওয়াদে এবং সারখাসের মধ্যবর্তী এলাকায় ডাকাতি করতেন। পরে তিনি তাওবা করেন। তাওবার কারণ এই ধরণের ছিল: তিনি কোন এক দাসীর প্রেমে পড়েছিলেন। তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি দেওয়াল টপকাচ্ছিলেন। এমন সময়ে তিনি কারো মুখে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনলেন:

(পারা- ২৭, সূরা- হাদীদ, আয়াত- ১৬) **أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ**

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে আল্লাহর ভয়ে)। তখন তিনি বলে উঠলেন: হে আমার পালনকর্তা! সেই সময় অবশ্যই এসে গেছে। এই বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে গেলেন এবং রাত্রি যাপন করার জন্য একটি নির্জন জায়গায় গেলেন। সেখানে একটি কাফেলা অবস্থান করছিল। কাফেলার কেউ বললেন: চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাই। অন্য কেউ বললেন: “সকালে গেলেই ভাল হয়। কারণ, এই এলাকায় ফুযাইল নামের এক ডাকাত থাকে। সে আমাদেরকে লুটে নিতে পারে।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তাঁদের মুখে এসব কথাবার্তা শুনলেন, সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করলেন এবং কাফেলার লোকদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। তারপর তিনি হেরাম শরীফ হাজির হলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেখানেই কাটান।

আবু আলী রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ত্রিশ (৩০) বৎসর যাবৎ হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংস্পর্শে ছিলাম। কিন্তু এই দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে আমি তাঁকে কখনো হাসতেও দেখিনি, এমন কি কখনো মুচকি হাসতেও দেখিনি। তবে একদিন ব্যতীত, যেই দিন তাঁর পুত্র আলীর মৃত্যু হয়েছিলো। তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন: “স্বয়ং আল্লাহই যখন এটিকে পছন্দ করেছেন, তাই আমিও সেটি পছন্দ করে নিলাম।” ১৮৭ হিজরি মোতাবেক ৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কায় ওফাত লাভ করেন।<sup>(১)</sup>

### মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্বকার বুয়ুর্গগণ আল্লাহ পাকের সম্ভ্রষ্টির উপর সম্ভ্রষ্ট থাকতেন। বিপদে চরম ধৈর্যধারণ করে মহান প্রতিদান ও সাওয়াবের ভাণ্ডার কুড়িয়ে নিতেন। আমাদের বুয়ুর্গদের মর্যাদা তো এমনই ছিলো যে, কোন কষ্টকেও তাঁরা ঠিক তেমনি ভাবে সাধুবাদ জানাতেন, যেমনি ভাবে সুখ-শান্তিকে জানানো হয়ে থাকে। কারণ, *أردوست میزسند نیگوست* “অর্থাৎ প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া কষ্টকেও পরম সুখ বলেই মনে হয়।” কিন্তু আমাদের মতো যারা আছি তারা অন্তত ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা তো প্রদর্শন করবো। হা-হতাশ করে ক্রমবর্ধমান সাওয়াবগুলো অন্তত হাতছাড়া হতে দেব না। আর এই কথা তো সবাই জানে যে, ধৈর্যহারার অবস্থায় আসা মুসিবত কখনো যায় না। তার উপর বড় সাওয়াব হতে বঞ্চিত হওয়া অপর মুসিবত। কোন প্রিয় জনের মৃত্যুতে হা-হতাশ করা, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, চুল ছিঁড়ে ফেলা, মাথায় মাটি মাখা, বুক চাপড়ানো, রানে হাত চাপড়ানো এগুলো জাহেলী যুগেরই কুসংস্কার এবং হারাম। হযরত সায্যিদুনা ইবনে ওমর *رضي الله عنهما* এর পুত্রকে দাফন করা হলে তিনি মুচকি হাসছিলেন। যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তখন তিনি বললেন: “আমি ভাবলাম যে, শয়তানকে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করবো।”<sup>(২)</sup> আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুঃখ কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুক।

أَمِينٍ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, আল ফুয়াইল বিন ইয়ায, ৫ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা। তারিখে দামেশক, ৪৮তম খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়য, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

## উক্তি সমূহ:

- \* আপন মুসলমান ভাইদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেওয়াই পরম বীরত্ব।<sup>(১)</sup>
- \* তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর? তখন তুমি নীরব থেকে। কারণ, তুমি যদি বলো, ‘না’, তাহলে তা কুফরি হবে। আর যদি বলো, ‘হ্যাঁ’, তাহলে তা মিথ্যা হবে।<sup>(২)</sup>
- \* তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি আল্লাহকে ভালবাস? তখন তুমি নীরব থেকে। কারণ, তুমি যদি ‘না’ বলো, তাহলে কুফরি হবে। আর যদি ‘হ্যাঁ’ বলো, সেক্ষেত্রে তোমার ভালবাসার নমুনা ভালবাসা পোষনকারীদের মতো নয়। অতএব, আল্লাহর অসঙ্কষ্টিকে ভয় করো।<sup>(৩)</sup>
- \* যেই ব্যক্তি মানবজাতিকে চিনতে পেরেছে, সেই ব্যক্তিই সুখ-শান্তি পেয়েছে।<sup>(৪)</sup>
- \* আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তার দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে তিনি যখন কাউকে অপছন্দ করেন, তখন তার জন্য দুনিয়াটা প্রশস্ত হয়ে যায়।<sup>(৫)</sup>
- \* লোকজনের কারণে আমল পরিহার করা লৌকিকতা আর লোকজনের জন্য আমল করা শিরিক।<sup>(৬)</sup>

## ﴿৪৯﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### বিপদে ধৈর্যধারণ:

হযরত সায্যিদুনা আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এক মক্কী লোক বর্ণনা

(১) ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু আদাবিল উলফত, আল বাবুছ ছানী, ২য় খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

(২) ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবুল খাওফি ওয়ার রযা, বয়ানু দরজাতিল খাওফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

(৩) ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবুল মহব্বতি ওয়াশ শাওক, বাবুল কওলি ফি আলামতি ..., ৫ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

(৪) আল আলামু লিয় যারকালী, আল ফুযাইল বিন ইয়ায, ৫ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

(৫) তারিখে দামেশক, ফুযাইল বিন ইয়ায, ৪৮তম খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৬৩০)

(৬) প্রাণ্ডজ

করেন: আমি সাঈদ বিন সালেমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: এই কবরস্থানটিতে সবচেয়ে ভাল লোকটি কে? উত্তর দিলেন: হযরত সায়্যিদুনা সালিহ বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ। জিজ্ঞাসা করলাম: “তিনি কীভাবে আপনার উপর ফযীলতের অধিকারী হলেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “এই কারণেই যে, তাঁর উপর যখন কোন বিপদ আসতো, তখন তিনি এর উপর ধৈর্যধারণ করতেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কী খবর?” বললেন: “তাঁকে এমন পোশাক পরিধান করানো হয়েছে, যেই পোশাকের একটি প্রান্ত তথা কোণার সাথে সারা পৃথিবীর কোন কিছুই তুলনা হয় না।”<sup>(৯)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

﴿৩৫﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত লেখক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ বিন হাসান বিন ফারকাদ শায়বানী। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। পূর্বপুরুষ দামেশকের হারাস্তা নগরীর অধিবাসী। তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান দামেশক থেকে ইরাকের ওয়াসেত নগরীতে চলে আসেন। আর সেখানেই ১৩২ হিজরিতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর কুফায় চলে আসেন। এখানেই তিনি বড় হন। তিনি ফিকাহর ইলম হাছিল করেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর নিকট। আর হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নিকট। তাঁদের নিকট ছাড়াও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ, সুফিয়ান ছাওরী, মিস্‌আর বিন কিদাম, ওমর ইবনে যর্র এবং মালিক বিন

<sup>(৯)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৭০)

মিগওয়াল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ প্রমুখ হতেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি অনেক বড় আলিম এবং মুজতাহিদ ফিল মাসায়িল ছিলেন। তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “ফিকাহ শাস্ত্রে আমার উপর হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে।” হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ১৮৯ হিজরি সনে ‘রে’ নামক স্থানে ইত্তিকাল করেন। আর সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ বিদ্যমান রয়েছে।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* একবার তিনি পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্যে বলেন: দুনিয়ার কোন প্রয়োজনে তোমরা আমার কাছে কিছু চাইবে না, যাতে করে আমার অন্তর ব্যস্ত হয়ে না যায়। কোন কিছুর দরকার হলে আমার উকিলের কাছ থেকে চেয়ে নেবে। কারণ, এতে করে আমার চিন্তা কম হয় এবং অন্তর মুক্ত থাকে।<sup>(২)</sup>
- \* তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “আল্লাহ পাকের শপথ! আমি সেই ব্যক্তির পেছনে নামায পড়বো না, যে এই কথা বলে যে, কুরআন সৃষ্টি। কেউ যদি এমন কোন ব্যক্তির পেছনে নামায আদায় করার পর আমার নিকট এসে ফতোয়া সংগ্রহ করে, তাহলে আমি তাকে নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেবো।”<sup>(৩)</sup>

## ﴿৫০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### আমার রুহ বের হলো কখন:

কেউ স্বপ্নে দেখে হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “كَيْفَ كُنْتُ فِي حَالِ النَّوْمِ” অর্থাৎ- রুহ কবজ হবার সময় আপনার

<sup>(১)</sup> (লিসানুল মীযান, মুাম্মদ ইবনুল হাসান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪-২৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭২৫৭। তারিখ বাগদাদ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, ২য় খন্ড, ১৬৯-১৭৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৯৩)

<sup>(২)</sup> (তারিখে বাগদাদ, নম্বর: ৫৯৩। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (শরহে উসূলে ইতিকাদে আহলুস সুন্নাত। সিয়াকু মা রাওয়া ..., ১ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

কী অবস্থা হয়েছিলো?” তিনি জবাব দিলেন: “সেই সময়ে আমি এক মুকাতিব<sup>(১)</sup> গোলাম সম্বন্ধে একটি মাস্‌আলা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। কখন আমার রুহ্‌বের হয়ে গেলো তা আমি বুঝতেই পারিনি।”<sup>(২)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি দ্বারা যেমনি ভাবে আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে দ্বীনদের সময়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে নমুনা পাওয়া যায়, তেমনি ভাবে ইলমে দ্বীনের প্রতি তাঁদের কীরূপ ভালবাসা ছিলো সেটিও অনুমান করা যায়। তাঁরা জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সময়ও ইলমে দ্বীন অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেসব মানুষ সময়ের মূল্য দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের জন্য যে কোন বড় বড় কাজও সহজ করে দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে সেসব কাজের তাওফিক দান করেছেন, তাঁদের মাধ্যমে দ্বীনের বড় বড় কাজ নিয়েছেন। স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্বন্ধেই বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি ৯৯৯টি কিতাব রচনা করেছেন।

### ﴿৫১﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আলা ইল্লীইনেরি তথা উচ্চ স্থানে:

কেউ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “(مَا كُنْتُ اللهُ بِأَنَّ) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেন?” উত্তর দিলেন: আল্লাহ পাক আমাকে বললেন: “আমি তোমার বন্ধকে ইলমের খনি এই কারণে বানায়নি যে, তোমাকে আযাব দেবো।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে?” বললেন: “তিনি আমার চেয়ে উঁচু স্তরে রয়েছে।” জিজ্ঞাসা করা হলো:

<sup>(১)</sup> (মুকাতিব গোলামের সংজ্ঞা: মুনিব তার গোলাম সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু ধার্য করে এই কথা বলে দিল যে, এগুলো শোধ করলে তুমি আযাদ। আর গোলাম যদি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে সে মুকাতিব।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খণ্ড, ৯ম অংশ, ২৯২ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (রাহে ইলম, ৮২ পৃষ্ঠা)

“হযরত সায্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর অবস্থা কী?” বললেন: “তিনি তো আলা ইল্লীইনে আছেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٍ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

﴿৩৬﴾ হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন খালিদ বারমাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ  
জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্ণ নাম ইয়াহিয়া বিন খালিদ বিন বারমাকী। উপনাম আবুল ফযল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, মেধাবী ও সুভাষী। তাঁর স্ত্রী খলীফা হারুনুর রশীদকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তাই খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে ‘পিতা’ বলে সম্বোধন করতেন। হারুনুর রশীদ খলীফা হওয়ার পর তাঁকে মন্ত্রীত্ব দান করেছিলেন এবং নিজের আংটি তাঁকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে বন্দী করে নিলো। সেই বন্দী অবস্থায় ১৯০ হিজরি মোতাবেক ৭০ বৎসর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ফযল বিন ইয়াহিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর জানাঘার নামায পড়িয়েছিলেন এবং ফোরাত নদীর তীরে ‘রবদে হারছামাহ’ নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।<sup>(২)</sup>

উক্তি সমূহ:

- \* ভাল কোন কথা শুনলেই তা লিখে নেবে, তারপর তা মুখস্থ করে নেবে, পরে তা সবার কাছে প্রকাশ করবে।
- \* দুনিয়া হলো আসা-যাওয়ার বস্তু আর ধন-সম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী। আমাদের পূর্ববর্তীরা আমাদের জন্য উপমা স্বরূপ। আর আমাদের পরবর্তীদের জন্য

<sup>(১)</sup> (আল খাইরাতুল হিসান, ৯৬ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (ওয়াক্ফিয়াতুল আয়ান লি ইবনে খালকান, আবুল ফযল ইয়াহিয়া বিন খালিদ, ৫ম খন্ড, ১৮২-১৯০ পৃষ্ঠা। আলায়ু লিয় যারকালী। ইয়াহিয়া আল বারমাকী, ৮ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮০৬)



আমরা হলাম শিক্ষা স্বরূপ।<sup>(১)</sup>

## ﴿৫২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আলিমে দ্বীনদের খেদমত করার প্রতিদান:

হযরত সাযিদ্‌না ইয়াহিয়া বিন খালিদ বারমাকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বাদশা হারুনুর রশীদের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি হযরত সাযিদ্‌না সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নিকট প্রতি মাসে এক হাজার দিরহাম করে পাঠিয়ে দিতেন। আর হযরত সাযিদ্‌না সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁর জন্য সিজদায় গিয়ে এই দোয়া করতেন: “ **অনুবাদ:** হে আল্লাহ! ইয়াহিয়া দুনিয়ার ব্যাপারে আমাকে অন্যদের থেকে বিমুখ বানিয়ে দিয়েছে। আখিরাতে তুমি তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যখন হযরত সাযিদ্‌না ইয়াহিয়া বিন খালিদ বারমাকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইস্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَا صَنَعَ اللَّهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “হযরত সাযিদ্‌না সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো, আমাদের আলিম-ওলামাদের খেদমত করা উচিত। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সংবলিত ‘বাহারে শরীয়াত’ কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৪০ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী

<sup>(১)</sup> (ওয়াকফিয়াতুল আয়ান লি ইবনে খালকান, আল ফযল ইয়াহিয়া বিন খালিদ, ৫ম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮০৬)

<sup>(২)</sup> (ওয়াকফিয়াতুল আয়ান, আবুল ফযল ইয়াহিয়া বিন খালিদ বিন বারমাক, ৫ম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮০৬)

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “(হাশরের দিন) আলিম-ওলামাদের নিকট লোকজন এসে আরয করবে: অমুক দিন আমি আপনাকে পানির পাত্র ভরে দিয়েছিলাম। কেউ বলবে: “আমি আপনাকে ইস্তিজার চিলা এনে দিয়েছিলাম। আলিম-ওলামারা তাদেরও সুপারিশ করবেন।” আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ আলিম-ওলামাদের ফযীলতের কারণে তাঁদের খেদমত করার প্রতি উৎসাহ দিতে গিয়ে ৬২ নম্বর মাদানী ইনআমে বলছেন: এই মাসে আপনি কি কোন সুন্নী আলিম (অথবা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন বা খাদেমকে) ১১২ অথবা কমপক্ষে ১২ টাকা তোহফা দিয়েছেন? (অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাদের ব্যক্তিগত টাকা থেকে দিতে পারবেনা)।” আল্লাহ পাক আমাদেরকে আলিম-ওলামাদের খেদমত করার তাওফিক দান করুক। أُمِّينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

### ﴿৩৭﴾ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নাম মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বিন সাঈদ কিলায়ী ওয়াসেতী। উপনাম আবু সাঈদ। পিতৃপুরুষ সিরিয়ার অধিবাসি ছিলেন। তিনি ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত (অর্থাৎ যিনি দোয়া করলে কবুল হয়), হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গ্রহনযোগ্য এবং হাদীসে খুবই দক্ষ। হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁকে আবদালদের মধ্যে গণ্য করেছেন। ১৯০ হিজরিতে ওয়াসেতেই (ইরাকে) তাঁর ইন্তিকাল হয়।<sup>(১)</sup>

### ﴿৩৮﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

#### আল্লাহর অলীর দোয়ার প্রভাব:

ইয়াযীদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেছেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা

<sup>(১)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ, ৫৬তম খন্ড, ২৩৯, ২৪৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭১০৯)

করলাম: “(مَا صَنَعَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” বললেন: “একবার জুমার দিন আসরের নামাযের পর হযরত সায়্যিদুনা আবু আমর বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আমাদের কাছে এসেছিলেন। তারপর দোয়া করেছিলেন। আমরা সবাই আমীন বলেছিলাম, বসার সেই কারণেই আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আবু আমর বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর দোয়া দ্বারা কী উপকার হলো, উপস্থিত সবারই গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেলো। মুজাদ্দিদে আযম সায়্যিদুনা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “প্রথম বারের উপস্থিতিতে মিনা শরীফের মসজিদে মাগরিবের সময় উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় আমি বেশি ওযীফা পড়তাম, এখন তো অনেক কমিয়ে দিয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ এখন আমি আমার অবস্থা তেমনই পাচ্ছি যে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামগণ লিখেছেন— ‘এই ধরনের মানুষদের জন্য সুল্লাতও মাফ’। কিন্তু আল্লাহর শোকর, আমি সুল্লাত কখনো ছেড়ে দিইনি। নফল অবশ্য সেই দিন থেকে বাদ দিয়েছি। যাই হোক, যখন সবাই মসজিদ থেকে চলে গেলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে কিবলামুখি হয়ে ওযীফায় ব্যস্ত আছেন। আমি ছিলাম মসজিদের আঙ্গিনায় দরজার পাশে। তৃতীয় কেউ মসজিদে ছিলেন না। এমন সময় মসজিদের ভিতর হতে মৌমাছির শব্দের মতো একটি গুনগুন আওয়াজ আসতে লাগলো। হঠাৎ একটি হাদীসের কথা আমার মনে পড়ে গেল—‘আল্লাহ-ওয়ালাদের কলব হতে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় শব্দ বের হয়’। আমি ওযীফা বাদ দিয়ে তাঁকে দিয়ে আমার মাগফিরাতে দোয়া করানোর জন্য

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩য় খন্ড, ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৩৭)

সেদিকে অগ্রসর হলাম। আল্লাহর শোকর, আমি কখনো দুনিয়াবী কোন চাহিদা নিয়ে কোন বুজুর্গের কাছে যাইনি। যখনই এই উদ্দেশ্যেই গেছি যে, তাঁকে দিয়ে আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাব। মোট কথা, তাঁর দিকে দুই পা এগিয়েছি মাত্র, এমন সময় তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে এই দোয়াটি করলেন: **অনুবাদ:** **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِرَجُلِي هَذَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِرَجُلِي هَذَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِرَجُلِي هَذَا**। “হে আল্লাহ! আমার এই ভাইটিকে ক্ষমা করে দাও! হে আল্লাহ! আমার এই ভাইটিকে ক্ষমা করে দাও! হে আল্লাহ! আমার এই ভাইটিকে ক্ষমা করে দাও!” আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি যেন বলছেন: “আমি আপনার কাজ করে দিয়েছি, আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন না।” তাই আমি তেমনিই ফিরে এলাম।<sup>(১)</sup>

আমাদের উচিত, যখনই আমরা কোন বুয়ুর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে নিজেদের জন্য দোয়া করাব, তখন ঈমানের সহিত মৃত্যু ক্ষমা এবং আখিরাতের উন্নতির জন্যই দোয়া করানোর চেষ্টা করবো।

## ﴿৩৮﴾ হযরত সাযিদ্‌না আবু আবদুল্লাহ্ আবদুর রহমান বিন কাসেম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সমগ্র মিসরের বিখ্যাত আলিম ও মুফতী ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি হযরত সাযিদ্‌না ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ছাত্র ছিলেন। তিনি খুবই ধনবান ছিলেন। কিন্তু সব সম্পদই তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যয় করে দিয়েছিলেন। রাজা-বাদশাদের পুরস্কার, দান ইত্যাদি এড়িয়ে চলতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, ইবাদতপরায়ণ, সাহসী, মুত্তাকী ও পরহেজগার। ১৩২ হিজরি সনে তিনি জনগ্রহণ করেন এবং ১৯১ হিজরি সনের হুফর মাসে ওফাত গ্রহণ করেন।<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (মালফুযাতে আ'লা হযরত, ৪র্থ অংশ, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম, ৮ম খন্ড, ৭২-৭৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৫৩। তায়কিরাতুল হুফফায়, আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম, ১ম খন্ড, আল জুযউল আউয়াল, ২৬০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৪৬)

### উক্তি সমূহ:

- \* তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করো। নিশ্চয় তাকওয়ার সহিত রাতের স্বপ্ন ইবাদতও অধিক। আর তাকওয়া না থাকলে অধিক ইবাদতও স্বপ্ন।<sup>(১)</sup>
- \* হারেছ বিন মিসকীন বলেন: তাঁকে আমি এই দোয়া করতে শুনেছি: “اللَّهُمَّ اِنِّعَ الدُّنْيَا مِنِّيْ وَاَمْنَعْنِيْ مِنْهَا” অর্থাৎ হে আল্লাহ! দুনিয়াকে আমার কাছ থেকে এবং আমাকে দুনিয়া হতে দূরে রাখুন।”<sup>(২)</sup>

### ﴿৫৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরী:

আলী বিন মাবদ বলেন: আমি হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে কাসেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “সেখানে আপনার কী হল?” তিনি উহ্ উহ্ বললেন। জিজ্ঞাসা করলাম: “আচ্ছা আপনি কোন্ আমলটিকে উত্তম পেয়েছেন?” উত্তর দিলেন: “ইসলামী রাষ্ট্রে সীমান্তে পাহারা দেওয়াকে আমি সবচেয়ে উত্তম পেয়েছি।”<sup>(৩)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ﴿৩৯﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

#### জীবনী:

হাফেযুল হাদীস, ফকীহুল উম্মত, হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ اٰجَمِيْنَ হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে জ্ঞান

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম, ৮ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৫৩)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম, ৮ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৫৩)

<sup>(৩)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম, ৮ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৫৩)

অর্জনে ব্যস্ত হন। জলীলুল কদর ফকীহ ও মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১২৫ হিজরি মোতাবেক ৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ‘আল জামিউ ফিল হাদীস’, ‘আল মুয়াত্তা’ তাঁরই রচিত গ্রন্থ। তাঁকে কাযীর পদ দেওয়া হয়েছিলো। তিনি কিন্তু তাতে রাজি হননি এবং আত্মগোপন হয়ে যান। আর তিনি নিজেকে গৃহবন্দী করে রাখেন।<sup>(১)</sup>

### জ্ঞানের সমুদ্র:

হাফেযুল হাদীস আহমদ বিন সালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিদ্‌দুনা ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক লক্ষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর চেয়ে অধিক হাদীস সংরক্ষণকারী আর কাউকে দেখিনি। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত ৭০ হাজার হাদীস আমি নিয়েছি। হযরত সাযিদ্‌দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সাযিদ্‌দুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্ঞানের সমুদ্র হবেন না কেন, তিনি হযরত সাযিদ্‌দুনা ইমাম মালিক, হযরত সাযিদ্‌দুনা লাইছ, হযরত সাযিদ্‌দুনা ইয়াহিয়া ইবনে আইয়ুব এবং হযরত সাযিদ্‌দুনা আমর বিন হারেছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট ইলমের ইমামগণের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন।”<sup>(২)</sup>

### জীবনকে ভাগ করে নিলেন:

হযরত সাযিদ্‌দুনা সুহনুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিদ্‌দুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জীবনটাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন- একভাগ সীমান্ত পাহারার জন্য, একভাগ মিসরবাসীদেরকে ইলমে দ্বীন শিখানোর জন্য এবং একভাগ বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করার জন্য। বর্ণিত আছে, “তিনি ৩৬ বার বাইতুল্লাহ্ হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।” ইবনে যায়দ বলেন: “হযরত সাযিদ্‌দুনা ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আমরা ‘ইলমের

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব বিন মুসলিম, ৮ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৭৭। আল আলামু লিয় যারকালী, ইবনে ওয়াহাব, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয় যাহাবী, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব বিন মুসলিম, ৮ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৭৭)

দীওয়ান' বলতাম।<sup>(১)</sup>

**আল্লাহর ভয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন:**

হযরত সাযিয়্যুদুনা আহমদ বিন সাঈদ হামদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলছেন:  
“একবার হযরত সাযিয়্যুদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গোসলখানায়  
প্রবেশ করলেন। এমন সময়ে এক ক্বারী সাহেবের কণ্ঠে এই আয়াতটি  
তिलाওয়াত করতে শুনলেন:

(পারা- ২৪, সূরা- মুমিন, আয়াত- ৪৭) وَإِذْ يَتَخَفُونَ فِي النَّارِ

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন তারা আগুনের মধ্যে পরস্পর  
বিতর্কে লিপ্ত হবে।) সাথে সাথে তিনি আল্লাহ পাকের ভয়ে বেহুশ হয়ে  
গেলেন।<sup>(২)</sup> ১৯৭ হিজরি মোতাবেক ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিসরে ইত্তিকাল  
করেন।<sup>(৩)</sup>

**মাদানী ফুল:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সদা-সর্বদা আল্লাহ  
পাকের ভয়ে ভীত ও কম্পমান থাকতেন। আমাদেরও উচিত অন্তরে আল্লাহ  
পাকের ভয় সৃষ্টি করা। কুরআনের সেসব আয়াত এবং নবী পাকের সেসব হাদীস  
শরীফ গুলো অধ্যয়ন করতে থাকব, যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের অন্তরে আল্লাহ  
পাকের ভয় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ পাককে ভয় করার মানে এই যে, আল্লাহ পাকের  
অমুখাপেক্ষিতা, তাঁর অসম্ভুষ্টি, তাঁর ধর-পাকড়, তাঁর শাস্তি ইত্যাদির কথা ভেবে  
অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়া। আমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হয়ে যায়,  
তাহলে তিনি এমন জায়গা হতে আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন,  
যেখানের কথা আমাদের কল্পনাতেই নেই। যেমন আল্লাহ পাক পারা-২৮ সূরা  
তালাকে ইরশাদ করছেন:

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব বিন মুসলিম, ৮ম খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৭৭)

<sup>(২)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব, ৮ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১২৫১১)

<sup>(৩)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, ইবনে ওয়াহাব, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(পারা- ২৮, সূরা- তালাক, আয়াত- ২,৩)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দিবেন এবং তাকে ওই স্থান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার কল্পনা ও থাকে না।) তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ব্যাপার সহজতর করে দেবেন। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٨﴾

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যেকেউ আল্লাহকে ভয় করবে

আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দিবেন।) যেমন- ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে আল্লাহ কে ভয় করে

আল্লাহ তার পাপ সমূহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা প্রতিদান দেবেন।)

### উক্তি সমূহ:

- \* তিনি বলেন: “আমি মান্নত করেছি, যখনই কারো গীবত করব, একটি রোযা রেখে দেবো। এটি আমাকে কষ্টে ফেলে দিল। কখনো কারো গীবত হয়ে গেলে একটি রোযা রেখে দিতাম। পরে আমি নিয়ত করলাম, যখনই কারো গীবত করবো এক দিরহাম সদকা করে দেবো। ফলে দিরহামের প্রতি ভালবাসার কারণে আমি গীবত করা ছেড়ে দিই।”<sup>(১)</sup>
- \* তিনি বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে আমি ইলমের তুলনায় অধিক আদব শিখেছি।”<sup>(২)</sup>

(১) (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, ৮ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৭৭)

(২) (জামিউ বয়ানিল ইলম, বাবু জামিয়িন ফি আদাবিল আলিমি ওয়াল মুতাআল্লিমি, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৬৯)



## ﴿৫৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

সবচেয়ে উত্তম আমল:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সাযিয়দুনা সুহনুন বিন সাঈদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযরত সাযিয়দুনা আবদুর রহমান বিন কাসেম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَافَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে তিনি বললেন: “আল্লাহর দরবার হতে আমি তা-ই পেয়েছি যা আমি পছন্দ করতাম।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি আপনার আমলগুলোর মধ্য হতে কোন্ আমলটিকে উত্তম হিসাবে পেয়েছেন?” বললেন: কুরআন তিলাওয়াতকে। তিনি বললেন: “মাসায়িল সম্বন্ধে কী ধারণা?” তখন তিনি আঙ্গুলির ইশারায় বললেন: “সেগুলো থাক।” অতঃপর হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন: “তিনি তো ইল্লিয়ীনের (উচ্চ স্তরে) আছেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুয়ুর্গানে দ্বীনেরা অধিক হারে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। যেমন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: বুয়ুর্গানে দ্বীনগণ কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাসের ব্যাপারে অনন্য ছিলেন। কেউ কেউ তো মাত্র একদিন-একরাতে আটটি কুরআনের খতম করতেন। দিনে চার খতম আর রাতে চার খতম। কেউ কেউ দিনে চার খতম, কেউ দুই খতম, কেউ এক খতম আবার কেউ দুই দিনে এক খতম করতেন। কেউ তিন দিনে, কেউ পাঁচ দিনে এক খতম করতেন আর কেউ সাতদিনে এবং সাত দিনে কুরআন

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয যাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, ৮ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৭৭)

খতম দেওয়া ছিলো অধিকাংশ সাহাবাদের অভ্যাস। তিলাওয়াত করাতেও আবার মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ অতি দ্রুত তিলাওয়াত করেও হরফগুলো মাখরাজ অনুযায়ী সহী-শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারেন। কেউ কেউ দ্রুত তিলাওয়াত করতে গিয়ে সহীহ-শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারেন না। তাই তিলাওয়াতকারীদের উচিত সহীহ-শুদ্ধ রূপে উচ্চারণের চেষ্টা করা। কেননা, সাওয়াব তো রয়েছে সহীহ পড়াতেই; কেবল দ্রুত পড়াতে নয়।<sup>(১)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন শরীফ পড়া, পড়ানো, শোনা, শোনানো সবই সাওয়াবের কাজ। কুরআনের একটি হরফ পাঠ করাতে ১০টি নেকী পাওয়া যায়। যেমন- রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করছেন: “যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন হতে একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য একটি নেকী রয়েছে, যেটি ১০টির সমান। আমি এই কথা বলছি না যে, ‘اَلَمْ’ একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।”<sup>(২)</sup>

জানা গেলো, ‘اَلَمْ’ পাঠ করলে ৩০টি নেকী পাওয়া যায়। আমরা যদি এই তিনটি হরফকে আরো ব্যাপক করতে চাই, তাহলে এই তিনটি হরফই ৯টি হরফ হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে এই তিনটি হরফ উচ্চারণের মাধ্যমে ৯০টি নেকী পাওয়া যাবে।<sup>(৩)</sup>

## ﴿৪০﴾ শায়ের আবু নুওয়াস হাসান বিন হানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

আবু নুওয়াস হাসান বিন হানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৪৬ হিজরি মোতাবেক ৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে খোজিস্তানের আহওয়ায নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বসরায় যৌবনে পদার্পণ করেন। তারপর বাগদাদে চলে যান এবং ১৯৮ হিজরি মোতাবেক ৮১৪

(১) তাফসীরে নাঈমী, মুকাদ্দামাহ, ১ম খন্ড, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

(২) সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৯১৯)

(৩) আল হাদীকাতুন নদীয়া শরহিত তরিকতিল মুহাম্মাদীয়া, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই ইস্তিকাল করেন। তাঁর সম্বন্ধে জাহিয় মুতাবিলী বলেন: “আমি আবু নুওয়াসের চেয়ে বড় কোন ভাষাবিদ আর বক্তা কোথাও দেখিনি।” আবু ওবায়দা বলেন: “জাহেলী যুগে কবি জগতে ইমরাউল কায়সের যেই স্থান ছিলো, ঠিক সেই স্থান ইসলামী যুগের কবি জগতে আবু রুওয়াসের রয়েছে।”<sup>১১)</sup>

### আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও করুণা অত্যন্ত মহান:

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও করুণা তোমাদের গুনাহ থেকে অনেক বড়।”

শায়খ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল হাদী জাররাহী আজলুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: আসকারী, আবু নাঈম এবং দায়লামী হাদীসটি উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا হতে রেওয়াজ করেছেন। তিনি (আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) বলেন: এই বাণীটি হুজুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সাযিদ্যুনা হাবীব বিন হারছ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেছিলেন। আসকারী বলেন: এই বাণীর মর্মার্থ আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মিসরের উপর দাঁড়িয়ে এভাবে বলেছিলেন: “اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ عَظَمْتَ ذُنُوبِي وَ أَلَّهُمْ إِنَّهُ قَدْ عَظَمْتَ ذُنُوبِي وَ” অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহেই আমার গুনাহ খুবই অধিক। কিন্তু তোমার ক্ষমা ও করুণা তার চেয়েও অনেক মহান।” এই হাদীসটিকে সামনে রেখে হযরত সাযিদ্যুনা আবু নুওয়াস হাসান বিন হানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (নিজেকে সম্বোধন করে) বলেন: “يَا كَثِيرَ الذُّنُوبِ عَفُوُّ اللهُ أَكْبَرُ مِنْ ذُنُوبِكَ” অর্থাৎ হে অধিক গুনাহকারী! আল্লাহ পাকের ক্ষমা তোমার গুনাহর চেয়েও অধিক মহান।” অতঃপর তিনি কিছু শের (কবিতা) পাঠ করেন। সেগুলোর অর্থ ও সারমর্ম নিচে দেওয়া হলো:

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ যদিও অধিক, তবু আমি জানি যে, তোমার ক্ষমা ও করুণা সেগুলোর চেয়ে অনেক বড়। তুমি যদি কেবল নেককারদেরকেই

<sup>১১)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, আবু নাওয়াস, ২য় খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

ক্ষমা করো, তাহলে তোমার গুনাহগার বান্দারা কার দরবারে গিয়ে ফরিয়াদ করবে? কার আশা করবে? হে আল্লাহ! আমি তোমার মহান দরবারে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করছি, যেমন তুমি নিজেই হুকুম দিয়েছো। তুমি যদি আমার দোয়া কবুল না করো, তাহলে আমার প্রতি কে দয়া করবে? আমি একমাত্র তোমার দরবারেরই আশা করে তোমারই ক্ষমা আর করণার উপর ভরসা করে আছি। আর আমি একজন মুসলমান।<sup>(১)</sup>

### ﴿৫৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**ডাল পংক্তিমালা ক্ষমার মাধ্যম হয়ে গেলো:**

হযরত সাযিয়দুনা আল্লামা কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুসা দামীরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আবু নুওয়াস হাসান বিন হানীর ইত্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি জবাবে বলেছিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে তাওবা করার কারণে এবং আমার (উপরোক্ত) শে’র (কবিতার) পংক্তিমালার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যেগুলো আমি আমার অসুস্থ অবস্থায় পাঠ করেছিলাম।”<sup>(২)</sup>

### ﴿৫৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**ক্ষমা করার কারণ:**

হাফেয ইবনে কাছীর বলেন: আবু নুওয়াস হাসান বিন হানীর কোন বন্ধু তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি জবাব দিলেন: “যেই (কবিতার) পংক্তিমালাগুলো আমি নাগিস ফুল নিয়ে রচনা করেছিলাম, সেগুলোর কারণে

<sup>(১)</sup> (কাশফুল খিফা লিল আজলুনী, হরফুল আইন আল মুহমালাহ, ২য় খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, তাহতাল হাদীস- ১৭৩৭)

<sup>(২)</sup> (কাশফুল খিফা লিল আজলুনী, হরফুল আইন আল মুহমালাহ, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, তাহতাল হাদীস- ১৭৩৭)

আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (অনুবাদ): “তোমরা পৃথিবীর উদ্ভিদরাজি নিয়ে চিন্তাভাবনা করো এবং আল্লাহ পাকের সৃষ্টি বস্তুগুলো দেখো। দৃশ্যমান বার্না, বাকবাকে খাঁটি সোনা, জবরজদের ডালে ডালে এসব কিছু সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ পাকের কোনে শরিক নেই।”<sup>৫)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।)

### ﴿৪১﴾ হযরত সায়্যিদুনা মারুফ বিন ফিরোয করখী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**

জীবনী:

হযরত সায়্যিদুনা মারুফ করখী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** একজন উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী রযা বিন মুসা কাযেম **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর গোলামদের মধ্য হতে তিনিও একজন গোলাম ছিলেন। তিনি বাগদাদের করখ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে সবাই তাঁর দরবারে আসতেন। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**ও বরকত হাসিল করার জন্য তাঁর দরবারে আসতেন। তিনি অনেক দিন যাবৎ হযরত দাউদ তায়ী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর খেদমতে ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে ফয়েয অর্জন করেন। ২০০ হিজরি মোতাবেক ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি করখেই ইন্তিকাল করেন।

উক্তি সমূহ:

- \* নেক আমল না করে জান্নাতের আশা করা, সুন্নাতের অনুসরণ না করে শাফাআতের আশা করা এবং নাফরমানি করে আল্লাহর রহমতের আকাংখা করা বড়ই বোকামী।
- \* দুনিয়ার ভালবাসা থেকে যেই ব্যক্তি দূরে থাকে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভালবাসার স্বাদ গ্রহণ করে। কিন্তু ভালবাসাও অর্জিত হয় আল্লাহরই দয়ায়।

<sup>৫)</sup> (আল বিদায়তু ওয়ান নিহায়াহ্ লি ইবনি কহীর, আহাদুস সুন্নাতি খামছ ওয়া তিসঈনা মিআহ্, ৭ম খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

- \* হযরত সাযিয়দুনা সার্বরী সাকতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “তিনি আমাকে নসিহত করলেন: যখন তোমাকে কিছু প্রার্থনা করতে হয়, তাহলে এভাবে প্রার্থনা করবে: হে আল্লাহ! মারুফ করখীর উসিলায় তুমি আমাকে অমুক বস্তুটি দান করো, তাহলে নিঃসন্দেহেই সেটি তুমি পেয়ে যাবে<sup>(১)</sup>।”<sup>(২)</sup>

### আল্লাহর প্রেমে বিভোর:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা সিররী সাকতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযরত সাযিয়দুনা মারুফ করখী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে এই অবস্থায় দেখলেন যে, তিনি আরশের নিচে, আর আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করছেন: “এ কে?” তাঁরা আরয করছেন: “হে আল্লাহ! তুমি তো তাঁর সম্বন্ধে

<sup>(১)</sup> (তায়কিরাতুল আউলিয়া, মিকরুল মারুফ আল করখী, আল জুযউল আউয়াল, ২৪১-২৪৪ পৃষ্ঠা। আল আলামু লিয় যারকালী, মারুফ আল করখী, ৭ম খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: ... الایة -এই আয়াতটির বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সাযিয়দুনা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাফসীরে নঈমীতে বলেন: মুসলমানদেরকে নেক আমলের পাশাপাশি অন্য কোন উসিলাও খুঁজতে হবে। কেবল নেক আমলের উপরই নির্ভর করে থাকবে না। এই ফরিযাদটি ‘اَتَّقُوا اللَّهَ’ এর পরে ‘وَاتَّقُوا اللَّهَ الْوَسِيلَةَ’ দ্বারা অর্জিত হয়। সমস্ত নেক আমল তো ‘اَتَّقُوا اللَّهَ’তেই অন্তর্ভুক্ত। তারপর আবার উসিলা কী জিনিস? সেটি মকবুলদেরই তো উসিলা। তাই বুয়ুর্গানে দ্বীনের বাইআত সাহাবায়ে কেলামদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন: জীবিত বুয়ুর্গদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সফর করা, ওফাতপ্রাপ্ত বুয়ুর্গদের মাযারগুলোতে সফর করে হাজিরী দেওয়া, সেখানে গিয়ে আল্লাহর দরবারে তাঁদের উসিলা দিয়ে দোয়া করা, মদীনা মুনাওয়ারায় সফর করা, বুয়ুর্গানে দীনদের ওরসগুলোতে সফর করে হাজির হওয়া এগুলো অত্যন্ত ভাল কাজ এবং খুবই উত্তম কাজ। এসব সফরের মূল উৎস এই আয়াতটিই। তাছাড়া ফতোওয়ায়ে শামীর বরাত দিয়ে লিখেন: যেক্ষেত্রে ডাক্তার-বৈদ্যদের কাছে সফর করা জায়েয রয়েছে, যেক্ষেত্রে মকবুল বান্দাদের নিকট, তাঁদের কবরগুলোতে সফর করে যাওয়াও জায়েয রয়েছে। বিভিন্ন মাযারের বিভিন্ন ফয়েয রয়েছে। বরং বুয়ুর্গদের ওরসগুলোতে আল্লাহর অলী এবং ওলামাদের ইজতিমা হয়ে থাকে। সেখানে উপস্থিত হলে অনেক বুয়ুর্গদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ইবতিগায়ে উসিলায় এটিই হলো উত্তম পদ্ধতি। **হযর পুরনূর** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে তাঁর মায়ের নূরানী কবরে তশরিফ নিয়ে যান। অথচ আবাওয়া শরীফ যেখানে হযরত আমেনা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا এর কবর রয়েছে, মদীনা শরীফ হতে প্রায় দুইশ মাইল দূরে। অধম সেখানেও হাজিরী দিয়েছি। (তাফসীরে নঈমী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৫-৩৯৬ পৃষ্ঠা)

ভালই জানো।” তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন: “এ হলো মারুফ করখী। সে আমার প্রেমে বিভোর হয়ে আছে। আমার সাক্ষাতেই তার হুশ ফিরবে।”<sup>(১)</sup>

## ﴿৫৮﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### অভাবীদের প্রতি ভালবাসা:

হযরত সাযিয়্যুদুনা হোসাইন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়্যুদুনা মারুফ করখী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ইস্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: “(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তর বলেছিলেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার তাকওয়া-পরহেজগারীর কারণে?” বলেন: “না। বরং এই কারণেই যে, আমি হযরত সাযিয়্যুদুনা ইবনে সাম্মাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নসিহত গ্রহণ করেছিলাম, দারিদ্রতা অবলম্বন করলাম এবং ফকীরদের ভালবাসী।”

হযরত সাযিয়্যুদুনা ইবনে সাম্মাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নসিহত: “যেই ব্যক্তি পরিপূর্ণ রূপেই আল্লাহ পাক থেকে বিমুখ হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের সেই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কমিয়ে দেন। আর যেই ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি মনোযোগী হয়ে যায়, আল্লাহ পাক তাঁর রহমতকে সেই ব্যক্তির দিকে নিবন্ধিত করেন। আর সকল মানুষের অন্তরকে তার দিকে ধাবিত করে দেন। আর যেই ব্যক্তি কখনো কখনো এরূপ করে, আল্লাহ পাকের তার প্রতি কখনো কখনো এরূপ করেন।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরী, আবু মাহফুয মারুফ বিন ফিরোয আল করখী, ২৭ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরী, আবু মাহফুয মারুফ বিন ফিরোয আল করখী, ২৭ পৃষ্ঠা)

## ﴿৪২﴾ হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন হিদরীস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আসল নাম মুহাম্মদ বিন হিদরীস বিন আব্বাস। উপনাম আবু আবদুল্লাহ্। ১৫০ হিজরি সনে গাজ্জায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আমলদার আলেমে দ্বীন, উচ্চ বংশ, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, দানশীল এবং অন্ধকারের আলো এবং তিনি একজন তাবে-তাবেয়ীন। রমযান শরীফে ৬০ বার কুরআন খতম করতেন। তিনি হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালিক এবং হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হতেও ইলম অর্জন করেছেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের মহান ইমাম ছিলেন। মিশরে ২০৪ হিজরি সনের রজব মাসের শেষ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে তিনি ইস্তিকাল করেন। জুমার দিন তাঁকে সমাহিত করা হয়।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* সেগুলো ইলম নয় যেগুলো মুখস্থ করা হয়েছে, বরং সেগুলোই ইলম যেগুলো উপকারে আসে।<sup>(২)</sup>
- \* জ্ঞান অর্জন করা নফল নামাযের চেয়ে উত্তম।<sup>(৩)</sup>
- \* যদি আলিমগণ অলী না হয়, তাহলে আল্লাহ পাকের কোন অলীই নেই। কেননা, কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক তাঁর অলী বানান না।<sup>(৪)</sup>

(১) হিলয়াতুল আউলিয়া, আল ইমামুশ শাফেয়ী, ৯ম খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, ১৭১, নম্বর: ৪৪২। মিরকাতুল মাফাতীহ, শরহ মুকাদ্দামাতুল মিশকাত, ১ম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

(২) হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ৯ম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৩৬৬)

(৩) প্রাশুজ, ৯ম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৩৪৭)

(৪) মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ মুকাদ্দামাতিল মিশকাত, ১ম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)



### ﴿৫৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### স্বর্গের আসন:

হযরত সাযিয়দুনা রবী বিন সোলায়মান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকালের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু আবদুল্লাহ! (مَا صَنَعَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “আমাকে স্বর্গের আসনে বসানো হয়েছে। তারপর আমার উপর মহামূল্যবান মণি-মুক্তা ছিটানো হয়েছে।”<sup>(১)</sup>

### ﴿৬০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### দরুদ শরীফের কারণে ক্ষমা:

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে হাকাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া করেছেন। আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জান্নাতকে আমার জন্য এভাবে সাজানো হয়েছে যেভাবে নব বধুকে সাজানো হয়। আমার উপর নিয়ামতের বর্ষণ এভাবে করা হয়েছে যেভাবে বরের উপর ফুলের বর্ষণ করা হয়। জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার এই মর্যাদা লাভের কারণ কি? বললেন: আমার কিতাব ‘আর রিসালা’য় আমি যেই দরুদ শরীফটি লিখেছি সেটির কারণে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সেই দরুদ শরীফটি কেমন?” বললেন: সেটি এই রকম: “صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْعَافُونَ” অর্থাৎ হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর তাঁকে যারা স্মরণে রাখেন এবং যারা স্মরণে রাখে না, তাদের সকলের সমপরিমাণ রহমত নাযিল করুক।” সকালে উঠে আমি ‘আর রিসালা’ কিতাবটি খুলে দেখি সেখানে

(১) (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, বাবু মানামাতিল মাশায়িখ, ৫ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

সেই দরুদ শরীফটি লিখা রয়েছে, যেটি তিনি স্বপ্নে বলেছিলেন।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿৪৩﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু খালিদ ইয়াযীদ বিন হারুন *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ*

### জীবনী:

তিনি *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর আসল নাম ইয়াযীদ বিন হারুন বিন যাযী বিন ছাবেত। উপনাম আবু খালিদ। তিনি ১১৮ হিজরিতে ওয়াসেতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃকুল ছিলেন বোখারার অধিবাসী। নেকীর প্রতি আস্থানকারী, মন্দ হতে বারণকারী, আল্লাহর ইবাদতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং হাফেযুল হাদীস ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন: আমি ২৫ হাজার (এক বর্ণনায় ২৪ হাজার) হাদীসের সনদ মুখস্থ করেছি। এতে আমার কোন গর্ব নেই। তিনি বাগদাদ এসে সেখানেও হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর পুনরায় ওয়াসেতে চলে আসেন। বাগদাদে ৭০ হাজার লোক নিয়ে তাঁর মজলিশ বসতো। নামাযে দাঁড়ালে তাঁকে একটি স্তম্ভ বলেই মনে হত।

হাসান বিন আরাফা বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন হারুন *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* কে ওয়াসেতে দেখেছিলাম তাঁর চোখই সবার চেয়ে সুন্দর ছিলো। তারপর আমি দেখেছি তাঁর এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কিছুদিন পর দেখলাম উভয় চোখই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু খালিদ! আপনার সুন্দর দুইটি চোখের কী হলো? তিনি বলেছিলেন: “শেষ রাতে কান্নাকাটি করার কারণে দুইটি চোখই নষ্ট হয়ে যায়।” ২০৬ হিজরির রবিউল আখির মাসে ওয়াসেতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (সোআদাতুদ দারাইন, আল বাবুর রাবি, আল লাভীফাতুল হাদিয়াতু ওয়াল ইশরন, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (তারিখে বাগদাদ, ইয়াযীদ বিন হারুন, ১৪তম খন্ড, ৩৩৮-৩৪৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৬৬১)

## উক্তি সমূহ:

- \* হারুন হাম্মাল বলেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধর হতে এক ব্যক্তি যিনি হযরত সায্যিদুনা ইয়াযীদ বিন হারুন رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ এর এক ইলমের মজলিসে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন সেই ব্যক্তি তাঁর কাছে আবেদন করলেন: “আপনি তা আমাকে পুনরায় বর্ণনা করুন।” তিনি বললেন: “হে অমুকের পিতা! আপনি কি জানেন না, যেই ব্যক্তি (ইলমের মজলিসে) অনুপস্থিত থাকে, সে বঞ্চিত হয়। আর তার বন্ধুদের মাঝে তার অংশটি ভাগাভাগি হয়ে যায়।”<sup>(১)</sup>
- \* যেই ব্যক্তি অসময়ে রত্নক্ষমতা গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে সুসময়ে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন।<sup>(২)</sup>

## ﴿৬১﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### কবর জান্নাতের বাগান সমূহ থেকে একটি বাগান:

ওয়াহাব বিন বায়ান বলেন: আমি হযরত সায্যিদুনা ইয়াযীদ বিন হারুন رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু খালিদ! আপনি না ইন্তিকাল করেছেন?” বললেন: “আমি তো এখন আমারই কবরে। আর আমার কবরটি জান্নাতের একটি বাগান।”<sup>(৩)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন উঠার পূর্বেও আমাদের একটি জীবন রয়েছে। যেটার নাম ‘বরযখী জীবন’। এই জীবনে মানুষের বিভিন্ন ধরণের অবস্থা

<sup>(১)</sup> (আল জামিউ লি আখলাকির রাবী লিল খতীব, ওয়াল মাহফযু আন ইবনি শিহাব, হাদীস- ১৪২৪, ২য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (ছিফাতুছ ছাফওয়াতি, যায়দ বিন হারুন, আল জুযউছ ছালিছ, ২য় খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭৭)

<sup>(৩)</sup> (মাউসুআতুল লি ইবনি আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৯৯)

হয়ে থাকে। কেউ আনন্দে থাকে, কেউ কষ্টে। কারো কবর জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগানে পরিণত হয়, আবার কারো কবর জাহান্নামের গর্তগুলো হতে একটি গর্ত। কেউ হাসি-খুশিতে থাকে, কেউ দুঃখ-দুর্দশায়। কেউ অতীতের দুনিয়াবী জীবন নিয়ে শান্ত, আবার কেউ আক্ষেপের আঁশে জ্বলতে থাকে। মোট কথা, সেখানকার এই ধরণের জীবন বহুলাংশে নির্ভর করে দুনিয়াবী জীবনের উপর। এখানে যেই ধরণের আমল করবে, সেখানে সেই ধরণের বিনিময় ভোগ করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এমন ধরণের কাজ করা উচিত যেই কাজের কারণে আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাহলেই আমাদের কবর জান্নাতের বাগানে পরিণত হবে। الْحَمْدُ لِلَّهِ ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি মাদানী ইনআমাত প্রশ্নোত্তর আকারে দেওয়া হয়েছে। অনেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি প্রতিদিন 'ফিক্কে মদীনা' করার মাধ্যমে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী উত্তর দিয়ে খালি ঘর পূরণ করছেন এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের ১ম তারিখেই নিজ যিম্মাদারের নিকট জমাও দিচ্ছেন। আমাদেরও উচিত হাদিয়া দিয়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে 'মাদানী ইনআমাতের' রিসালা সংগ্রহপূর্বক খালি ঘর পূরণ করা।

## ﴿৬২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

যিকিরের মাহফিলে যোগদানের ফরীলত:

হাওছারা বিন মুহাম্মদ মিনকারী বসরী বলেন: আমি হযরত সায্যিদুনা ইয়াযীদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ওফাতের চার রাত পরে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “(مَا فَكَرَ اللهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “আমার নেক আমলগুলো আল্লাহ পাক কবুল করেছেন। আর আমার গুনাহগুলো গোপন করেছেন। আমার উপর মানুষজনের

যেই হক ছিলো সেগুলো তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়েছেন।” আমি বললাম: “তারপর কী হলো?” বললেন: “দয়াময় কেবল দয়াই করেন। তিনি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।” আমি বললাম: “আপনি এই মর্যাদা কীভাবে অর্জন করলেন?” বললেন: “যিকিরের মাহফিলে যোগ দেবার, হক কথা বলার, কথা বার্তায় সত্য বলার, নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করার এবং অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করার কারণে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “মুনকির-নকীর কি সত্য?” বললেন: “যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই সেই আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ, অবশ্যই সত্য।” তাঁরা আমাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَّبِيُّكَ؟ অর্থাৎ তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে? আমি দাঁড়ির মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম: “আমার মতো ব্যক্তির কাছেও এই প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে? আমি হলাম ইয়াযীদ বিন হারুন। সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর যাবৎ আপনাদের এসব প্রশ্নের উত্তর আমি দুনিয়াবাসীদেরকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি।” তাঁদের একজন বললেন: “ইয়াযীদ বিন হারুন সত্যই বলছেন।” অতঃপর বললেন: “নব-বধুর ন্যায় শুয়ে পড়ুন। আজ থেকে আপনার আর কোন ভয় নেই।”<sup>(১)</sup>

## ﴿৬৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

দ্বিগুণ সাওয়াব দান করলেন:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সাযিয়দুনা ইয়াযীদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতি কিংবা কন্যার ঘরের নাতি আবু নাফে বলেছেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে হাজির ছিলাম। সেখানে আরো দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন: আমি হযরত

<sup>(১)</sup> (আল হাবী লিল ফতোওয়া লিস সুয়ুতী, ২য় খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

সায়িদুনা ইয়াযীদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: (مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করেছেন। আল্লাহ পাক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করেন: “তুমি কি হারীয বিন ওসমান থেকে হাদীস বর্ণনা করতে?” আমি উত্তরে বললাম: “হে আল্লাহ! আমি তাঁকে ভাল বলেই জানতাম।” ইরশাদ করলেন: “সে আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে।”

অতঃপর অপর লোকটি বললেন: আমিও তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার কাছে কি মুনকির-নকীর এসেছিলেন?” জবাব দিলেন: “আল্লাহর শপথ! তাঁরা এসেছিলেন আর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন: তোমার রব্ কে? তোমার দ্বীন কী?” আমি বললাম: “আমার মতো ব্যক্তিকেও কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে? অথচ আমিই দুনিয়াবাসীদেরকে এই প্রশ্নগুলোর শিক্ষা দিয়ে এসেছি।” তখন তাঁরা বললেন: “তিনি ঠিকই বলছেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

## ﴿৪৪﴾ হযরত সায়িদুনা আবু সোলায়মান আবদুর রহমান বিন আহমদ বিন আতিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, ইবাদতপরায়ণ এবং আল্লাহ পাকের একজন নেককার বান্দা। দারিয়ার অধিবাসী বলে তাঁকে দারানী বলা হয়। দারিয়া হলো দামেশকের একটি গ্রাম। ২১৫ হিজরি মোতাবেক ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয যাহাবী, ইয়াযীদ বিন হারুন, ৮ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৪৩২)

<sup>(২)</sup> (তাবাকাহুস সূফিয়াতি লিস সুলামী, আত তাবাকাহুতুল উলা, আবু সোলায়মান আদ দারানী (আবদুর রহমান বিন আতিয়া), ৭৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৯)

## উক্তি সমূহ:

- \* আশা যখন ভয়ের তুলনায় অধিক হয়ে যায়, তখন সময়ের অপচয় হয়।<sup>(১)</sup>
- \* যেই ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে মোকাবেলা করে, সেটি তাকে পরাস্ত করে।<sup>(২)</sup>
- \* যেই ব্যক্তি দিনের বেলায় নেক আমল করবে, তাকে রাতের বেলায় তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর যেই ব্যক্তি রাতের বেলায় নেক আমল করবে, তাকে দিনের বেলায় তার প্রতিদান দেওয়া হবে। যেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে কুপ্রবৃত্তি পরিহার করবে, আল্লাহ পাক তার অন্তর থেকে তা দূর করে দেবেন। আর এটি আল্লাহ পাকের শান নয় যে, কোন অন্তরকে সেই বাসনার জন্য শাস্তি দেবেন, যা সে তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিহার করেছে।<sup>(৩)</sup>
- \* উত্তম দানশীলতা সেটি, যা প্রয়োজনের উপযোগী ও অনুকূল হয়। (অর্থাৎ যাকে দান করবে তার যেই বস্তুর প্রয়োজন সেটিই উত্তম উপহার)।<sup>(৪)</sup>
- \* সেই ব্যক্তিই সঠিক মানুষ যার ভিতর আর বাহির একই হয়।<sup>(৫)</sup>
- \* যেই ব্যক্তি সত্য বলবে, তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। যেই ব্যক্তি নেকী করবে, তাকে সুস্থতা দান করা হবে।<sup>(৬)</sup>
- \* অনেক সময় আমার অন্তরে (তাসাওউফের) সূক্ষ্ম বিষয়গুলো উদিত হয়। যেগুলো অনেক দিন ধরে থেকে যায়। আমি কিন্তু সেগুলো দুই ন্যায়পরায়ন সাক্ষী অর্থাৎ কুরআন-হাদীস (-এর সত্যায়ন) ব্যতীত গ্রহণ করি না।<sup>(৭)</sup>
- \* দুনিয়ায় যেই আমলটির সাওয়াব নেই, আখিরাতে সেটির প্রতিদান নেই।<sup>(৮)</sup>

(১) প্রাণ্ডক্ত, ৭৫ পৃষ্ঠা)

(২) প্রাণ্ডক্ত, ৭৬ পৃষ্ঠা)

(৩) প্রাণ্ডক্ত)

(৪) প্রাণ্ডক্ত)

(৫) প্রাণ্ডক্ত)

(৬) (ভাবাকাতুস সূফিয়া লিস সুলামী, ৭৬ পৃষ্ঠা)

(৭) প্রাণ্ডক্ত)

(৮) প্রাণ্ডক্ত)

- \* অন্তর যখন ক্ষুধা আর পিপাসায় কাতর হয়, তখন কোমল আর স্বচ্ছ হয়ে যায়। আর যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন অন্ধ হয়ে যায়।<sup>(১)</sup>
- \* বান্দাকে আল্লাহ পাকের নৈকটে নিয়ে যাবার বস্তু হলো (আমলের) হিসাব নিকাশ।<sup>(২)</sup>
- \* সবকিছুরই মহর থাকে। জান্নাতের মহর হলো দুনিয়া ও তাতে যা যা রয়েছে সবকিছু পরিত্যাগ করা।<sup>(৩)</sup>
- \* প্রত্যেক কিছুরই অলংকার রয়েছে। সত্যবাদীতার অলংকার হলো বিনয়।<sup>(৪)</sup>
- \* প্রত্যেক কিছুরই ঠিকানা রয়েছে। সত্যবাদীতার ঠিকানা হলো পরহেজগারদের অন্তর।<sup>(৫)</sup>
- \* প্রত্যেক কিছুরই নিদর্শন রয়েছে। লাঞ্ছনা ও অপমানের নিদর্শন হলো কান্নাকাটি পরিহার করা।<sup>(৬)</sup>
- \* নফসের চাহিদার বিরোধিতা করাই হলো সর্বোত্তম আমল।<sup>(৭)</sup>
- \* অন্তরে যখন আল্লাহ পাকের ভয় বাসা বাঁধে, তখন সেটি নফসের চাহিদাগুলো জালিয়ে দেয় এবং অন্তর হতে উদাসীনতার চাদরটি উড়িয়ে দেয়।<sup>(৮)</sup>
- \* প্রত্যেক কিছুতেই মরিচা ধরে। অন্তরে মরিচা ধরে পেট ভরে খেলে।<sup>(৯)</sup>
- \* যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠ হতে চায়, তার উচিত নিজের ঘাড় থেকে অন্যান্যদের ভালবাসার বন্ধন খুলে দেওয়া।<sup>(১০)</sup>
- \* যেই ব্যক্তি সত্যবাদীতার উপর অটল থাকে, তার পুরস্কার হলো আল্লাহ

(১) প্রাণ্ডজ

(২) প্রাণ্ডজ

(৩) প্রাণ্ডজ

(৪) প্রাণ্ডজ

(৫) প্রাণ্ডজ

(৬) (ভাবাকাতুস সুফিয়াতি লিস সুলামী, আত ভাবাকাতুল উলা, আবু সোলায়মান আদ দারানী, ৭৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৯)

(৭) প্রাণ্ডজ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

(৮) প্রাণ্ডজ

(৯) প্রাণ্ডজ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

(১০) প্রাণ্ডজ



পাকের সন্তুষ্টি।<sup>(১)</sup>

- \* প্রত্যেক কিছুই একটি পরিচয় থাকে। বিশ্বাসের পরিচয় হলো আল্লাহ পাকের ভয়।<sup>(২)</sup>
- \* যেই দলের জন্য কোন দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন কান্না করে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সেই দলের প্রতি দয়া করেন।<sup>(৩)</sup>
- \* সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। কারণ, যখন সে একা থাকে তার ক্ষুধা লাগলে ধৈর্যধারণ করে। কিন্তু যখন তার সন্তানদের ক্ষুধা দেখে, তখন সে তাদের জন্য অশেষণ করে। আর যখনই অশেষণ এসে যায়, তখনই বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়।<sup>(৪)</sup>

### অন্তরে সৃষ্টি জগতের খেয়াল:

হযরত সাযিয়দুনা আহমদ বিন আবু হাওয়ারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা আবু সোলায়মান দারানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে বললাম: “আমি যখন একা নামায পড়ি, তখন খুবই স্বাদ পাই।” জিজ্ঞাসা করলেন: “কিসের স্বাদ পান?” আমি বললাম: “এটির যে, এই নামাযে আমাকে দেখার মতো কেউ ছিলো না।” বললেন: “আপনার ঈমান দুর্বল। কারণ, নামাযে আপনার অন্তরে সৃষ্টি জগতের প্রতি খেয়াল যায়।”<sup>(৫)</sup>

### ﴿৬৪﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

#### ক্ষমা হয়ে গেছে:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা আবু সোলায়মান দারানী

(১) প্রাণ্ডজ

(২) প্রাণ্ডজ

(৩) প্রাণ্ডজ

(৪) প্রাণ্ডজ

(৫) প্রাণ্ডজ

(তাবাকাতুস সুফিয়াতি লিস সুলামী, আত তাবাকাতুল উলা, আবু সোলায়মান আদ দারানী, ৭৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৯)

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু সুফিয়ায়ে কিরামগণের رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام ইঙ্গিতগুলোর চেয়ে বড় কোন বস্তু আমার জন্য ক্ষতিকর হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি।”<sup>(৯)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

## ﴿৪৬﴾ হযরত সাযিদ্দাতুনা যোবায়দা বিনতে জাফর বিন মনছুর হাশেমিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এরসমসাময়িক যুগের সর্বজন পরিচিত একজন অত্যন্ত সতী-সাদ্বী রমনী ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আমীনের আম্মাজান। নাম ‘আমাতুল আযীয’। কিন্তু যোবায়দা নামেই তিনি অত্যধিক প্রসিদ্ধ। ১৬৫ হিজরি সনে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন খুবই ধনশালী মহিলা। আইনু যোবায়দা’ (তথা যোবায়দার ঝর্না) ছাড়াও আরো অনেক জনসেবা মূলক কাজের জন্য বিশ্বের সবার কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ইবনে তুগরী বদী তাঁর প্রশংসা করে বলেন: “হযরত সাযিদ্দাতুনা যোবায়দা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا সমসাময়িক যুগের রমনীদের মধ্যে দ্বীন, বংশ, দৈহিক সৌন্দর্য, সৎ চরিত্র এবং জনসেবা মূলক কাজের একজন মহতী রমনী ছিলেন।”

ইবনে জুবাইর হজ্জের রাস্তার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: এসব হাওজ, দীঘি, কূপ, ঝরণা-যেগুলো বাগদাদ থেকে পবিত্র মক্কা নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, এগুলোর সবই হযরত সাযিদ্দাতুনা যোবায়দা বিনতে জাফর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এর নির্মিত। সারা জীবন তিনি এই ধরণের নেক কাজগুলোই করে গেছেন। এই

<sup>(৯)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু কয়াল কওম, ৪২২ পৃষ্ঠা)

রাস্তাটিতে তিনি এমন অনেক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথা আবশ্যিক জীবনোপকরণ উপহার দিয়ে গেছেন যেগুলো দ্বারা তাঁর ওফাতের পর হতে আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসর হাজারীরা তাঁদের প্রয়োজন মিটাচ্ছেন। তাঁর এসব অবদান যদি না থাকতো, তাহলে এই রাস্তাগুলো কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো! ২১৬ হিজরি মোতাবেক ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন।<sup>(১)</sup>

### ﴿৬৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**ভাল নিয়্যতের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হলো:**

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়্যাদাতুনা যোবায়দা বিনতে জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: “مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বলেছিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “মক্কার রাস্তাগুলোতে অধিক সম্পদ ব্যয় করার কারণে?” বললেন: “না। সেগুলোর প্রতিদান তো মালিকরাই পেয়েছে। আর আমাকে আমার ভাল নিয়্যতের জন্যই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।”<sup>(২)</sup>

**ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “মানুষ কিছুদিনের আমলের কারণে নয়; বরং ভাল নিয়্যতের কারণেই জান্নাত লাভ করবে।”<sup>(৩)</sup> হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।”<sup>(৪)</sup> প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল নিয়্যত যতই বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশিই পাওয়া যাবে। ভাল নিয়্যত

(১) (আল আলামু লিয় যারকালী, যোবায়দা বিনতে জাফর, ৩য় খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

(২) (আর রিসালাতুল কুশাইরী, বাবু রুয়াল কওম, ৪২২ পৃষ্ঠা)

(৩) (কীমিয়ায়ে সাআদত, ২য় খন্ড, ৮৬১ পৃষ্ঠা)

(৪) (আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

ব্যতীত কোন ভাল আমলেরই সাওয়াব পাওয়া যায় না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “**أَنْتُمْ الْأَعْمَالُ بِالْأَعْمَالِ وَإِنَّمَا الْإِمْرُؤُ مَأْتَى**” **অনুবাদ:** প্রত্যেক যে কোন আমল (এর সাওয়াব) তার নিয়তেরই উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্য সেটিই রয়েছে সে যেটির নিয়ত করেছে।”<sup>৫)</sup>

ভাল ভাল নিয়তের পথ প্রদর্শনের জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আভার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী **رَحْمَةُ بَرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ** এর সুনাতের ভরা বয়ান ‘নিয়ত কা ফল’ এবং বিভিন্ন আমলের নিয়ত সম্পর্কিত প্রচারিত কার্ড ও হ্যান্ডবিল মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করুন।

## ﴿৬৬﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

**আযানকে সম্মান করার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো:**

বর্ণিত আছে; একজন নেককার ব্যক্তি হযরত সাযিদ্দাতুনা যোবায়দা **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا** কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” নেককার লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন: “যেই কূপ গুলো আপনি পবিত্র হেরমাইন শরীফাইনের মাঝখানে তৈরি করেছেন সেগুলোর জন্যই কি আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে?” বললেন: “না সেগুলো তো লুণ্ঠন করা সম্পদ দিয়ে বানানো হয়েছিলো। আর এর সাওয়াব সেগুলোর মালিকরা পেয়ে গেছে।” জিজ্ঞাসা করলাম: তবে কি কারণে আপনার ক্ষমা হয়ে গেলো?” বললেন: একদিন আমি ও আমার বান্ধবীরা মিলে আনন্দঘন পরিবেশে ছিলাম। এমন সময় আযান শুরু হলো। মুয়াজ্জিন যেইমাত্র **اللَّهُمَّ** বললেন: আমি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের সম্মান ও মহত্বের কারণে তাদেরকে নিশ্চুপ করে দিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত

<sup>৫)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবু বদইল ওয়াহী, ১ম খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

মুয়াজ্জিনের আযান শেষ না হয়। ব্যস! যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছে।<sup>(১)</sup> সেই কারণেই আল্লাহ পাক আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন।<sup>(২)</sup>

## ﴿৬৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### চারটি দোয়ার কলেমা:

হযরত সায়িদাতুলনা যোবায়দা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا কে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: এই চারটির দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন:

(১)... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفْرِي بِهَا عُمْرِي... আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নাই— এই কথাতেই আমি জীবন শেষ করবো। (২)... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْخُلُ بِهَا قَبْرِي... আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নাই— এই কথাতেই আমাকে কবরে রাখা হবে। (৩)... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَخْلُو بِهَا وَحْدِي... আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নাই— এই কলেমার উপরই আমি একাকীত্ব অবলম্বন করবো। (৪)... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْتَعِي بِهَا رَبِّي... আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নাই— এই কলেমার উপরই আমি আমার মহান প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবো।<sup>(৩)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। (أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ))

<sup>(১)</sup> (দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত”র প্রথম খন্ড তৃতীয় অংশের ৪৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যখন আযান হবে, তখন সালাম, কথাবার্তা, সালামের জবাব, যে কোন কাজ বন্ধ রাখবে। এমনকি কুরআন তিলাওয়াতের সময় যদি আযানের শব্দ কানে আসে, তাহলে তিলাওয়াত বন্ধ করে দেবে এবং মনোযোগ দিয়ে আযান শুনবে এবং আযানের জবাব দেবে। ইকামতেও অনুরূপ। (আদ দুররুল মুখতার। কিতাবুস সালাত। বাবুল আযান, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা) যেই ব্যক্তি আযানের সময় কথাবার্তা ব্যস্ত থাকে, (আল্লাহর পানাহ!) সেই ব্যক্তির ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণের সম্ভাবনা রয়েছে। আযান ও ইকামতের জবাব দেবার নিয়ম ও ফযীলত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা ‘ফয়যানে আযান’ অধ্যয়ন করে নিন।

<sup>(২)</sup> (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (ইহুইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবু যিকরিল মওত, বয়ানু মানামাতিল মাশায়িখ, ৫ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

## ﴿৪৬﴾ হযরত সায্যিদুনা ফাতাহ বিন সাঈদ মাওছেলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আসল নাম ফাতাহ বিন সাঈদ মাওছেলী। উপনাম আবু নহর। তিনি ছিলেন দুনিয়া-বিমুখ ব্যক্তিত্ব, অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণ এবং আরবের একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি। বর্ণিত আছে, একবার তাঁর মাথা ব্যথা হলে তাতে খুশি হয়ে বলেছিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে এমন একটি রোগ দিলেন, যেটি তিনি তাঁর নবীদেরকে ও দিয়েছিলেন। এখন এটির শোকরিয়া স্বরূপ ৪০০ রাকাত নফল নামায পড়বো।” ২২০ হিজরিতে তিনি ইস্তিকাল করেন।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

\* যেই ব্যক্তি সর্বদা নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখে, সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক প্রাপ্ত হয়। যেই ব্যক্তি নিজের চাহিদার উপর আল্লাহ পাককে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ পাক তার অন্তরে আপন ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাককে পেতে চায়, আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে দূরে সরে থাকে, আল্লাহ পাকের হকগুলোর প্রতি যত্নবান থাকে, একা অবস্থায় তাঁকে ভয় করে, সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের সন্তোকে চোখের সামনে রাখার তাওফিক প্রদান করা হয়।<sup>(২)</sup>

## ﴿৬৮﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### রক্তের অশ্রু:

হযরত সায্যিদুনা ফাতাহ মাওছেলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর এক ভক্ত তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে এভাবে কান্না করতে দেখলেন যে, অশ্রুর সাথে হলদে রং প্রকাশ পাচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার চোখ থেকে কি রক্তের অশ্রু বের হচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন: “হ্যাঁ। সে আবারো

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, ফাতাহ আল মাওছেলী, ৯ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৬৯৭)

<sup>(২)</sup> (ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, ফাতাহ বিন সাঈদ, আল জ্বয়উর রাবি, ২য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭২৪)

জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কান্না করছেন কেন? উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক যেগুলো আমার উপর আবশ্যিক করে দিয়েছেন সেগুলো যথাযথ পালন না করতে পারার কারণে।” পরে তাঁর ইত্তিকালের পর সেই ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ اর্থاً আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: “তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার অশ্রু কী হলো?” তখন তিনি উত্তরে বললেন: সেই অশ্রু কারণে আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন: “হে ফাতাহ! তুমি কী কারণে কান্না করতে?” আমি বললাম: “তুমি আমার উপর যেসব বিষয় অপরিহার্য করে দিয়েছিলে সেগুলো যথাযথ পালন না করতে পারার কারণেই কান্না করতাম।” আবার জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি রক্তের অশ্রু কেন ঝরাতো?” তখন আমি বললাম: “এই ভয়ে যে, তুমি যেন আমার জন্য তাওবার দরজাই বন্ধ করে না দাও। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: “হে ফাতাহ! এই (কান্না দ্বারা) তোমার মূল উদ্দেশ্য কী ছিলো? আমার সম্মান ও মহত্বের কসম! ৪০ বৎসর যাবৎ তোমার হিফাযতকারী ফেরেশতারা আসমানে আসতো। অথচ তোমার আমলনামায় একটি গুনাহও থাকতো না।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

﴿৪৭﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু ফাইয়ায যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সায়্যিদুনা আবু ফাইয়ায ছাওবান বিন ইবরাহীম যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ ইবাদতপরায়ণ, মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। ফাসাহাত ও হিকমতের অধিকারী এবং শায়ের (কবি)ও ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক যুগে

<sup>(১)</sup> (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, মুকাদ্দামাতুল মুয়াল্লিফ, ১ম খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)

তাকওয়া-পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইবনুল জাল্লা বলেন: “আমি ৬০০ জন শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু চারজনের ন্যায় অন্য কাউকেই পাইনি। সেই চারজনের মধ্যে হযরত সাযিয়দুনা যুননূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَ একজন।” ২৪৫ হিজরি মোতাবেক ৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জীযাহ্ নামক স্থানে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* সঠিক পথে থাকার নিদর্শন তিনটি: ১) মুসিবতের সময় اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ পাঠ করা, ২) নিয়ামতের সময় তাওবা করা এবং ৩) রাগের সময় সদাচরণ করা।
- \* আল্লাহ পাকের সাথে ভালবাসা পোষণ করার নিদর্শন তিনটি: ১) একা অবস্থায় স্বাদ অনুভব করা, ২) মানুষজনের সংস্পর্শকে ভয় ও আশংকা মনে করা এবং ৩) একা থাকা ভাল মনে করা।
- \* আল্লাহ পাকের প্রতি মনোযোগী থাকার নিদর্শন তিনটি: ১) সবকিছু থেকে দূরে সরে গিয়ে আল্লাহ পাকের সাথে একনিষ্ঠ হয়ে থাকা, ২) সবকিছু আল্লাহ পাকের কাছেই চাওয়া এবং ৩) সদা-সর্বদা তাঁকেই ভালবাসা।<sup>(২)</sup>

## ﴿৬৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন:

হযরত সাযিয়দুনা যুননূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: “مَا كُنَّا اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “দুনিয়ায় আমি আল্লাহ পাকের কাছে তিনটি বস্তু

<sup>(১)</sup> (আলামু লিয় যারকালী, যুন নূন মিসরী, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। তারিখে দামেশক, যুন নূন মিসরী বিন ইবরাহীম, ১৭তম খন্ড, ৪০১-৪০৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২১১১)

<sup>(২)</sup> (তারিখে দামেশক, যুন নূন বিন ইবরাহীম, ১৭তম খন্ড, ৪১৪-৪১৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২১১১)



প্রার্থনা করতাম। তিনি আমাকে সেগুলোর কিছু দান করেছেন। আশা করি বাকিগুলোও দান করবেন। আমি প্রার্থনা করতাম: (১) রিদওয়ানের (অর্থাৎ জান্নাতের দারোয়ান ফেরেশতার) নিকট যেই দশটি বস্তু রয়েছে সেগুলো হতে তিনি যেন আমাকে একটি বস্তু দান করেন এবং নিজেই যেন তা দান করেন। (২) মালেকের (অর্থাৎ দোযখের ফেরেশতার) হাতে যেই আযাব রয়েছে তার চেয়ে যেন দশগুণ বেশি আযাব দেন। তবে নিজেই যেন তা হাতেই দেন। (৩) আমাকে যেন সদা-সর্বদা তাঁর যিকির করার তাওফিক দান করেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

## ﴿৪৮﴾ হযরত সাযিয়্যুনা বিশর বিন হারেছ হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সাযিয়্যুনা বিশর বিন হারেছ বিন আবদুর রহমান বিন আতা আল মারওয়ায়ী আল বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপনাম আবু নছর। সবার কাছে তিনি ‘হাফী’ উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তাঁকে সালিহ আউলিয়াদের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام মধ্যে গণ্য করা হয়, হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। ‘মার’ নামক স্থানে ১৫২ হিজরি সনে তাঁর জন্ম এবং ২২৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে শুক্রবার বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। একবার খলীফা মামুনুর রশীদ বলেছিলেন: “এই অঞ্চলে হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ বিশর বিন হারেছ হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নেই যাকে লজ্জা করা যায়।”<sup>(২)</sup>

উক্তি সমূহ:

\* যেই ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে ইবাদতের স্বাদ পায় না।

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, বাবু কয়্যাল কওম, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয় যাহাবী, বিশর বিন হারেছ, ৯ম খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৬৯১। তারিখে মদীনা দামেশক, বিশর ইবনুল হারেছ, ১০ম খন্ড, ১৮৯, ২২১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮৮১)

- \* তুমি এই উদ্দেশ্যে ইবাদত করিও না যে, সবার কাছে তোমার আলোচনা হবে। তোমার নেক আমলগুলো এমনভাবে গোপন রাখিও, যেভাবে তোমার দোষ-ত্রুটিগুলো গোপন রাখো।<sup>(১)</sup>

## ﴿৭০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### শিম খাওয়ার আকাংখা:

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে: কয়েক বছর ধরে তাঁর শিম খাওয়ার আকাংখা জেগেছিলো। কিন্তু তিনি তা খাননি। ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বলেছেন: হে না খেয়ে থাকা বান্দা! খাও। হে পান না করে থাকা বান্দা! পান করো।”<sup>(২)</sup>

## ﴿৭১﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### জানাযার সাথে যাওয়া লোকদের ক্ষমা

আবুল আব্বাস কুরাশী বলেন: হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের কিছুদিন পর আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু নছর তাম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কাছে গেলাম। তাঁকে শান্তনা দিলাম। তিনি আমাকে বললেন: আমি গতরাতে বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে ভাল অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: بِمَا صَنَعْتَ بِكَ رَبُّكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন: “আমার রবের প্রতি আমার লজ্জা বোধ সৃষ্টি হলো, তিনি আমাকে অত্যধিক সাওয়াব দান করেছেন। তিনি আরো যা দিয়েছেন তাহলো আমার জানাযার সাথে যারা গমন করেছিল সবাইকেই তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(৩)</sup>

(১) (সিয়রে আলামুন নিবলা লিখ যাহাবী, বিশর ইবনুল হারেছ, ৯ম খন্ড, ১৭২, ১৭৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৬৯১)

(২) (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবু নছর বিশর আল হাফী, ৩২ পৃষ্ঠা)

(৩) (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩০২)

## ﴿৭২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

কখনো হক আদায় করতে পারতে না:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারফ ইমাম আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে তিনি বলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বলেছেন: “হে বিশর! তুমি যদি (পাথরের) উপরও আমাকে সিজদা করতে, তবু সেই স্থান ও মর্যাদার হক আদায় করতে পারতে না যা আমি আমার বান্দাদের অন্তরে তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি।”<sup>(১)</sup>

## ﴿৭৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আল্লাহর প্রিয়ভাজন:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: আমি আল্লাহ পাকের দীদার করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন: “হে বিশর! তোমাকে মারহাবা! যেই দিন আমি তোমাকে ওফাত দিয়েছি, সেই দিন সারা দুনিয়ায় তোমার চেয়ে প্রিয় কোন বান্দা আমার ছিলো না।”<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, বাবু মা রাওয়া মিনাশ শি'রি ফিল মানাম, ৩য় খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৭৮)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু কয়াল কওম, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

## ﴿৭৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

জান্নাতী নেয়ামত সমূহের দস্তুরখানা:

হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম হারবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি মসজিদে রুছাফা থেকে বাইরে বের হচ্ছিলেন। তাঁর চাদরে কোন জিনিস নড়াচড়া করছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে ইজ্জত ও সম্মান দিয়েছেন।” আবার জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার আঁচলে কী?” উত্তর দিলেন: “গত রাতে হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর রুহুটি আমাদের নিকট তাশরিফ এনেছিল। তার উপর মণি-মুক্তা ও ইয়াকুতের বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছিলো। এটি সেই মুক্তা যা আমি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম।” জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহিয়া বিন মুঈন এবং হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا এর সাথে কীরূপ আচরণ করা হলো?” উত্তর দিলেন: “আমি যখন তাঁদের দুইজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন তাঁরা আল্লাহ পাকের দীদার করছিলেন। আর তাঁদের জন্য জান্নাতী নেয়ামত সমূহের দস্তুরখানা বিছানো হয়েছিলো”।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “তাঁদের সাথে আপনিও কেন জান্নাতী নেয়ামত সমূহ খেলেন না?” উত্তর দিলেন: “আমার সামনে তখন সেই নেয়ামত সমূহের কোন গুরুত্বই ছিলো না। কারণ, তখন তো আমি স্বয়ং আল্লাহ পাকের দীদারেই মগ্ন ছিলাম।”<sup>(৫)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

<sup>(৫)</sup> (ওয়াকিয়াতুল আ'য়ান, ইবনে হাম্বল, ১ম খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২০)

## ﴿৪৯﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবু নছর আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয তাম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তাঁর পূর্ণ নাম আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ। উপনাম আবু নাছর। আবু হাতেম বলেন: “তিনি একজন আবদাল ছিলেন।” ইবনে সাআদ বলেন: বর্ণিত আছে, আবু মুসলিমের হত্যার ছয় মাস পরে তাঁর জন্ম হয়। পরে বাগদাদে এসে খেজুরের ব্যবসা করেন। (সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে তাম্মার বলা হয়। কারণ, আরবি তাম্মার শব্দটির বাংলা অর্থ খেজুর বিক্রেতা)। তিনি উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য রাবী, মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। ২২৮ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(১)</sup>

## ﴿৭৫﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### ধৈর্য ও অজাবের প্রতিদান:

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করছেন: হযরত সাযিয়্যুনা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আবিল ওয়ার্দ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে হযরত সাযিয়্যুনা বিশর বিন হারেছ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর মুয়াজ্জিন বলেছেন: হযরত সাযিয়্যুনা বিশর বিন হারেছ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। “আমি আরয করলাম: হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে কীরূপ আচরণ করা হলো?” বললেন: “আল্লাহ পাক তাঁকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সাযিয়্যুনা আবু নছর তাম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সাথে কী হলো?” উত্তর দিলেন: “তিনি আ’লা ইল্লিয়্যানে (উচ্চ স্থানে) অর্থাৎ বেহেশতে রয়েছে।” আমি জিজ্ঞাসা

<sup>(১)</sup> (তাহযীবুত তাহযীব, আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয, ৫ম খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৩১৮)

করলাম: “তিনি এই মর্যাদা কীভাবে অর্জন করলেন, যা আপনারা উভয়ে অর্জন করতে পারেননি?” বললেন: “তঁার ছোট কন্যা সন্তানদের আচরণে ধৈর্যধারণ এবং নিজের অভাব অনটনের কারণে।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তঁার উপর বর্ষিত হোক এবং তঁার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿৫০﴾ হযরত সায্যিদুনা আবু আলী হাসান বিন ঈসা নিশাপুরী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ*

**জীবনী:**

হযরত সায্যিদুনা আবু আলী হাসান বিন ঈসা বিন মাসার্জিস নিশাপুরী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* একজন অনেক বড় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তিনি ভিনদেশে সফর করেন এবং সম্মানীত মাশায়খদের সাথে তিনি সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

তঁার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি কিছুটা এই রকম: একবার হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* তঁার গলিতে তশরিফ আনলেন। ইবনে মোবারক *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* যখন মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তিনি বাহনে করে তঁার পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর যুবক ছিলেন। হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* লোকজন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: “উনি কে?” উত্তরে সবাই বললেন: “উনি একজন খ্রিষ্টান লোক।” তিনি সাথে সাথে তঁার জন্য দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! এই লোকটিকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফিক দান করো।” তঁার দোয়ার কবুলিয়ত সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেলো। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (সিয়ারে আলামুন নিবলা, আবু নাছর আত তাম্মার (আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয), ৯ম খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৭৩৭)

<sup>(২)</sup> (তারিখে বাগদাদ, আল হাসান বিন ঈসা, ৭ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৮৭৩)

দোয়ায়ে অলী মেন্নে ইয়ে তাহীর দেখি, বদলতি হাজারো কি তকদীর দেখি।

## ﴿৭৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

জানাযায় অংশগ্রহণ কারীদের ক্ষমা:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুআম্মাল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু ইয়াহিয়া বাযযায় رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু রযা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে বললেন: আমিও সেসব লোকদের একজন যারা হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন ঈসা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সাথে তাঁর ইত্তিকালর বৎসর হজ্জ করেছিলাম। আমি আমার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমি স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি সেই সব লোকদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন যারা আমার জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আমি বললাম: “আমার উট পালিয়ে যাবার ভয়ে আমি তো আপনার জানাযায় অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। বললেন: “দুশ্চিন্তা করবেন না, তাদেরকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে যারা আমার জন্য রহমতের দোয়া করেছেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الْأَمِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নেককার বুয়ুর্গদের জানাযার নামাযে উপস্থিত থাকা কেমন সৌভাগ্যের বিষয়। সুযোগ হলেই বরং

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল হাসান বিন ঈসা, ১০ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৯৭১)

সুযোগ সৃষ্টি করেই মুসলমানদের জানাযায় অংশ গ্রহণ করা উচিত। এভাবে হয়তো কোন নেককার বান্দার জানাযায় অংশ গ্রহণ করার কারণে আমাদের ক্ষমা হয়ে যেতে পারে। মহান দয়াময় আল্লাহর দয়ার উপর কুরবান! যখনই তিনি কোন মৃত ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ করে দেন তখন তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণ করা লোকদের ও ক্ষমা করে দেন। যেমন হযরত সাযিদ্দুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মুমিনের জন্য তার মৃত্যুর পরপরই সর্বপ্রথম এই প্রতিদান রয়েছে যে, তার জানাযায় অংশ গ্রহণকারী সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”<sup>(১)</sup>

## ﴿৫১﴾ হযরত সাযিদ্দুনা আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া

বিন মাদিন رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ এর আসল নাম ইয়াহিয়া বিন মাদিন বিন আরণ বিন যিয়াদ এবং উপনাম আবু যাকারিয়া। ১৫৮ হিজরি মোতাবেক ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আনবারের নিকটবর্তী নিকিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তাঁর জন্য প্রচুর ধন- সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। সেগুলো তিনি হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে ব্যয় করে দেন।<sup>(২)</sup> তিনি হযরত সাযিদ্দুনা আবদুস সালাম বিন হারব, হযরত সাযিদ্দুনা আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক, হযরত সাযিদ্দুনা হাফছ বিন গিয়াছ, হযরত সাযিদ্দুনা আবদুর রাজ্জাক, হযরত সাযিদ্দুনা ইবনে ওইয়াইনা, হযরত সাযিদ্দুনা ওয়াকী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ প্রমুখ হতে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। আর তাঁর কাছ থেকে ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ প্রমুখ হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।<sup>(৩)</sup> তিনি রেওয়াজতের পর্যালোচনায় অত্যন্ত পারদর্শী

(১) শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৭ম খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৫৮)

(২) তারিখে বাগদাদ, নম্বর: ৭৪৮৪, ইয়াহিয়া বিন মাদিন বিন আরণ, ১৪তম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

(৩) তাহযীবুত তাহযীব, ইয়াহিয়া বিন মাদিন, ৯ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৯৩০)



ছিলেন এবং রাবীগণের অবস্থা সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখতেন। অধিক জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে তিনি ছিলেন নিজের উদাহরণ নিজেই।<sup>(১)</sup> ইমাম আবু দাউদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মাঈন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আসমায়ে রিজালের আলিম।” হযরত সায্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “যেই হাদীসটি হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মাঈন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ জানেন না, সেটি হাদীসই নয়।”<sup>(২)</sup>

### ওফাত:

হযরত সায্যিদুনা ইমাম বোখারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মাঈন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ২৩৩ হিজরির জিলকদ মাসে ইস্তিকাল করেন। যেই খাটে হুযুর পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে গোসল দেওয়া হয়েছিলো সেই খাটেই তাঁকে গোসল দেওয়া হয়েছে।<sup>(৩)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত একটি হাদীস শরীফকে ত্রিশটি সনদে না লিখে নিই (ততক্ষণ পর্যন্ত) সেটি বুঝতাম না।<sup>(৪)</sup>
- \* হাদীস শরীফের সর্বপ্রথম বরকত হলো আল্লাহ পাকের বান্দাদের উপকার সাধিত হওয়া।<sup>(৫)</sup>

## ﴿৭৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### ৩০০ হুরের সাথে বিবাহ:

হুবাইশ বিন মুবাশ্শির বলেন: আমি হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মাঈন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ

(১) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, ১৭২ পৃষ্ঠা)

(২) তাহযীবুত তাহযীব, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, ৯ম খন্ড, ২৯৯, ৩০২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৯৩০)

(৩) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

(৪) তাহযীবুত তাহযীব, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, ৯ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৯৩০)

(৫) তারিখে মদীনা দামেশক, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, ৬৫তম খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮২১৪)

পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে অনেক কিছু দান করা হয়েছে, আমাকে ৩০০ হুরের সাথে বিবাহ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আমাকে দুইবার তাঁর নিকট হাজিরী দেবার তাওফিক দান করেছেন।”<sup>(৫)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।)

## ﴿৫২﴾ হযরত সায্যিদুনা সোলায়মান বসরী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**

জীবনী:

তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর নাম সোলায়মান বিন দাউদ বিন বিশর মিনকারী বসরী শায়কুনী। তিনি ছিলেন দ্বীনের বড় আলিম, হাফেযুল হাদীস এবং পরিপূর্ণতা সম্পন্ন ব্যক্তি। ২৩৬ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয়।

## ﴿৭৮﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

কিতাব সমূহকে সন্মান করার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো:

হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বর্ণনা করেন: “হযরত সায্যিদুনা ইসমাঈল বিন ফযল **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: আমি হযরত সায্যিদুনা ইবনে শায়কুনী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَكَّرَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” আমি আরয করলাম: “কী কারণে?” বললেন: একবার আমি আসপাহান যাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। আমার কাছে অনেক কিতাব ছিলো। বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য কোন ছাদ ইত্যাদি ছিলো না।

<sup>(৫)</sup> (তাহযীবুত তাহযীব, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, ৯ম খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৯৩০)

তাই বুকো আমার শরীর দিয়েই কিতাবগুলো ঢেকে রেখেছিলাম। এমন অবস্থায় সকাল হয়ে গেলো। ব্যস! এই আমলটিই (অর্থাৎ কিতাবকে সম্মান করা) আমার ক্ষমা কারণ হলো।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينٌ بِجَأْرِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: *لَا دِينَ لِمَنْ لَا آدَبَ لَهُ* অর্থাৎ- যার আদব নেই, তার কোন দ্বীন নেই।<sup>(২)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ‘আদব সম্পন্ন ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে’- কথটির উপর আমল করে নিজের কিতাবাদি, খাতা-পত্র এবং কলম ইত্যাদির সম্মান করা উচিত। এগুলো উঁচু জায়গায় রাখুন। অধ্যয়ন করার সময় এগুলোর সম্মান যথাযথ বজায় রাখুন। কিতাব ইত্যাদি যদি ভাঁজ করে রাখতে হয়, তাহলে এভাবে রাখা উচিত; প্রথমে কুরআন শরীফ, তার নিচে তাফসীরের কিতাব, তারও নিচে হাদীসের কিতাব, তারপর ফিকাহ্‌র কিতাব, এর নিচে নাহ্‌ ছরফের অন্যান্য কিতাব ইত্যাদি রাখুন। কিতাবাদির উপর বিনা প্রয়োজনে অন্য কোন জিনিস যেমন পাথর কিংবা মোবাইল ইত্যাদি রাখবেন না।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইমাম হুলওয়ানী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: “একমাত্র আদব ও সম্মান করার কারণেই আমি ইলমের ভান্ডার অর্জন করেছি। আমি কখনো অযু না থাকা অবস্থায় কাগজে হাত লাগাইনি।<sup>(৩)</sup>

(১) (সিয়রে আলামুন নিবলা, আশ শায়কুনী, ৯ম খন্ড, ৩০৫-৩০৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৮৯)

(২) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮তম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

(৩) (আল বাহরুর রায়িক, কিতাবুত তাহারাতি, বাবুল হায়য, ১ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

## ﴿৫৩﴾ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হেলাল বিন আসাদ শায়বানী। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তিনি ১৬৪ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসের গুরুত্ব দিকে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি বাগদাদেই অর্জন করেন। তারপর অন্যান্য শহরে যাত্রা করেন। তিনি একাধারে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব, অনেক বড় ফকীহ, পরহেজগার, সূনাতের অনুসারী, অটলতার সাথে ইবাদত ও রিয়াযতকারী এবং তাঁর সমসাময়িক যুগে উত্তম ছিলেন। তাঁর কাছে নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একটি চুল মোবারক ছিলো। তিনি সেটিকে কখনো ঠোঁটের উপর নিয়ে চুমু দিতেন, কখনো চোখের উপর রাখতেন, আবার কখনো রোগ-শোকের সময় পানিতে দিয়ে সেই চুল-ধোয়া পানি পান করে আরোগ্য লাভ করতেন। ২৪১ হিজরিতে জুমার দিনে তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ইত্তিকাল হয়। হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর বিন আবি মুসা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে যখন তাঁর পাশে দাফন করা হচ্ছিলো, তখন তাঁর কবরটি খুলে যায়। তখন স্পষ্ট দেখাই গিয়েছিলো যে, তিনি কবর শরীফে কিবলামুখি হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর কাফনও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো ইত্তিকালেরও ২৩০ বৎসর পরে<sup>(১)</sup>।<sup>(২)</sup>

- <sup>(১)</sup> (হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়ায়ে কেরামদের উভয় অবস্থা অর্থাৎ জীবন ও মরণে মূলত কোনই পার্থক্য নেই। তাই বলা হয়, তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন না। বরং এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হন। (মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুস সালাত, বাবুল জুমুআহ, ৩য় খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা) যখন সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কিরামগণের সম্মান এইরূপ, সেইক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের শান কীরূপ হতে পারে! তদুপরি হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দেহ মোবারকের অবস্থাই বা কী বলব! নি:সন্দেহেই তিনি তাঁর পবিত্র নূরানী কবর শরীফে সশরীরে জীবিত আছেন, হাদীস শরীফে রয়েছে: “আল্লাহ পাক আশিয়া কেরামদের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর সকল নবী-রাসূল জীবিতই আছেন। তাঁদেরকে রিযিকও প্রদান করা হয়ে থাকে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ। কিতাবুল জানায়িয। বাবু যিকরি ওয়াফাতিহী ওয়া দাফনিহী, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৩৭)
- <sup>(২)</sup> (তাহযীবুত তাহযীব, আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ৯৭-১০০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০৬। হিলায়াতুল আউলিয়া, নম্বর: ৪৪৩, আল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস- ১৩৬৬৮, ৯ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

## উক্তি সমূহ:

- \* তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমরা কবরস্থানে যাও তখন সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে সেগুলোর সাওয়াব কবরবাসীদের উপর পৌঁছাবে। সাওয়াবগুলো মৃতদের কাছে পৌঁছে থাকে।<sup>(১)</sup>

## মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত আমাদের মৃত ভাইদের জন্য ইছালে-সাওয়াব করতে থাকা। তাদের ব্যাপারে যেন কখনো উদাসীনতা প্রদর্শন না করি। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “কবরে মৃতদের অবস্থা পানিতে ডুবন্ত মানুষের মতো। তারা তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন অথবা বন্ধু-বান্ধবদের দোয়া পাওয়ার জন্য করুণভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। যখনই কারো দোয়া পৌঁছায়, তখন তা তাদের জন্য দুনিয়া ও তাতে যা রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম মনে হয়। আল্লাহ পাক কবরবাসীদেরকে তাদের জীবিতদের পক্ষ হতে হাদিয়া দেওয়া সাওয়াবগুলো পাহাড়ের ন্যায় দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হলো ক্ষমার দোয়া করা।”<sup>(২)</sup>

ইছালে সাওয়াবের নিয়ম ও এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘ফাতিহার পদ্ধতি’ রিসালাটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

## ﴿৭৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### আল্লাহর কালাম কদীম:

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁরই এক সহচর স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি খুবই হাসি-খুশি ভাবে

<sup>(১)</sup> (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু যিকারিল মাওতি, বয়ানু যিয়ারতিল কুবুর, ৫ম খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (শুআবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৯০৫)

হাটাচলা করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “এ কেমন চলা?” বললেন: “এটি হলো দারুস সালাম (জান্নাতে) সেবকদের চলা। জিজ্ঞাসা করলেন: “مَفْعَلُ اللَّهِ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন। স্বর্ণের জুতো পরতে দিয়েছেন। আর বলেছেন: তুমি যে বলতে কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম এবং এটি হলো তার চিরস্থায়ী কিতাব।” আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে: “হে আহমদ! তোমার ইচ্ছা মতো বিচরণ করো।” এরপর আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমি হযরত সায্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে দেখলাম। তাঁর দুইটি সবুজ ডানা রয়েছে। সেগুলো দিয়ে তিনি এক বৃক্ষ থেকে অপর বৃক্ষে বিচরণ করছেন। আর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করছেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاؤَنَا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٩٨﴾

(পারা- ২৪, সূরা- যুযাফ, আয়াত- ৯৪)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আপন প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রতি (সত্যই) পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের কে এ ভূমির অধিকারি করেছেন যেন আমরা জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করি, যেখানেই ইচ্ছা করি। সুতরাং কতই উৎকৃষ্ট পুরস্কার সৎ কর্মপরায়নদের।”) সহচর জিজ্ঞাসা করলেন: “হযরত সায্যিদুনা আবদুল ওয়াহেদ ওয়াররাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর খবর কী?” বললেন: “আমি তাঁকে নূরের সাগরে নূরের নৌকায় চড়ে আল্লাহ পাকের দীদার অর্জন করতে দেখেছিলাম। আর সেই অবস্থাতেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।” জিজ্ঞাসা করলেন: “হযরত সায্যিদুনা বিশর বিন হারেছ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে?” বললেন: “বাহ্! বাহ্! তাঁর মতো কে হতে পারে! আমি তাঁর কাছ থেকে যখন চলে আসছিলাম, তখন তাঁর প্রতি ইরশাদ হচ্ছিল: হে না খেয়ে থাকা বান্দা! এবার ইচ্ছা মতো খাও। হে পান না করে থাকা বান্দা! পান কর। হে দুঃখ-দুর্দশায় জীবন অতিবাহিতকারী বান্দা!

এবার হাসি-খুশি আর পরিতৃপ্ত থাক।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿৫৪﴾ হযরত সাযিয়দুনা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন মুছাফফা বিন বুলুল *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ*

জীবনী:

তিনি *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* হাফেযুল হাদীস, হামছবাসী আলিম এবং অত্যন্ত নেককার বান্দা ছিলেন। জুহফা নামক স্থানে তিনি অসুস্থ হন। আর মিনায় এসে ২৪৬ হিজরিতে ইস্তিকাল করেন।

## ﴿৮০﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

সুন্নাতের অনুসারী:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বর্ণনা করেন; মুহাম্মদ বিন আওফ তায়ী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন মুছাফফা *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* স্বপ্নে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: “হে আবু আবদুল্লাহ্! আপনি না ইস্তিকাল করেছেন? আপনার কী অবস্থা হলো?” বললেন: “ভাল। পাশাপাশি প্রতিদিন দুইবার আল্লাহ পাকের দীদার অর্জন করে থাকি।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু আবদুল্লাহ্! দুনিয়ায় তো আপনি সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। আখিরাতেও কি সুন্নাতের অনুসরণ করেন? তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে থাকেন।<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

<sup>(১)</sup> (রাওযুর রিয়াহীন, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলায়ন নিবলা লিয় যাহাবী, মুহাম্মদ বিন মুছাফফা, ১০ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৯৯২)

## ﴿৫৬﴾ হযরত সাযিদুনা আবু মুহাম্মদ মাহমুদ

বিন খিদাশ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

## জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ছিলেন হাফেযুল হাদীস এবং অন্যতম গ্রহণ যোগ্য রাবী। ১৬০ হিজরিতে তাঁর জন্ম এবং ২৫০ হিজরি সনে ইত্তিকাল করেন।

## ﴿৮১﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

## অনুসরণকারীদের ক্ষমা:

হযরত সাযিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: ইয়াকুব দাওরাকী বলেন: হযরত সাযিদুনা ইবনে খিদাশ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে গোসল দেওয়ানো লোকদের মধ্যে আমিও একজন। আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে এবং আমার সকল অনুসারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” বললাম: “আমিও তো আপনার একজন অনুসারী!” তখন তিনি তাঁর আস্তিন হতে একটি কাগজ বের করলেন। তাতে লেখা ছিলো: “এয়াকুব বিন ইবরাহীম বিন কহীর (অর্থাৎ ইনিও ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন)।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

(১) (সিয়রে আলামুন নিবলা, মাহমুদ বিন খিদাশ, ১০ম খন্ড, ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২০২৭)



## ﴿৫৬﴾ হযরত সাযিদ্‌না আবু মুহাম্মদ ইয়াহিয়া বিন আকছাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

হযরত সাযিদ্‌না ইয়াহিয়া বিন আকছাম বিন মুহাম্মদ বিন কাতান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর উপনাম আবু মুহাম্মদ। খেলাফতে মাহদীর যুগে তাঁর জন্ম হয়। তিনি হযরত সাযিদ্‌না আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, হযরত সাযিদ্‌না সুফিয়ান বিন ওইয়াইনা এবং হযরত সাযিদ্‌না আবদুল আযীয বিন আবি হাযেম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রমুখের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর হযরত সাযিদ্‌না ইমাম তিরমিযী, হযরত সাযিদ্‌না ইমাম বোখারী এবং হযরত সাযিদ্‌না আবু হাতেম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন বসরার কাযী। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর অপারিসীম দক্ষতা ছিলো। তিনি বড় সাহিত্যিক ও উন্নত ভাষী ছিলেন। যে কোন জটিল বিষয়ে তিনি মোকাবেলা করতেন এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। হযরত সাযিদ্‌না ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “কেউ যদি তাঁর রচিত ‘আত তানবীহ্’ কিতাবটি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করে, তাহলে সে তাঁর ইলমের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে।” ২৪২ হিজরি সনের জিলহজ্জ মাসের জুমাবার হজ্জ ব্রত পালন করে দেশে ফেরার পথে ‘রাবযাহ্’ নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* এক ব্যক্তি হযরত সাযিদ্‌না ইয়াহিয়া বিন আকছাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কাছে এসে আরয করলেন: صَلِّحَ اللَّهُ لِقَائِي অর্থাৎ আল্লাহ পাক কাযীর কার্যাবলীকে সঠিক রাখুন। আমার কী পরিমাণ খাবার দরকার? উত্তরে বললেন: ক্ষুধা পেলে খাবে। পেট ভরার আগেই খাওয়া শেষ করে দেবে। লোকটি বললেন: “আমার কী পরিমাণ হাসা দরকার?” বললেন: “এতটুকু যে

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, ইয়াহিয়া বিন আকছাম, ১০ম খণ্ড, ৩৪-৪০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৯৬৬)

তোমার মুখ খুলবে, কিন্তু শব্দ হবে না।” জিজ্ঞাসা করলেন: “কতটুকু কান্না করা দরকার?” বললেন: “আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করতে করতে যেন প্রাণ না চলে যায়।” সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: “আমি আমার আমলগুলো কী পরিমাণ গোপন রাখবো?” বললেন: “তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়।” লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার আমলগুলোর কী পরিমাণ প্রকাশ করবো?” বললেন: “নেকী ও সাওয়াবের কাজে যতটুকু তোমাকে অনুসরণ করে। আর তুমি লোকজনের সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকবে।” লোকটি বললেন: **سُبْحَانَ اللَّهِ!** কী যে মধ্যপন্থী উপদেশ! <sup>(৯)</sup>

## ﴿৮২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**বাহ! এ তো আনন্দের কথা:**

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন আকছাম **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: **(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ)** অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন: “হে বুড়ো! তুমি কি অমুক অমুক কাজগুলো করেছো” তিনি বলেছেন: আল্লাহ পাকই জানেন আমার যে কী পরিমাণ ভয় সৃষ্টি হয়েছিলো। পুনরায় আমি আরয করলাম: “হে আমার মহান রব! হাদীস শরীফের মাধ্যমে তোমার এই ধরণের আস্থার কথা আমাকে বলা হয়নি। ইরশাদ করলেন: “তোমার সামনে আমার ব্যাপারে কী বর্ণনা করা হয়েছিল?” আমি বললাম: আমাকে “হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রাজ্জাক বলেছিলেন; তিনি হযরত সায়্যিদুনা মা’মার থেকে, তিনি হযরত যুহরী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** থেকে, তিনি হযরত সায়্যিদুনা আনাস **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** থেকে এবং তিনি তোমার হাবীব নবীয়ে পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** থেকে বর্ণনা করেন; তিনি হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল **عَلَيْهِ السَّلَام** থেকে বর্ণনা করেন; (অর্থাৎ হে আল্লাহ) তুমি ইরশাদ করেছো: “আমার বান্দাদের ধারণা

<sup>(৯)</sup> (তারিখে বাগদাদ, ইয়াহিয়া বিন আকছাম, ১৪তম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৪৮৯)

যে রূপ আমি সেইরূপ। অতএব, তারা আমার ব্যাপারে যেমন ইচ্ছা ধারণা রাখুক।” আর আমার ধারণা ছিলো তুমি আমাকে আযাব দিবে না। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: জিবরাঈল সত্য বলেছিলো। আমার নবী সত্য বলেছিলেন। আনাস, যুহরী, মা'মার, আব্দুর রাজ্জাকও সত্য বলেছিলো এবং আমিও সত্য বলছি। হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন আকছাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এর পর আমাকে পোশাক পরানো হলো এবং আমার আগে আগে জান্নাতের দিকে গোলাম যাচ্ছে। আমি তখন বললাম: বাহ! এ তো আনন্দের কথা!<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٍ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

## ﴿৫৭﴾ হযরত সায্যিদুনা হারেছ বিন মিসকীন

### উমাবী মালিকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

#### জীবনী:

হযরত সায্যিদুনা আবু আমর হারেছ বিন মিসকীন বিন মুহাম্মদ উমাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সেই যুগের কাষী, মালিকী মাযহাবের বড় আলিম এবং মিসরের মুহাদ্দিস দের মধ্যে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ১৫৪ হিজরি মোতাবেক ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর উভয় পা পঙ্গু ছিলো। তাই তাঁকে পালকীতে করে আনা-নেওয়া করা হতো। আবার কখনো কখনো চতুষ্পদ জন্তুতেও সওয়ার হতেন। আমীর ও সুলতানদের থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতেন। ২৫০ হিজরি মোতাবেক ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহজগত ত্যাগ করেন।<sup>(২)</sup>

হযরত সায্যিদুনা ইমাম নাসায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: “তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য রাবী ছিলেন।” হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন:

(১) ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, বাবু ফযীলতির রজা, ৪র্থ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

(২) আল আলামু লিয় যারকালী, আল হারেছ বিন মিসকীন, ২য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

ইলম, তাকওয়া ও ইবাদতে সবার সেরা হওয়ার পাশাপাশি হক কথা বলার বেলায়ও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। আর ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বিচারক।

### ﴿৮৩﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

#### সুপারিশ কবুল করা হলো:

হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সায্যিদুনা হাসান বিন আবদুল আযীয জারবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন এক গুনাহ্গার ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তর দিলো: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ, হযরত সায্যিদুনা হারেছ বিন মিসকীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাকের দরবারে তিনি আমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তাই আমার পক্ষে তাঁর সুপারিশ কবুল করে নেওয়া হয়।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ﴿৮৮﴾ হযরত সায্যিদুনা ইমাম বুখারী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

#### জীবনী:

তিনি এর আসল নাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরা। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। বোখারার অধিবাসী ছিলেন বলে তিনি বোখারী নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৪ হিজরির ১৩ শাওয়াল জুমার দিন। প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে ২৫৬ হিজরিতে শনিবার রাতে ইত্তিকাল করেন।<sup>(২)</sup> তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। শৈশবে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আন্মাজান আল্লাহ পাকের দরবারে অনেক কান্নাকাটি

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, হারেছ বিন মিসকীন, ১০ম খন্ড, ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৯৭৭)

<sup>(২)</sup> (তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ২য় খন্ড, ৫-৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪২৪)

করেছিলেন। মায়ের দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।<sup>(১)</sup> তিনি হযরত সায্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মাঈন, হযরত সায্যিদুনা মক্কী বিন ইবরাহীম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ প্রমুখ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বোখারী শরীফের প্রতিটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করে নিতেন। তারপর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। একবার তিনি নামায পড়ছিলেন, এমন সময় ভিমরুল এসে তাঁর দেহের সতেরটি স্থানে দংশন করে। কিন্তু তিনি নামায ভঙ্গ করেননি।<sup>(২)</sup> তিনি কথা খুব কমই বলতেন। কারো ধন-সম্পদের প্রতি মোটেও লোভ করতেন না। লোকজনের বিষয়াদিতে নাক গলাতেন না। সর্বদা জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি অনেক বড় ফকীহ, পরহেজগার এবং দুনিয়া-বিমুখ ছিলেন।<sup>(৩)</sup> তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে হতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হলো ‘সহীহ বোখারী’। কিতাবটি তিনি প্রায় ষোল বৎসরে সম্পন্ন করেছিলেন।<sup>(৪)</sup> তাঁর পবিত্র কবরের মাটি থেকে অনেক দিন যাবৎ কঙ্করীর সুগন্ধি বের হয়েছিলো। সবাই সেই মাটি বরকতের জন্য নিয়ে যেতেন।<sup>(৫)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার আশা আল্লাহ পাকের দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হওয়া যে, তিনি আমার কাছ থেকে গীবতের হিসাব নেবেন না। কারণ, আমি জীবনে কখনো কারো গীবত করিনি।<sup>(৬)</sup>
- \* আমি এক লক্ষ সহীহ এবং দুই লক্ষ গাইরে সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি।<sup>(৭)</sup>

(১) তাবাকাতুশ শাফেয়িয়াতিল কুবরা, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ২য় খন্ড, ২১৪-২১৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫০)

(২) তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ২য় খন্ড, ৫, ১৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪২৪)

(৩) সিয়রে আলামুন নিবলা, আবু আবদুল্লাহ আল বোখারী, ১০ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২১৩৬)

(৪) তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ২য় খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪২৪)

(৫) তাবাকাতুশ শাফেয়িয়াতিল কুবরা, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ২য় খন্ড, ২৩৩-২৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫০)

(৬) তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ২য় খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪২৪)

(৭) তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ২য় খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪২৪)

### ﴿৮৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

রাসুলের দরবারে ইমাম বোখারীর জন্য অপেক্ষা:

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল ওয়াহেদ তাওয়াবেসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; আমি স্বপ্নে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার লাভে ধন্য হয়েছি। তিনি সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ সাথে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ানো ছিলেন। আমি দরবারে রিসালতে সালাম আরয করলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন। অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: “আমি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারীর জন্যই অপেক্ষা করছি।” কিছুদিন পর জানতে পারলাম যে, ইমাম বোখারীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইস্তিকাল করেছেন। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, যেই রাতে তাঁর ইস্তিকাল হয়েছিলো, সেই রাতেই আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে স্বপ্নে দেখেছিলাম।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ﴿৫৯﴾ হযরত সাযিয়দুনা ইমাম সাররী সাকাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম সাররী সাকাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম সাররী বিন মুগাল্লিস এবং উপনাম আবু হাসান। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সাযিয়দুনা মারুফ করখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরীদ এবং হযরত সাযিয়দুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মামা ও ওস্তাদ ছিলেন। তিনি সূফীদের ইমাম, ইবাদতপরায়ণ এবং বাগদাদবাসীদের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি নিজের দোকানে পর্দার ব্যবস্থা করে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। ২৫৩ হিজরি সনের পবিত্র রমযান মাসে ফজরের আযানের পর ওফাত হয়। শূনীযিয়ার কবরস্থানে তাঁর নূরানী মাযার শরীফটি বিদ্যমান।

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবু আবদুল্লাহ আল বোখারী, ১০ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২১৩৬)

## উক্তি সমূহ:

- \* সারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হায় আমি পেয়ে যেতাম! যেন সকল মানুষদের দুঃখ-পেরেশানী দূর হয়ে যায়।
- \* সৃষ্টি জগতের কারো থেকে কিছু না চেয়ে দুনিয়া হতে একাকীত্ব গ্রহণ করার নাম হলো যুহদ (দুনিয়া বিমুখতা)।
- \* ওফাতকালে হযরত সাযিয়্যুদুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নসিহত করতে গিয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সৃষ্টি জগতের সাথে থাকা অবস্থায় আল্লাহ পাককে ভুলে যেও না। এই কথা বলেই তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন।<sup>(১)</sup>

## ﴿৮৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

## প্রাদটীকায় নাম লিখা ছিলো:

আবু ওবাইদ বিন হারবোয়াহ্ বলেন: এক ব্যক্তি হযরত সাযিয়্যুদুনা সাররী সাকাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَكَّرَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে এবং আমার জানাযায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলো সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” লোকটি বললেন: “হযুর! আমিও আপনার জানাযায় অংশগ্রহণ করে ছিলাম।” তখন তিনি একটি কাগজ বের করে দেখলেন। কিন্তু সেখানে লোকটির নাম ছিলো না। লোকটি বললেন: “হযুর আমি অবশ্যই উপস্থিত ছিলাম।” তিনি তখন দ্বিতীয়বার দেখলেন। দেখতে পেলেন, তাঁর নামটি কাগজের প্রাদটীকায় লিখা ছিলো।<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

<sup>(১)</sup> (তায়কিরাতুল আউলিয়া, যিকরু সিররী সাকভী, আল জুযউল আউয়াল, ২৪৫-২৫৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, আস সিররী বিন মুগাল্লিস, ২০তম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৪০৬)

## ৬০) হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি এর আসল ও পূর্ণ নাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম কুশাইরী নিশাপুরী এবং উপনাম আবু হোসাইন। হযরত সায্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের বৎসর ২০৪ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ওফাত গ্রহণ করেন ২৬১ হিজরি সনের রজব মাসে নিশাপুরে। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন।

হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ইরাক, হিজায়, সিরিয়া, মিসর এবং বাগদাদ সফর করেন। হযরত সায্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হযরত সায্যিদুনা ইসহাক বিন রাহাওয়াইহ, হযরত সায্যিদুনা কানাবী, হযরত সায্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, হযরত সায্যিদুনা ইসমাঈল বিন আবি ওয়াইস, হযরত সায্যিদুনা দাউদ বিন আমর, হযরত সায্যিদুনা সাঈদ বিন মনছুর, হযরত সায্যিদুনা শায়বান বিন ফারুক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ প্রমুখ হতে তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি অনেকবার বাগদাদে সফর করেন এবং রেওয়াজে বর্ণনা করেন। হযরত সায্যিদুনা ইমাম তিরমিযী, হযরত সায্যিদুনা আহমদ বিন সালামাহ, হযরত সায্যিদুনা ইবরাহীম বিন আবং তালিব, হযরত সায্যিদুনা আবু আমর খাফফাফ, হযরত সায্যিদুনা ইবনে খোযায়মা, হযরত সায্যিদুনা ইবনে ছাইদ, হযরত সায্যিদুনা ইবনে আবি হাতেম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ সহ আরো অনেক মনীষী তাঁর কাছে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।<sup>(১)</sup>

### জ্ঞানের ভান্ডার:

হযরত সায্যিদুনা আবু আমর মুত্তামলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; একবার হযরত সায্যিদুনা ইসহাক বিন মনছুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আমাদের হাদীস লিখাচ্ছিলেন আর ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হাদীস শরীফগুলো নির্বাচন করছিলেন, আমি পূর্ণাঙ্গ

<sup>(১)</sup> (তাহযীবুত তাহযীব, মুসলিম বিন হাজ্জাজ, ৮ম খন্ড, ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৮৯৪। মিরকাহুল মাফাতীহ শরহ মুকাদ্দামাতিল মিশকাত, ১ম খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)



রূপে লিখতে চাচ্ছিলাম, এমন সময় হযরত সাযিয়দুনা ইসহাক বিন মনছুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হঠাৎ করে ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ দিকে তাকিয়ে বললেন: “যতদিন আল্লাহ পাক আপনাকে জীবিত রাখবেন, ততদিন আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবো না।” হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ একজন আলিম এবং জ্ঞানের ভান্ডার। আমি তাঁর মধ্যে কেবল কল্যাণ ব্যতীত কিছুই দেখিনি। হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আবি হাতিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস শরীফ লিখেছি। তিনি হুফফায়দের মধ্যে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং হাদীস শাস্ত্রে অত্যধিক জ্ঞান রাখেন।<sup>(১)</sup>

### ওস্তাদের প্রতি সম্মান:

একবার হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বোখারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কাছে উপস্থিত হন। তাঁর দুই চোখের মাঝখানে চুমু দিলেন। আর বললেন: “হে ওস্তাদদের ওস্তাদ! হে মুহাদ্দিসদের সরদার! হে ইলাল হাদীসের ডাক্তার! আমাকে সুযোগ দিন, আমি আপনার পদযুগলেও চুমু দেব।”<sup>(২)</sup>

### ওফাত:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে আলোচনা সভায় একটি হাদীস সম্বন্ধে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো। সেই মুহূর্তে তিনি হাদীসটি চিনতে পারেননি। ঘরে চলে গেলেন। তখন তাঁর সামনে খেজুরের টুকরি পেশ করা হলো। তিনি একদিকে হাদীসটি খুঁজছিলেন, অন্যদিকে খেজুর খাচ্ছিলেন, হাদীস না পাওয়া পর্যন্ত তিনি টুকরির সব খেজুরই খেয়ে শেষ করে ফেললেন। সুতরাং বেশি পরিমাণে খেজুর খাওয়াটাই তাঁর ওফাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।”<sup>(৩)</sup>

(১) তাহযীবুত তাহযীব, মুসলিম বিন হাজ্জাজ, ৮ম খন্ড, ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৮৯৪

(২) তাবাকাতুল হানাবিলাতি লি ইবনি আবি ইয়াল্লা, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, ১ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৮৭)

(৩) তাহযীবুত তাহযীব, মুসলিম বিন হাজ্জাজ, ৮ম খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৮৯৪

## ﴿৮৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

জান্নাত বৈধ ঘোষণা দিলেন:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হাতেম রাযী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; আমি ইমাম মুসলিমকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর বললেন: “আল্লাহ পাক আমার জন্য জান্নাত বৈধ করে দিয়েছেন, যেখানে আমার খুশি সেখানেই থাকি।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

### ﴿৬১﴾ হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল বিন বুলবুল শায়বানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ জীবনী:

হযরত সায়্যিদুনা আবু ছাকার ইসমাইল বিন বুলবুল শায়বানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ২৩০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ২৬৫ হিজরিতে তিনি হাসান বিন মাখলাদের পরে মুতামিদ বিল্লাহর মন্ত্রী পদে নিয়োজিত হন। মুয়াফফাক বিল্লাহও তাঁকে আপন মন্ত্রীর পদ দান করেছিলেন। পরিস্থিতি সম্বন্ধে উপযোগী জ্ঞান, বিশেষ করে সুষ্ঠু-সুচারু রূপে রাষ্ট্র পরিচালনা, সমসাময়িক বাদশার কাজকর্মগুলো উত্তমরূপে আঞ্জাম দেওয়া ইত্যাদি দায়িত্বে তাঁর উপমা তিনি নিজেই। অত্যধিক সৌর্য-বীর্ষের অধিকারী ও অসম সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। দুনিয়াবী ধন-সম্পদ তাঁর দৃষ্টিতে মূল্যহীন ছিলো। সকল ব্যাপারে তিনি আখিরাতকেই প্রাধান্য দিতেন। অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান এবং স্বল্পভাষী ছিলেন। যদি কোন অপরাধীকে হত্যার শাস্তি দিতেন তবে তার সাথেও সদাচরণ বজায় রাখতেন।

বর্ণিত আছে; একবার খাদেম কালিতে কলম ডুবিয়ে তাঁকে দেবার সময় অসাবধানতা বশত কয়েক ফোঁটা কালি তাঁর মূল্যবান জুব্বায় পড়েছিলো এবং সেটা দাগ হয়ে গেলো। খাদেম ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করলো (জানি না এখন কি

<sup>(১)</sup> (বুতানুল মুহাদ্দিসীন, ২৮১ পৃষ্ঠা)

শাস্তি দেওয়া হয়)। কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বললেন: ভয় করো না। তারপর এই কবিতার পংক্তিমালা পাঠ করলেন:

إِذَا مَا أَلْسِنُكَ طَيْبٌ رِيحِ قَوْمٍ كَفَانِي ذَاكَ رَائِحَةُ الْمَدَائِدِ  
فَمَا شَيْءٌ بِأَحْسَنِ مِنْ ثِيَابٍ عَلَى حَافَاتِهَا حَمَمُ السَّوَادِ

**অনুবাদ:** যখন লোকদের সুগন্ধে মেশুক নষ্ট হয়ে যাবে, তবে আমার জন্য এই কালিই যথেষ্ট। সেই কাপড়ের চেয়ে উত্তম কোন বস্ত্র নেই, যার কাঁধের স্থানে কালো দাগ আছে।

### কষ্ট দায়ক মৃত্যু:

ছুলী বলেন; হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শায়বানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় এবং উচ্চ কাঁধ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। ২৭৮ হিজরির সফর মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। খেজুরের শিরা এবং পায়ার ঝোলে ডুবিয়ে জুব্বা পরানো হতো। আবার উত্তপ্ত জায়গায় বসানোও হতো এবং বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিতো। সেসব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে জমাদিউল উলা মাসেই তিনি ইহজগত থেকে চিরবিদায় জানান।

## ﴿৮৭﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### নির্যাতন সহ্য করার কারণে ক্ষমা:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; ইত্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: “দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহর শান এরূপ নয় যে, তিনি আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবকে একত্র করবেন।”<sup>(১)</sup>

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, ইসমাঈল বিন বুলবুল, ১০ম খন্ড, ৫৬৫, ৫৬৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৩৩৩)

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ যে কোন মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখেই সহ্য করতেন। আমাদের এই মনোভাব সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, যেসব দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবত আমাদের উপর নেমে আসে, সেগুলো একেবারেই অস্থায়ী ও সাময়িক। কিন্তু সেগুলোর বিনিময়ে পাওয়া সাওয়াব ও প্রতিদান চিরদিনের জন্যই থেকে যাবে এবং সেগুলোর উপকার সীমাহীন সময় পর্যন্ত থাকবে এটা মানুষের স্বভাব যে, বড় কিছু লাভ করার জন্য ছোট-খাট অনেক কিছুই সে বিসর্জন দিতে পারে। উত্তম দুপুরে কর্মরত শ্রমিকদের দেখুন কিছু টাকা পাবার আশায় সে এই কষ্ট হাসিমুখেই বরণ করে নেয়। বাস ও ট্রাক কনডাক্টরদের প্রতি লক্ষ্য করণ। দিনের শেষে কিছু টাকা পাবার আশায় শত শত গালমন্দ, সীমাহীন কষ্ট, সারাদিনের পরিশ্রম ইত্যাদি সহ্য করার উৎসাহ পায়। অনুরূপ ভাবে হাদীস শরীফে উল্লিখিত কষ্ট সহ্য করার ফযীলতের কথা যদি আমরা সর্বদা মনে রাখি, তাহলেই তো কষ্টে ধৈর্যধারণ করা আমাদের জন্য সহজতর হবে। যেমন বোখারী শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে: “মুসলমানরা যে কষ্ট সমূহ পায়, এমনকি যদি একটি কাঁটাও বিধে, তবে আল্লাহ পাক এর কারণে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।”<sup>(১)</sup>

### ﴿৬২﴾ হযরত সাযিয়দুনা আবু কাসেম জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

#### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আসল নাম হযরত সাযিয়দুনা জোনাইদ বিন মুহাম্মদ বিন জোনাইদ বাগদাদী এবং উপনাম আবুল কাসেম। তিনি সূফী আলিমদের সর্দার। বাগদাদেই তাঁর জন্ম এবং সেখানেই, লালিত-পালিত হন। ২৯৭ হিজরি

<sup>(১)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবুল মরবা, বাবু মা জাআ ফি কাফফারাতিল মরদ, হাদীস- ৫৬৪০, ৪র্থ খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

মোতাবেক ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওফাত লাভ করেন। তাঁর পিতা নাহাওয়ানের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁকে কাওয়ারীরী তথা কাঁচ বিক্রেতা বলা হতো। কারণ তিনি কাঁচ বিক্রয় করতেন এবং হযরত সায়্যিদুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ খায্যায় তথা রেশম বিক্রেতা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ, তিনি রেশমের কাজ করতেন।

তাঁরই সমসাময়িক যুগের এক বুয়ুর্গ বলেছেন: “আমি তাঁর মতো ব্যক্তি দেখিনি। কারণ, তাঁর উন্নত ভাষার কারণে লেখকগণ, কাব্যিক ছন্দের কারণে কবিগণ এবং সূক্ষ্ম মর্মের কারণে বক্তাগণ তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতেন। আর বাগদাদে ইলমে তাওহীদের উপর সর্বপ্রথম বক্তব্য তিনিই রেখেছিলেন।”

হযরত সায়্যিদুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁর যুগের অন্যতম ইমাম। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ছাওর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর মাযহাবের একজন ফকীহ ছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে ইমাম আবু ছাওর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর দরসের হালকায় তাঁর উপস্থিতিতে ফতোয়া দিতেন। ওলামায়ে কিরামগণ رَحْمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام তাঁকে তাসাওউফের শায়খ নামে ভূষিত করেছেন। কারণ, তিনিই তাসাওউফকে কুরআন-হাদীসের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছিলেন। মন্দ সব আকীদা থেকে তাসাওউফকে পাবিত্র করেন। এর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন এবং সব ধরণের শরীয়াতবিরোধী বিষয়াদি থেকে একে হিফায়ত করেন। যেমন তিনি বলেন: “যেই ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করেনি এবং রাসূলের হাদীস (কিতাবে কিংবা অন্তরে) একত্র করেনি, তাকে অনুসরণ করা যাবে না। কারণ, আমাদের এই ইলম এবং (তিরিকতের) রাস্তা একেবারে কুরআন ও সুন্নাতেরই অনুসারে।<sup>(১)</sup>”

### কেবল সত্য কথাই বলি:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়ামিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম: যেন আমি আল্লাহ পাক র দরবারে উপস্থিত।

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, আল জোনাইদ আল বাগদাদী, ২য় খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আবুল কাসেম! তুমি যেসব কথা লোকদের বলে থাক, সেগুলো তুমি কোথেকে অর্জন করো?” আমি বললাম: “আমি শুধু সত্য কথাই বলি।” আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: “তুমি সত্যই বলেছ।”<sup>(১)</sup>

### সত্যবাদীতা কী?

হযরত সাযিয়্যুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্যত্র বলেছেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আসমান থেকে দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। এদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “সত্যবাদীতা কী?” আমি বললাম: “প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।” অপর ফেরেশতাটি বললেন: “আপনি সত্য বলেছেন।” অতঃপর তাঁরা দুইজন আসমানের দিকে চলে গেলেন।<sup>(২)</sup>

### ঐশী বাণী:

হযরত সাযিয়্যুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম: আমি লোকজনদের মাঝে ওয়াজ করছি। এমন সময় একজন ফেরেশতা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন: “আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের বড় মাধ্যম কী?” আমি বললাম: “ঐ আমল যা গোপনে করা হয়ে থাকে। আর মীযানকে ভারী করে।” ফেরেশতাটি এটা বলে চলে গেলেন: “আল্লাহর শপথ! এটি ঐশী বাণী।”<sup>(৩)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* তিনি বলেন: আরিফ সেই ব্যক্তি যে নীরব থাকে, আর স্বয়ং আল্লাহ পাক তার রহস্যগুলো ব্যক্ত করেন।<sup>(৪)</sup>

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবুল কাসেম আল জোনাইদ বিন মুহাম্মদ, ৫০-৫১ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবু রুয়াল কওম, ৪২১ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবু রুয়াল কওম, ৪২১ পৃষ্ঠা)

<sup>(৪)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবুল মারিফাতি বিল্লাহ, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

- \* আমি যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এই তাসাওউফ অর্জন করিনি। এটি অর্জন করেছি বরং ক্ষুধার মাধ্যমে, দুনিয়া ত্যাগের মাধ্যমে এবং উন্নত ও প্রিয় বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে।<sup>(১)</sup>

### ﴿৮৮﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

ভোরের তাসবীহগুলোই কাজে এলো:

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ওস্তাদ আবু আলী দাঙ্কাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: হযরত সাযিয়্যুনা আহমদ জুরাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযরত সাযিয়্যুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন: “আমার জ্ঞানগরিমা আমার কোনই উপকারে আসেনি। বরং সেই তাসবীহগুলোই আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করেছে যেগুলো আমি ভোরে পাঠ করতাম।”<sup>(২)</sup>

### ﴿৮৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

ভোররাতের রাকাতগুলোই কাজে এসে গেছে:

হযরত সাযিয়্যুনা জাফর খুলদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়্যুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন: “ইশারা, উক্তি, ইলম সমূহ নিঃশেষ হয়ে গেছে, পরিস্থিতি অনুকূলে ছিলো না, এগুলো আমার কোনই উপকারে আসেনি। কিন্তু উপকারে এসেছে সেই রাকাতগুলো যেগুলো আমি ভোররাতে আদায় করতাম। আল্লাহ পাকের দরবারে এগুলোই কাজ দিয়েছে।”<sup>(৩)</sup>

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, জোনাইদ বিন মুহাম্মদ বিন জোনাইদ, ১১তম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৫৫৫)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবুন ফিস সালাত, ৩য় খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৫৬)

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায়

আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, রাতে উঠে কিছু না কিছু ইবাদত করা। কারণ, রাতে নামায আদায় করার অফুরন্ত ফযীলত রয়েছে। রাতে উঠে নামায আদায় করার উত্তম নিয়ম হাদীস শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** বলেছেন: ছয় নবী করীম, **رُوِيَ عَنْهُمْ** রহীম **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আমাকে ইরশাদ করলেন: “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো হযরত দাউদ **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, পরের দিন রাখতেন না এবং আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামায হলো দাউদ **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** এর নামায। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতে। রাতের তিন ভাগের এক ভাগ নামায আদায় করতেন। পরে আবার রাতের শেষের এক ষষ্ঠাংশে ঘুমিয়ে পড়তেন।<sup>(১)</sup>

বিষয়টি এভাবে বুঝুন, মনে করুন রাত ছয় ঘণ্টার। তাহলে সেটির অর্ধেক হবে তিন ঘণ্টা। তাহলে আপনি তিন ঘণ্টা ঘুমানোর পর উঠে যাবেন এবং রাতের তিন ভাগের এক ভাগ নামায পড়বেন। ছয় ঘণ্টার তিন ভাগের এক ভাগ দুই ঘণ্টা। সুতরাং আপনি দুই ঘণ্টা নামায পড়বেন। তারপর রাতের ছয় ভাগের এক অংশে ঘুমিয়ে পড়বেন। তারপর ছয় ঘণ্টার ছয় ভাগের এক ভাগ এক ঘণ্টা। সুতরাং আপনি এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার ফজরের নামাযের জন্য উঠে যাবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভোররাতের সময়টা অত্যন্ত বরকতময়। এই সময়ে যে কোন দোয়া কবুল হয়। হযরত সাযিয়দুনা আবু উমামা **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; আরয করা হলো: “ইয়া রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! কোন্ দোয়া অধিক কবুল হয়?” প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুত্তফা **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন:

<sup>(১)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবু আহাদিসিল আখিয়া, বাবু আহাক্বস সালাতি ইলাল্লাহ, ২য় খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪২০)



“যেই দোয়া রাতের শেষ ভাগে এবং ফরয নামাযের পরে করা হয়।”<sup>(১)</sup>

## ﴿৬৩﴾ হযরত সাযিদ্‌না ইউসুফ বিন হোসাইন রাযী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আসল নাম ইউসুফ বিন হোসাইন রাযী এবং উপনাম আবু এয়াকুব। তিনি ছিলেন সূফীগণের সর্দার এবং সর্বদা কান্নাকাটি করতেন। বলা হয় যে; তিনি কোন কবিতা শুনলে কেঁদে দিতেন। হযরত সাযিদ্‌না ইমাম সালামী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সাযিদ্‌না ইউসুফ বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁর যুগের ইমাম ছিলেন।” তাঁকে হযরত সাযিদ্‌না যুন নূন মিসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর মুরিদগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। ৩০৪ হিজরিতে তিনি ইত্তিকাল করেন।<sup>(২)</sup>

### উক্তি সমূহ:

\* খোদাভীরু সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে হারিয়ে আল্লাহ পাককে খুঁজে এবং বান্দাকে বান্দার মতো হয়ে থাকাই উচিত। আর যেই ব্যক্তি গভীর মনযোগের মাধ্যমে আল্লাহ পাককে চিনতে পারে, সেই ব্যক্তি ইবাদতও বেশিই করে।<sup>(৩)</sup>

## ﴿৯০﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### গান্ধীর্ষতার সুফল:

হযরত সাযিদ্‌না ইউসুফ বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَكَّرَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “কী

<sup>(১)</sup> (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫১০)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, ইউসুফ ইবনুল হোসাইন, ১১তম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৬৭৪)

<sup>(৩)</sup> (তায়কিরাতুল আউলিয়া, যিকরু ইউসুফ ইবনিল হোসাইন, আল জুযউল আউয়াল, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

কারণে?” বললেন: “কারণ আমি কখনো গাঙ্গীর্যতাকে ঠাট্টার সাথে মিশিয়ে ফেলিনি। (অর্থাৎ ভাবগাঙ্গীর্য বিষয়কে উপহাসের পর্যায়ে নিয়ে যায়নি। বরং সর্বদা গাঙ্গীর থেকেছি)।”<sup>১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوَالِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত সর্বক্ষেত্রে গাঙ্গীর হয়ে থাকা। বেশি হাসলে অন্তর মরে যায়। কখনো কখনো অন্তরে বিদেহ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এর কারণে ভক্তি ও প্রভাব ও লোপ পায়। ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, বাচাল এবং অভদ্র ব্যক্তির সাধারণত মানুষের মনে ব্যথা দিয়ে থাকে। বরং আল্লাহর পানাহ! এমনকি তাদের মুখ থেকে কুফরি বাক্য বের হয়ে আসারও আশঙ্কা রয়েছে। “কারো দোষ-ত্রুটি যেভাবে প্রকাশ করলে সবার হাসির খোরাক হয় সেটিকেই হাসি-ঠাট্টা বলে।” এই কাজটি করার জন্য কখনো কারো উক্তি বা কর্ম ইত্যাদি নকল করতে হয়। আবার কখনো তার দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা-ইঙ্গিত করা হয়। এগুলো নাজায়েয। কারণ, এগুলোর মাধ্যমে অন্যের অপমান ও মানহানি হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ

نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (পারা- ২৬, সূরা- হুজরাত, আয়াত- ১১)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রূপ করবে, এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ঐ বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে এবং না নারীগণ নারীদের কে (বিদ্রূপ করবে), এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা ঐ বিদ্রূপকারীদের অপেক্ষা উত্তম হবে।

<sup>১)</sup> (ইহুইয়াউ উলুমুদ্দীন, বাবু মানামাতিল মাশায়িখ, ৫ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

## ﴿৬৪﴾ হযরত সায়্যিদুনা খাইরুন নাস্‌সাজ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমূখ, সূফী সাধক এবং একটি সূফীদলের ওস্তাদ। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর শিবলী এবং হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাঁরই মজলিসে তাওবা করেছিলেন। ২০২ হিজরি মোতাকেব ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তার নাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল। তিনি ‘সামিরা’র (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি নগরী) অধিবাসী। ‘খাইরুন নাস্‌সাজ’ (অর্থাৎ পোশাক নির্মাতা কে নাসসাজ বলে) নামেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ। এই নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ: একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। কুফার ফটক থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে আটক করে ফেলল। আর বলল: “আপনি আমার গোলাম, আর আপনার নাম ‘খাইর’।” তিনি ছিলেন কালো বর্ণের লোক, তিনি তার বিরোধীতা করলেন না। লোকটি তাঁকে রেশমী কাপড় বুননের কাজে লাগিয়ে দিলেন। লোকটি তাঁকে ডাকতো খাইর! তিনি উত্তর দিতেন: “লাব্বাইক” (আমি উপস্থিত)। কয়েক বৎসর পর লোকটি তাঁকে বললেন: আমার ভুল হয়ে গেছে—আপনি আমার গোলাম না, আপনার নামও খাইর নয়। বিদায়কালে তিনি একটি কথা বলেছিলেন: “একজন মুসলমান ব্যক্তি আমাকে যেই নামে ডেকেছেন আমি সেই নাম কখনো পালাবো না।”

### ওফাতের পূর্বে নামায আদায় করা:

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হোসাইন মালিকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই লোকটি হযরত সায়্যিদুনা খাইরুন নাস্‌সাজ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমি তাঁর কাছে উনার ওফাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন: মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি বেহুশের ন্যয় হয়ে যান। তারপর তিনি চোখ দুইটি খুললেন এবং ঘরের এক কোণায় কাউকে ইশারায় বললেন: “থামুন। আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করুক।

আপনিও হুকুমের গোলাম। আমিও হুকুমের গোলাম। আপনাকে যেটির হুকুম দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ রুহ কবজ করার) সেটি আপনার কাছ থেকে যাবে না। এদিকে আমাকে যেটির হুকুম দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ মাগরিবের নামায) সেটি পড়া হবে না।” তারপর তিনি পানি আনতে বললেন। নামাযের জন্য অযু করলেন। তারপর চোখ দুইটি বন্ধ করে কলেমা-শাহাদাত পাঠ করলেন। ৩২২ হিজরি মোতাবেক ৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহজগত থেকে চিরবিদায় নিলেন।

### ﴿৯১﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**নিকৃষ্ট পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়েছি:**

হযরত সাযিয়দুনা খাইরুন নাসসাজ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলো: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বলেছিলেন: “সে কথা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি আপনাদের নিকৃষ্ট পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়েছি।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

**ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরবি ‘دُنْيَا’ শব্দটি এসেছে ‘دُنِيَ’ থেকে। ‘دُنِيَ’ মানে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। দুনিয়া হলো আখিরাতের তুলনায় তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট। আখিরাত হলো উন্নত এবং উত্তম। দুনিয়া যে নিকৃষ্ট সে ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে: আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা আলী মুরতায়ী كَوَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ নিকট অহী প্রেরণ করলেন: “হে দাউদ! দুনিয়া হলো সেই মৃত জন্তুর ন্যায়, যেখানে কুকুরেরা চতুর্দিক থেকে টানাছেড়া

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, খাইরুন নাসসাজ, ৬৯/৭০ পৃষ্ঠা)

করছে। আপনিও কি সেগুলোর ন্যায় পৃথিবীকে টানা হিঁড়ানো ভালবাসেন? <sup>(১)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

(পারা- ২১, সূরা- আনকাবুত, আয়াত- ৬৪) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَعَٰبٌ <sup>ط</sup>

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এ পার্থিব জীবন তো কিছুই নয়, কিন্তু খেলাধুলা মাত্র।) আয়াতটিতে পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ, খেল-তামাশা স্বল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। স্থায়ী থাকে না। অনুরূপ পৃথিবীর সৌন্দর্য ও শোভা সেটির নিকৃষ্ট আশাগুলো নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ছায়ারই মত। এর কোন স্থায়িত্ব নেই। তা এমন কিছুই নয় যে, যার সাথে একনিষ্ঠভাবে অন্তর লাগানো যায় এবং ধাবিত হওয়া যায়। তাছাড়া খেল-তামাশায় তারাই ব্যস্ত থাকে যারা শিশু এবং নির্বোধ। এই কাজ মোটেও বিচক্ষণদের নয়। তাই তো বিচক্ষণ ব্যক্তির দুনিয়ার রঙ-তামাশা এবং সাময়িক সুখবোধ থেকে দূরে থাকেন। <sup>(২)</sup>

## ﴿৬৫﴾ হযরত সায্যিদুনা ইমাম মাহামেলী বাগদাদী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সায্যিদুনা ইমাম মাহামেলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আসল নাম হোসাইন বিন ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ দ্বাব্বী শাফেয়ী বাগদাদী এবং উপনাম আবু আবদুল্লাহ। ২৩৫ হিজরির শুরুর দিকে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন কাযী, বড় ইমাম, আল্লামা, হাফেযুল হাদীস, বাগদাদের শায়খ এবং মুহাদ্দিস। মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, আবু হোযাফা আহমদ বিন ইসমাঈল, আমর বিন আলাল ফাল্লাস, যিয়াদ বিন আইয়ুব, আহমদ বিন মিকদাম, মুহাম্মদ বিন মুছান্না প্রমূখ হতে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। দালাজ বিন আহমদ, ইমাম তাবরানী, ইমাম দারা কুতনী,

<sup>(১)</sup> (কানযুল ওম্মাল, কিতাবুল আখলাক, আল জ্বযউছ ছালিছ, ২য় খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২১২)

<sup>(২)</sup> (রুহুল বয়ান, পারা- ১২, সূরা- আনকাবুত, আয়াত- ৬৪, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা)

আবু আবদুল্লাহ্ বিন জুমাই, ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ্, ইবনে শাহীনসহ অসংখ্য আলেমে দ্বীন তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি কাযীরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর যাবৎ কুফার কাযী ছিলেন। ৩২০ হিজরির পূর্বেই কাযী পদ হতে তিনি ইস্তেফা দিয়েছিলেন।

### ওফাত:

আবু বকর দাউদী বলেন: “ইমাম মাহামেলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মজলিসে ১০ হাজারের মতো লোক উপস্থিত হতেন। তিনি নিজের ঘরেই ফিকাহর মজলিশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞান অন্বেষনকারীরা এবং সাক্ষাত প্রত্যশিরা আসতেন। ৩৩০ হিজরিতে একদিন মজলিশ থেকে অবসর হয়ে তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো। সেই থেকে এগার দিন পর তাঁর ইত্তিকাল হয়।<sup>(১)</sup>”

## ﴿৯২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

বালা-মুসিবত থেকে বাগদাদবাসীদের হিফাযত:

মুহাম্মদ বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: আমি স্বপ্নে কারো মুখে এই কথাগুলো বলতে শুনলাম: “নিশ্চয় মাহামেলীর সদকায় আল্লাহ পাক বাগদাদবাসীদের বালা-মুসিবতগুলো দূর করে দেন।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।)

## ﴿৬৬﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তাঁর পূর্ণ নাম আবু বকর দুলাফ বিন জাহদার শিবলী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ । মা-ওরাউন্বাহর ‘শিবলিয়াহ্’ গ্রামের নামানুসারে তিনি শিবলী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর

<sup>(১)</sup> (তাযকিরাতুল হুফফায, আল মাহামেলী আল কাযী, আল জুযউছ ছালিছ, ২য় খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮০৮। সিয়রে আলামুন নিবলা, আল মাহামেলী আল কাযী, ১১তম খন্ড, ৬৩৯, ৬৪০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৯৫৭)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল মাহামেলী আল কাযী, ১১তম খন্ড, ৬৪০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৯৫৭)

পিতৃপুরুষ ছিলো খোরাসানের বাসিন্দা। ২৪৭ হিজরি মোতাবেক ৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। আর ওফাত হন ৩৩৪ হিজরি মোতাবেক ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে। প্রথম জীবনে তিনি দুনিয়াবন্দ এলাকার অধিবাসী ছিলেন। তারপর ক্ষমতাকে সাধুবাদ জানিয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে পড়েন।<sup>(১)</sup>

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণ এবং পরহেজগার লোক। হযরত সাযিয়দুনা খাইর বিন আবদুল্লাহ নাসসাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি হযরত সাযিয়দুনা জোনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নৈকট্য গ্রহণ করেন। আর অবস্থা ও জ্ঞানের দিক থেকে তিনি সেই যুগের অন্যতম মনীষী হয়ে যান।<sup>(২)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* তিনি জীবনের শেষ দিনগুলোতে প্রায় বলতেন: وَكَمْ مِنْ مَوْطِعٍ لَوْ مُنْتُ فِيهِ لَكُنْتُ بِهِ نَكَارًا فِي الْعَشِيرَةِ অর্থাৎ এমন অনেক জায়গা রয়েছে, আমি যদি সেখানে ওফাত পাই, তাহলে সে কারণে বংশীয়দের জন্য শাস্তি হয়ে যাব।<sup>(৩)</sup>
- \* তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে দুনিয়া বিমূখতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: “আল্লাহ পাক ব্যতীত সবকিছু থেকেই অনাসক্তি পোষণ করো।<sup>(৪)</sup>
- \* একবার ডাক্তাররা তাঁকে রোগের কারণে কিছু খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “কোন জিনিসগুলো থেকে আমি বেছে থাকবো যেগুলো আমার রিযিক সেগুলো, না কি যেগুলো আমার রিযিকে অন্তর্ভুক্ত নয় সেগুলো। কেননা যেগুলো আমার রিযিক সেগুলো তো আপনা আপনিই আমার কাছে চলে আসবে। আর যেগুলো আমার রিযিক নয়, সেগুলো তো চাইলেও পাব না। আসলে যেগুলো আমার

<sup>(১)</sup> (আল আলামু লিয যারকালী, আবু বকর আশ শিবলী, ২য় খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা। সিয়রে আলামুন নিবলা, ১২তম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (তায়কিরাতুল আউলিয়া, ২য় অধ্যায়, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবু বকর জাহদার আশ শিবলী, ৭১ পৃষ্ঠা)

<sup>(৪)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা ১৫৩।

রিযিক, সেগুলো থেকে বেঁচে আমার পক্ষ কখনো সম্ভব হবার কথা নয়।”<sup>(১)</sup>

### ﴿৯৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**বিড়ালের প্রতি দয়া করার কারণে ক্ষমা:**

হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দাঁড় করিয়ে বললেন: “তুমি কি জান, আমি তোমাকে কী কারণে ক্ষমা করে দিলাম?” তখন আমি আমার আমলগুলোর গণনা করতে লাগলাম যেগুলো আমার নাজাতের কারণ হতে পারে। তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: “আমি ঐসব আমলের কোনটির কারণেই তোমাকে ক্ষমা করে দিইনি।” আমি আরয় করলাম: “হে আমার মালিক! তাহলে কী কারণে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছো?” ইরশাদ করলেন: “একবার তুমি বাগদাদের পথ দিয়ে যাচ্ছিলে। এমন সময় তুমি এক বিড়াল দেখতে পেয়েছিলে, যেটি শীতে কাতর হয়ে পড়েছিলো। সেই বিড়ালটির প্রতি করুণা করে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচাবার জন্য তুমি সেটিকে তোমার জুব্বার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিলে। সুতরাং সেই বিড়ালটির প্রতি দয়া করার কারণে আজ আমি তোমার প্রতি দয়া করলাম।”<sup>(২)</sup>

**ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, জীব-জন্তুদের প্রতি দয়া করা এবং সেগুলোর সাথে সদয় ব্যবহার করা উচিত। ওদের কখনো কষ্ট দিতে নেই। হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: “মক্ষী মাদানী আক্বা, উভয় জগতের দাতা, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জন্তুদেরকে একটির বিরুদ্ধে আরেকটিকে ক্ষেপানো এবং লড়াই দেওয়া থেকে

<sup>(১)</sup> (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (হায়াতুল হায়াওয়ান লিদ দামীরী, বাবুল হা তাহতাল হির, ২য় খন্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা)



নিষেধ করেছেন।”<sup>(১)</sup> হযরত সাযিয়দুনা জাবের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: “নবী করীম, রউফুর রহীম, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চেহারায় মারা এবং দাগ লাগানো থেকে নিষেধ করেছেন।”<sup>(২)</sup>

হযরত সাযিয়দুনা নাওয়াবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন: “মানুষ এবং যেকোনো প্রাণী যেমন গাধা, ঘোড়া, উট, খচ্চর, গরু, ছাগল ইত্যাদি পশুদের মুখে প্রহার করা নিষেধ। বিশেষ করে মানবজাতির চেহারায় প্রহার করা কঠোর ভাবেই নিষেধ। কারণ, চেহারাই হলো মানুষের সৌন্দর্যের মূল। তাছাড়া এটি অত্যন্ত নমনীয় ও হয়ে থাকে। চেহারায় প্রহার করলে তার প্রভাব প্রকাশ পেয়ে যায়। কখনো এমনও হয় যে, চেহারা ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়। কখনো কখনো কিছু ইন্দ্রিয়েরও ক্ষতি সাধিত হয়। এবার কথা হলো চেহারায় দাগ লাগানোর বিষয়টি নিয়ে। হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি ইজমায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষেধ।”<sup>(৩)</sup>

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সংবলিত কিতাব ‘বাহারে শরীয়াত’ এর তৃতীয় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকত, হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “প্রাণীর উপর অত্যাচার করা যিম্মী কাফিরদের উপর অত্যাচার করার চেয়ে মারাত্মক। যিম্মীর উপর অত্যাচার করা কোন মুসলমানের উপর অত্যাচার করার চেয়ে মারাত্মক। কারণ, একমাত্র আল্লাহ পাক ব্যতীত প্রাণীদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই। এই অসহায় প্রাণীটিকে এই জুলুম থেকে কে বাঁচাবে?”

আজকের এই ফিতনার যুগে এমনও মানুষ রয়েছেন যারা মানুষ তো মানুষই, বিনা কারণে কোন জীব-জন্তুকেও এমনকি একটি পিঁপড়াকেও কষ্ট দিতে

<sup>(১)</sup> (সুন্নে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, বারু মা জাআ ফি কারাহিয়াতিত তাহরীশ বাইনাল বাহয়িম, ৩য় খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭১৪)

<sup>(২)</sup> (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল লিবাসি ওয়ায যীনাতি, বাবুন নাহী আন ধরবিল হায়াওয়ান, ১১৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১১৬)

<sup>(৩)</sup> (শরহে সহীহ মুসলিম লিন নাওয়াবী, কিতাবুল লিবাসি ওয়ায যীনাহ, বাবুন নাহী আন ধরবিল হায়াওয়ান, ৭ম খন্ড, আল জুযউর রাবিউল আশর, ৯৭ পৃষ্ঠা)

চান না। যেমন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'তাআরুফে আমীরে আহলে সুন্নাত' - এর ৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: “একবার তিনি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامِدُتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ**) বেসিনে হাত ধৌত করতে গিয়ে থেমে গেলেন। বললেন: বেসিনে কিছু পিঁপড়া হাটাচলা করছে। যদি আমি হাত ধৌত করি এগুলো পানিতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারাবে।” তাই তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। পিঁপড়াগুলো যখন নিরাপদ জায়গায় সরে এলো, তখনই তিনি হাত ধৌত করলেন।

### ﴿১৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান:

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম সুলামী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর শিবলী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর এক বন্ধু তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আবু বকর! আপনার সঙ্গ দেওয়া বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান কে?” বললেন: “যারা শরীয়াতের বিধি-বিধানগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন, সর্বাধিক আল্লাহ পাকের যিকির করেন, সর্বাধিক আল্লাহর হুকুমুলোর প্রতি যত্নবান থাকেন, সর্বাধিক নিজেদের ক্ষতি বুঝতে পারেন এবং সর্বাধিক আল্লাহ-ওয়ালাদেরকে সম্মান করেন।”<sup>(১)</sup>

### ﴿১৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

সবচেয়ে বড় ক্ষতি:

হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর শিবলী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** কে তাঁর ইত্তিকালের পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “(مَفْعَلُ اللَّهِ بِأَلَى) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: আমার কোন দাবীর পক্ষেই প্রমাণ চাওয়া হয়নি। তবে একটি ব্যাপারে তলব করা হয়েছে। সেটি হল,

<sup>(১)</sup> (তাবাকাতুস সূফিয়্যাতি লিস সালামী, আত তাবাকাতুর রাবিআতু মিন আয়িম্মাতিস সূফিয়্যাহ, আবু বকর আশ শিবলী, ২৬০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬১)

আমি বলেছিলাম: ‘জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে জঘন্য কোন ক্ষতি নাই’। তখন আল্লাহ পাক আমাকে ইরশাদ করেন: “আমার দীদার থেকে বঞ্চিত হবার মতো জঘন্য ক্ষতি কী হতে পারে!”<sup>(১)</sup>

### ﴿৯৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**অত্যন্ত কঠোরতার সাথে হিসাব-নিকাশ:**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন; হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “তিনি আমার হিসাব-নিকাশ এতই কঠোরভাবে নিলেন যে, আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। পরে তিনি যখন আমার হতাশাভাব লক্ষ্য করলেন, সাথে সাথে তার দয়ায় ঢেকে নিলেন।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

### ﴿৬৭﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

**জীবনী:**

তাঁর নাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন জাফর বিন হাইয়ান। উপনাম আবু মুহাম্মদ এবং আবুশ শায়খ এর উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ২৭৪ হিজরি মোতাবেক ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। আর ওফাত পান ৩৬৯ হিজরি মোতাবেক ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে, পবিত্র মুহররম মাসে। শৈশব কাল থেকেই তিনি হাদীসের জ্ঞান আহরণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন হাফেযুল হাদীস। আবুল কাসেম

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু রুয়াল কওম, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু রুয়াল কওম, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

সুয়ারজনী বলেন: “আবুশ শায়খ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের একজন অত্যন্ত নৈকট্যশালী বান্দা ছিলেন।” এক তালেবে ইলম বলেছেন: “আমি যখনই আবুশ শায়খের কাছে গিয়েছি, তাকে নামায় রত অবস্থায় দেখেছি।” হযরত সায্যিদুনা আবু নুয়াজ্জিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “আবুশ শায়খ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ভাল আলিম ছিলেন। তাফসীর ও শরীয়াতের বিধি-বিধানের উপর তিনি অনেক কিতাবও রচনা করেছেন। তিনি বহু শায়খ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁদেরই ফয়েয দ্বারা ৬০ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন কিতাবাদি রচনা ও প্রণয়ন করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী।” তাঁর কতিপয় কিতাব: (১) আস সুন্নাহ, (২) আল আযমাহ, (৩) আস সুনান, (৪) আল আযান, (৫) আল ফরায়িয, (৬) সাওয়াবুল আমাল, ইত্যাদি।<sup>(১)</sup>

## ﴿১৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### সুদর্শন বুয়ুর্গ:

হযরত সায্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হাফেয ইউসুফ বিন খলীল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি কুফার মসজিদে প্রবেশ করেছি। সেখানে দীর্ঘ আকৃতির এক সুদর্শন বুয়ুর্গ দেখতে পেলাম। তাঁর চেয়ে সুন্দর ও সুদর্শন মানুষ আমি আর কোথাও কখনো দেখিনি। আমাকে বলা হলো: ইনি হলেন আবু মুহাম্মদ বিন হাইয়ান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আবু মুহাম্মদ বিন হাইয়ান? বললেন: জী হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি না ইস্তিকাল করেছেন? বললেন: করেছি তো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: مَتَىٰ لَئِلَ اللَّهُ بِكَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? জবাবে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবুশ শায়খ (আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ), ১২তম খন্ড, ৩৬৯-৩৭১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৩৯৪)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْحَبَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٥٧﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকেরই। যিনি আপন প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রতি (সত্যই) পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিকারী করেছেন যেন আমরা জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করি যেখানেই ইচ্ছা করি, সুতরাং কতই উৎকৃষ্ট পুরস্কার সৎ কর্ম পরায়নদের। (পারা- ২৪, সূরা- যুমার, আয়াত- ৭৪) আমি বললাম: “আমার নাম ইউসুফ। আমি আপনার কাছ থেকে হাদীস শুনতে এবং আপনার লেখাগুলো নিতে এসেছি।” বললেন: “আল্লাহ পাক আপনাকে সালামতে রাখুক। আল্লাহ পাক আপনাকে তাওফিক দান করুক।” তারপর আমি তাঁর সাথে মুসাফাহা করলাম। তাঁর হাতের তালুগুলো এতই কোমল ছিলো যে, সেরূপ কোমল বস্তু আমি কখনো দেখিনি। অতপর আমি তাতে চুমু দিলাম এবং আমার চোখের সাথে লাগালাম।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**)

﴿ ৬৮ ﴾ **হযরত সায়িদুনা হাফেয আবু আহমদ হাকিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**

**জীবনী:**

তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ইসহাক নিশাপুরী কারাবীসী। উপনাম আবু আহমদ। উপাধি হাকিমে কবীর। তিনি ২৮৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অনেক বড় মুহাদ্দিস এবং যুগের ইমাম। তিনি ইমাম ইবনে খোযায়মা, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হোসাইন, আবুল কাসেম বাগাবী, ইউসুফ বিন এয়াকুব, ইবনে আবি হাতেম **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** প্রমুখ হতে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়াও মক্কা মুকাররামা **رَادِمَا اللَّهُ شَرْقًا وَتَغْطِيهَا** সিরিয়া, ইরাক, হিজাজ এবং খোরাসান রাজ্যের বহু ওলামায়ে কিরাম **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام**

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, ১২তম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

হতেও তিনি ইলমে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে হতে ‘আল কুনাই’ নামক কিতাবটি খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি শাশ ও তুস নগরীর কাযীও ছিলেন। ৯৩ বৎসর বয়সে ৩৭৮ হিজরিতে নিশাপুরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।<sup>(১)</sup>

## ﴿৯৮﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### নাজাতপ্রাপ্ত দল:

ফকীহ ইসমাঈল বিন ইবরাহীম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা হাফেয আবু আহমদ হাকিম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাদের দৃষ্টিতে কোন্ দল নাজাত পাওয়ার যোগ্য? তিনি আপন শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন: “আপনারা (অর্থাৎ আহলে সুন্নাত)।”<sup>(২)</sup>

## ﴿৬৯﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

হযরত সায়্যিদুনা শায়খুল ইসলাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন মেহরান নিশাপুরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ২৯৫ হিজরি মোতাবেক ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণ ও মুস্তাজাবুদ দাওয়াত (অর্থাৎ যাঁদের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না) ছিলেন। কিরাতে তিনি ছিলেন যুগের ইমাম। ৩৮১ হিজরির শাওয়াল মাসে ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

## ﴿৯৯﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে ওমর বিন আহমদ বলেছেন: তিনি হযরত

<sup>(১)</sup> (মুজামুল মুয়াল্লিফীন, মুহাম্মদ আল হাকেম, ৩য় খন্ড, ৬২০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৫৪৩৮। সিয়রে আলামুন নিবলা, আবু আহমদ আল হাকেম, ১২তম খন্ড, ৪৩২-৪৩৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৪৬৫)

<sup>(২)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, ৫৫তম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৯৩৭)

সায়্যিদুনা আহমদ বিন হোসাইন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর দাফন রাতে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “أَيُّهَا الْمُنْتَدَى! مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ হে শঙ্কেয় ওস্তাদ! আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: আল্লাহ পাক আবু হাসান আমেরী ফলসফীকে আমার পাশে দাঁড় করালেন। আর বললেন: “তোমার স্থলে একে জাহান্নামে দেওয়া হবে।” হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমেরী ফলসফী তাঁর সাথেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ﴿৭০﴾ হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মনছুর সিরায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্ণ নাম আহমদ বিন মনছুর বিন ছাবেত সিরায়ী এবং উপনাম আবুল আব্বাস। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “তিনি যতগুলো হাদীস একত্র করেছিলেন ততগুলো আর কেউ করেননি এবং সিরায়ী তাঁর এতই গ্রহণযোগ্যতা ছিলো যে, সবাই তাঁকে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবেই ব্যবহার করতেন। তিনি বলেছেন: “আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে (শুনে) তিন লক্ষ হাদীস লিখেছি।” ৩৮২ হিজরি মোতাবেক ৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

### ﴿১০০﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

দরুদে পাকের উসিলায় ক্ষমা হয়ে গেলো:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হোসাইন ইবনে আহমদ সিরায়ী বলেছেন:

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, ইবনে মেহরান আহমদ ইবনুল হাসান, ১২তম খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৪৯২)

যখন হাফেযুল হাদীস হযরত সাযিয়দুনা আহমদ বিন মনছুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইত্তিকাল হলো, তখন এক ব্যক্তি আমার আব্বাজানের কাছে এসে বললেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা আহমদ বিন মনছুর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি সবুজ পোশাক পরিহিত এবং মাথায় মণি-মুক্তাখচিত তাজ পরে সিরায়ের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে অনেক ইজ্জত-সম্মান দিয়ে ধন্য করেছেন।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” বললেন: “রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করার কারণে।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করা ফরয। যিকিরের মজলিশে দরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজীব, চাই পবিত্র নাম মোবারক নিজে উচ্চারণ করে কিংবা অন্যের মুখে শুনে। যদি একই মজলিসে হাজার বারও নাম মোবারক আসে তবে প্রতি বারেই দরুদ শরীফ পাঠ করা উচিত।<sup>(২)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরুদ শরীফ পাঠ করা একটি মহান ইবাদত। বুয়ুর্গানে দ্বীনেরা দরুদ শরীফ পাঠের যেই হিকমতের কথা ব্যক্ত করেছেন, তার সারকথা হলো: নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মুমিনদের উপর সমগ্র সৃষ্টিজগতে সবার চেয়ে অধিক দয়াময়, করুণাময়, স্নেহময়, মহান এবং অধিক দানশীল। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ইহসান মুমিনীদের উপর সবচেয়ে বেশি। তাই মহান ইহসানকারীর ইহসানের শোকরিয়া

(১) (সিয়রে আলামুন নিব্বা, আহমদ বিন মনছুর, ১২তম খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৫৪৬)

(২) (বাহারে শরীয়াত, ১ খন্ড, ৩য় অংশ, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)



স্বরূপ তাঁর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা আমাদের উপর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাই আমাদের উচিত অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করা। ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: “যেই ব্যক্তি প্রতিদিন ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তাকেও অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করার একটি উপকার এটাও রয়েছে যে, দরুদ শরীফ পাঠকারী ব্যক্তি শহীদের মৃত্যু পায়। যেমন- দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত”-এর প্রথম খন্ডের ৮৬০ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (শহীদের বিষয়ে আলোচনা করে) বলেন: যেই ব্যক্তি নবী পাক, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর ১০০বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে (সেও শহীদ)।

## ﴿৭১﴾ হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম দারা কুতনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাফেয়ী

জীবনী:

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম দারা কুতনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম আলী বিন ওমর বিন আহমদ বিন মাহদী শাফেয়ী বাগদাদী দারা কুতনী। উপনাম আবুল হাসান। ৩০৬ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাগদাদের মহল্লা ‘দারা কুতুনী’র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম দারা কুতনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্ঞানের সমুদ্র, বড় ইমাম, অত্যন্ত স্মরণশক্তির অধিকারী, হাদীস ও রাবী সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, কেবরাত ও কেবরাতের পদ্ধতিগুলো, ফিকাহ, মাগাযী ইত্যাদিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।<sup>(১)</sup>

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে খাল্লিকান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তিনি একজন অত্যন্ত বড় আলিম, হাফেযুল হাদীস এবং শাফেয়ী মাযহাবের একজন বড় ফকীহ

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আদ দারা কুতনী, ১২তম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৫৩০)

ছিলেন। তিনি হযরত সায্যিদুনা আবু সাঈদ ইছতাকরী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে ফিকাহের জ্ঞান অর্জন করেন।<sup>(১)</sup>

এছাড়াও অন্যান্য গুস্তাদগণের মধ্যে আবুল কাসেম বাগাবী, ইয়াহিয়া বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবু দাউদ, মুহাম্মদ বিন নাইরোয আনমাতী, হোসাইন বিন ইসমাঈল মাহামেলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। হাফেয আবু আবদুল্লাহ হাকিম, হাফেয আবদুল গনী, তাম্মাম বিন মুহাম্মদ, কাযী আবু তৈয়ব তাবারী, হাফেয আবু নুআইম আসফাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সহ আরো অনেকেই তাঁর নিকট এসে জ্ঞান অর্জন করতেন।<sup>(২)</sup>

হযরত সায্যিদুনা হাফেয আবদুল গনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আপন আপন যুগের রাসূলের হাদীসের উপর উত্তম বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তি এই তিনজন: হযরত সায্যিদুনা আলী বিন মাদীনী, হযরত সায্যিদুনা মুসা বিন হারুন এবং হযরত সায্যিদুনা দারা কুতনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।<sup>(৩)</sup>

হযরত সায্যিদুনা কাযী আবু তৈয়ব তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সায্যিদুনা ইমাম দারা কুতনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন। হযরত সায্যিদুনা আবু ফাতাহ বিন আবি ফাওয়ারিস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা যখন হযরত সায্যিদুনা আবুল কাসেম বাগাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মজলিসে যাওয়া-আসা করতাম, তখন দারা কুতনী রুটিতে চাটনি নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে আসতেন। তখন ছিলো তাঁর শৈশবকাল।”<sup>(৪)</sup>

### ওফাত:

তিনি ৩৮৫ হিজরির বুধবারে বাগদাদে ইস্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায আদায় করান প্রসিদ্ধ ফকীহ আবু হামেদ ইসফারাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তাঁকে বাবে দায়রের কবরস্থানে হযরত সায্যিদুনা মারুফ করখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাশে

(১) (ওয়াক্ফিয়াতুল আয়ান, আদ দারা কুতনী, ৩য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৩৪)

(২) (সিয়রে আলামুন নিবলা, আদ দারা কুতনী, ১২তম খন্ড, ৪৮৩-৪৮৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৫৩০)

(৩) (ওয়াক্ফিয়াতুল আয়ান, আদ দারা কুতনী, ৩য় খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৩৪)

(৪) (সিয়রে আলামুন নিবলা, আদ দারা কুতনী, ১২তম খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৫৩০)

সমাহিত করা হয়।<sup>(১)</sup>

## ﴿১০১﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

জান্নাতে ইমাম বলেই সম্বোধন করা হয়:

আবু নছর আলী বিন হিবাতুল্লাহ বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি: আখিরাতে আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করা হলো? তখন আমাকে বলা হলো: “জান্নাতে তাঁকে ইমাম বলেই সম্বোধন করা হয়।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿৭২﴾ হযরত সাযিদুনা আবদুল্লাহ

ইবনে আবু যায়েদ মালিকী *رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ*

জীবনী:

তিনি *رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ* এর পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ কাইরাওয়ানী মালিকী এবং উপনাম আবু মুহাম্মদ। তিনি *رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ* ছিলেন ইলম ও আমলে অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। হযরত সাযিদুনা কাযী আয়ায *رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ* বলেন: “দীন-দুনিয়া উভয় জগতের সর্দারী তাঁর ভাগ্যে জুটেছিলো। লোকেরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সফর করে তাঁর নিকট ছুটে আসতো। তিনি নিজ সাথীদের কাছে জ্ঞানগরিমা ও উৎকর্ষতার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সেই তিনি ‘আর রিসালাহ’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ৩৮৬ হিজরিতে তিনি ওফাত লাভ করেন।<sup>(৩)</sup>

<sup>(১)</sup> (ওয়াক্ফিয়াতুল আয়ান, আদ দারা কুতনী, ৩য় খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৩৪)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আদ দারা কুতনী, ১২তম খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৫৩০)

<sup>(৩)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, ইবনে আবি যায়দ, ১২তম খন্ড, ৫৬৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৬১৮)

## ﴿১০২﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে:

বর্ণিত আছে; হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আবু যায়েদ মালিকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইত্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তখন তিনি উত্তরে বলেন: “আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “কী কারণে?” তখন তিনি উত্তর দিলেন: “ইত্তিজ্ঞা সম্পর্কে আমার কিতাবে যেই উক্তিটি আমি লিখেছিলাম, সেটির কারণে আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। উক্তিটি ছিলো: “(পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অর্জনের জন্য) পবিত্রতা অর্জনকারীর উচিত আপন লজ্জাস্থানকে স্বাভাবিক রাখা”।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَا وَالنَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

মাদানী পরামর্শ:

ইত্তিজ্ঞার মাসআলা শিখার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত (মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত) “ইত্তিন্জার পদ্ধতি” রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

﴿৭৩﴾ হযরত সাযিয়দুনা সাহাল ছু'লুকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম সাহাল বিন মুহাম্মদ বিন সোলায়মান ছু'লুকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ উপনাম আবু তৈয়ব। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের লোক। তিনি

<sup>(১)</sup> (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, কিতাবুত তিহারাতি, বাবু কাযায়িল হাজত, ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

একজন ফকীহ, সাহিত্যিক, নিশাপুরের মুফতী ইবনে মুফতী এবং তার যুগের ইমাম ছিলেন। এমনকি কিছু ওলামায়ে কিরাম তো তাঁকে মুজাদ্দিদ বলেই মানতেন। তাঁর পিতা হযরত সাযিয়দুনা আবু সাহাল মুহাম্মদ বিন সোলায়মান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বড় মাপের আলিম ছিলেন। তিনি ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন তাঁর পিতা হতে। তাঁর মজলিসে ৫০০-রও অধিক দোয়াত রাখা হতো। নিশাপুরের ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কাছে এসেই জ্ঞান অর্জন করতেন। ৪০৪ হিজরির পবিত্র রজব মাসে তিনি ইস্তিকাল করেন।<sup>(১)</sup>

### ﴿১০৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**শরীয়াতের মাসআলা বলার কারণে ক্ষমা:**

হযরত সাযিয়দুনা আবু সাঈদ শাহ্‌হাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা শায়খ ইমাম আবু তৈয়ব সাহাল ছু'লুকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে শায়খ।” তিনি বললেন: “শায়খ বাদ দাও।” আমি বললাম: “আমি যেসব অবস্থা দেখেছি সেগুলোর কী হলো?” বললেন: “সেগুলো আমার কোন উপকারেই আসেনি।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَكَّرَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “আল্লাহ আমাকে সেসব মাসআলার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন যেগুলো সবাই আমার নিকট জিজ্ঞাসা করতো, আর আমি তাঁদেরকে সেগুলোর উত্তর দিতাম।”<sup>(২)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। (أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ))

**ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন শিখানো ও প্রচার-প্রসারের মহান ফযীলতের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত ঐ ইল্ম সামনের দিকে প্রচার-

<sup>(১)</sup> (ওয়াকিয়াতুল আয়ান, নম্বর: ২৮৪, আবু তৈয়ব আছ ছু'লুকী, ২য় খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা। সিয়রে আলামুন নিবলা, আছ ছু'লুকী আল আল্লামা, ১৩তম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭৩৫)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু রুয়াল কওম, ৪২০ পৃষ্ঠা)

প্রসার হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সেই ইলমটির শিক্ষক এবং প্রচারক সেটির সাওয়াব পেতেই থাকবে। এই থেকে যারা দরসে নেজামী শিক্ষাদান করেন তাঁদের ফযীলতের কথা অনুমান করা যায়, যাঁরা সারা জীবনই বিপুল সংখ্যক মানুষদেরকে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তারপর শিক্ষা শেষে তারা আরো ছাত্রদেরকে পড়ান। এভাবেই এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং এসব ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ সাওয়াব পূর্বের ওস্তাদরা পেতে থাকবেন। হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যেই ব্যক্তি ইলমের প্রচার করলো সেই ব্যক্তি আমলকারীগণের সাওয়াব অর্জন করবে। আর আমলকারীদের সাওয়াবেও কোনরূপ কমতি হবে না।”<sup>(১)</sup> ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া মাছুমদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা রবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন: “কাউকে নামাযের মাসআলা জানিয়ে দেয়া সারা দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সদকা করার চেয়েও উত্তম। কারো দ্বীনি জটিলতা দূর করে দেওয়া ১০০বার হজ্ব করার চেয়েও উত্তম।”<sup>(২)</sup>

### ﴿৭৪﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী দাক্কাক শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

#### জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মদ দাক্কাক এবং উপনাম আবু আলী। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওস্তাদ ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার যুগের ইমাম ছিলেন। ওয়াজ-নসিহত করতেন। ‘মরু’ নামক জায়গায় সফর করেন। সেখানেই তিনি ইলমে ফিকাহ অর্জন করেন। তাসাওউফে তিনি হযরত সায়্যিদুনা নছর আবায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংস্পর্শতা গ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে, শেষ বয়সে তাঁর কথাবার্তা এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, কেউ তাঁর কথাগুলোর মর্মই বুঝতে পারতো না। ৪০৫ হিজরির

<sup>(১)</sup> (সুনায়ে ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ছাওয়াবি মুয়াল্লিমিন নাসিল খাইর, ১ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৩৯ পৃষ্ঠা)

জিলহজ্জ মাসে নিশাপুরে ইস্তিকাল করেন।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* যেই ব্যক্তি তার বাহিরকে সাধনা দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করলো, আল্লাহ পাক তার ভিতরকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা সুন্দর বানিয়ে দিবেন।<sup>(২)</sup>
- \* যে সত্য কথা না বলে নীরব থাকে, সে বোবা শয়তান।<sup>(৩)</sup>

## ﴿১০৪﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### ক্ষমার বিষয়টি তেমন বড় কিছু নয়:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা ওস্তাদ আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “এখানে ক্ষমা পাওয়ার বিষয়টি তেমন বড় কোন কথা নয়। এখানকার লোকদের মধ্যে যেই ব্যক্তি সবচেয়ে কম মর্যাদার, তাকেও এমন এমন নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে।” বলেছেন: স্বপ্নে আমার মনে ধারণা সৃষ্টি হলো যে, সেই লোকটি দ্বারা তিনি এমন একজন মানুষকেই বুঝিয়েছেন যে অবৈধ ভাবে কাউকে হত্যা করেছিলো।<sup>(৪)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, আল্লাহ পাক আপন বান্দাদের প্রতি কী ধরণের দয়া করেন। যখন তাঁর রহমত প্রবলভাবে

<sup>(১)</sup> (তারিখুল ইসলাম লিখ যাহাবী, হরফুল হা, ২৮তম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা। নুফহাতুল উনুস, শায়খ আবু আলী দাক্কাক, ৩২৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৫৫)

<sup>(২)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবুল মুজাহাদা, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবুছ ছামত, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

<sup>(৪)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, আবু রুয়াল কওম, ৪২০ পৃষ্ঠা)

আসে, তখন বড় বড় গুনাহ্গারদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে বড় থেকেও বড় গুনাহও ক্ষমা করে দেন। আর ইচ্ছা করলে বাহ্যিক একটি ছোট গুনাহর কারণেও আটক করতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সমস্ত মুসলমান ‘মাহফুযুদ দম্’ তথা শরীয়াতের কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা হারাম এবং যদি শরীয়াতের কারণ সাপেক্ষে কোন মুসলমান যদি ‘মুবাহুদ দম্’ হয়, অর্থাৎ হত্যা করার হুকুমে চলে আসে, সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা সাধারণ কোন মানুষের কাজ নয়। বরং তা ইসলামী রাষ্ট্রেরই প্রশাসনিক দায়িত্ব। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا فِجْرًا أَوْ هَمَّ خِلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ

أَعْدَائِهِ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٥٧﴾ (পারা- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ৯৩)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জেনে বুঝে হত্যা করে, তবে তার বদলা জাহান্নাম। দীর্ঘদিন তাতে থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তার জন্য তৈরী রেখেছেন মহা শাস্তি।) হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ পাকের কাছে একজন মুসলমান হত্যা হওয়ার চেয়ে অনেক হালকা।<sup>(১)</sup>

﴿৭৫﴾ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাকিম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আসল নাম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ দ্বাব্বী তাহমানী নিশাপুরী শাফেয়ী। উপনাম আবু আবদুল্লাহ এবং ইবনে বাইয়ী নামেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ।<sup>(২)</sup> ৩২১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখ

(১) (সুনানে তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফি তশদীদি কতলিল মু'মিন, ৩য় খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪০০।)

(২) (মুজামুল ওয়াল্লিফীন, মুহাম্মদ আল হাকেম, ৩য় খন্ড, ১৪৫৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৪৩৫০)



সোমবারে নিশাপুরে তাঁর জন্ম।<sup>(১)</sup> আর সেখানেই ৪০৫ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয়।<sup>(২)</sup> তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, হাফেয এবং ঐতিহাসিক।<sup>(৩)</sup> কাযী হওয়ার সুবাদে তিনি হাকিম নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। দুই হাজারেরও অধিক ওস্তাদ হতে তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। আর ফিকাহর জ্ঞান ইবনে আবি হোরায়রা, আবু সাহাল ছু'লুকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রমুখ হতে অর্জন করেছেন। তিনি বহু কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি হলো; (১) ফাযায়িলু ফাতিমাতিয যাহরা, (২) মারিফাতু উলুমিল হাদীস, (৩) আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, (৪) তারীখু ওলামায়ি নিশাবুর এবং (৫) ফাযায়িলুল ইমাম আশ শাফেয়ী ইত্যাদি।

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস শাস্ত্রেও তিনি বহু কিতাব রচনা করেন। সেগুলোর খন্ড এক হাজার পাঁচশ পর্যন্ত।<sup>(৪)</sup> ইমাম দারা কুতনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “ইবনে মুন্দাহ এবং ইবনে বাইয়ি (অর্থাৎ ইমাম হাকিম)-এই দুইজনের মধ্যে অধিক স্মরণশক্তি কার?” বলেছিলেন: “ইবনে বাইয়ি অধিক স্মরণশক্তির অধিকারী।”<sup>(৫)</sup> হযরত সাযিয়দুনা ইবনে খাল্লীকান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: “হযরত সাযিয়দুনা ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। আর এমনসব কিতাব প্রণয়ন করেন, ইতোপূর্বে কেউই সেই ধরণের কিতাব লিখেননি। তিনি আরো বলেছেন: “তিনি ছিলেন আলিম, আরিফ এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী।”<sup>(৬)</sup>

## উক্তি সমূহ:

\* হাফেয আবু হাযেম আবদাবী বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: “যমযমের পানি পান করে আমি আল্লাহ

(১) (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল হাকেম, ১৩তম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭১৪)

(২) (আলামু লিয় যারকালী, আল হাকেম আন নীশাবুরী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)

(৩) (মুজামুল মুয়াল্লিফীন, মুহাম্মদ আল হাকেম, ৩য় খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৪৩৫০)

(৪) (মুজামুল মুয়াল্লিফীন, মুহাম্মদ আল হাকেম, ৩য় খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৪৩৫০। ওয়াফিয়াতুল আয়ান, আল হাকেম আন নীশাবুরী, ৪র্থ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬১৫)

(৫) (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল হাকেম, ১৩তম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭১৪)

(৬) (ওয়াফিয়াতুল আয়ান, আল হাকিম আন নীশাবুরী, ৪র্থ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬১৫)

পাকের দরবারে ফরিয়াদ করেছিলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম লেখনী দান করো।”<sup>(১)</sup>

### ওফাত:

আবু মুসা মদীনী বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন গোসলখানায় গিয়ে গোসল করে বেরিয়ে এলেন। এরপর ‘আহ্’ বলে চিৎকার দেন এবং সেই সাথে তার দেহ পিঞ্জর থেকে রুহ বের হয়ে গেলো। বুধবার আসরের নামাযের পর তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন কাযী আবু বকর হীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।<sup>(২)</sup>

## ﴿১০৫﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### হাদীস লিখায় মুক্তি:

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন আশআছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ঘোড়ার উপর ভাল অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন: “মুক্তি অর্জন করে নাও।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “কীভাবে অর্জন করব?” বললেন: “হাদীস শরীফ লিখে।”<sup>(৩)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

## ﴿৭৬﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসেম

### হিবাতুল্লাহ্ শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি এর নাম হিবাতুল্লাহ্ বিন হাসান বিন মনছুর তাবারী রাযী শাফেয়ী লালকায়ী এবং উপনাম আবুল কাসেম। তিনি একজন হাফেযুল হাদীস এবং

<sup>(১)</sup> (তাবাকাভুশ শাফেয়িয়াতিল কুবরা লিস সুবকী, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্, ৪র্থ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩২৯)

<sup>(২)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল হাকেম, ১৩তম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭১৪)

<sup>(৩)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল হাকেম, ১৩তম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭১৪)

যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী ছিলেন। শায়খ আবু হামেদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কাছে তিনি শাফেয়ী ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। ৪১৮ হিজরি মোতাবেক ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনওয়ারে পবিত্র রমযান মাসে যুবক বয়সেই তিনি ইস্তিকাল করেন।

## ﴿১০৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**সুন্নাতের উপর আমল করার বরকত:**

হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেছেন: হযরত সায্যিদুনা আলী বিন হোসাইন বিন জাদ উকবারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায্যিদুনা হিবাতুল্লাহ তাবারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” উত্তরে তিনি অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন: “সুন্নাতের উপর আমল করার বরকতে।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

## ﴿৭৭﴾ হযরত সায্যিদুনা খতীব বাগদাদী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

**জীবনী:**

তাঁর নাম আহমদ বিন আলী বিন ছাবেত শাফেয়ী বাগদাদী। উপনাম আবু বকর। তিনি খতীব বাগদাদী নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম ৩৯২ হিজরিতে এবং ওফাত হন ৪৬৩ হিজরিতে।<sup>(২)</sup> তাঁর পিতা আবুল হাসান ছিলেন হাফেযে কুরআন। পিতা আবু হাফছ কান্তানী থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বাগদাদের দরযীজান অঞ্চলের খতীব ছিলেন। হযরত সায্যিদুনা খতীব বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল লালকায়ী (হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান), ১৩তম খন্ড, ২৬৯, ২৭০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭৮৮)

<sup>(২)</sup> (আল আলামু লিয় যারকালী, আল খতীবুল বাগদাদী, ১ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

একজন প্রসিদ্ধ ইমাম, অসংখ্য কিতাবের রচয়িতা, উত্তম হাফেজদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আবু উমর বিন মাহদী, আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বাযযার, আবুল হোসাইন বিন বিশরান এবং হাফেয আবু নুআইম আসফাহানী প্রমূখ হতে জ্ঞান অর্জন করেন।<sup>(১)</sup> তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বড় ইমাম ছিলেন। ফিকহে শাফেয়ী অর্জন করেন আবু হাসান বিন মাহামেলী এবং কাযী আবু তৈয়বের নিকট।<sup>(২)</sup> হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম বিন আলী ফিরোযাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: “খতীব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের জ্ঞানে এবং হেফযে হযরত সাযিয়দুনা ইমাম দারা কুতনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সমপর্যায়ের।”<sup>(৩)</sup> আবুল হাসান হামদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: “এই ইলম হযরত সাযিয়দুনা খতীব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সাথে সাথে চলে গেছে।” শুজা যুহলী বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা খতীব বাগদাদ রَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম, মুসান্নিফ, হাফেযুল হাদীস ছিলেন। তাঁর কোন জুড়িই নেই।”<sup>(৪)</sup> পবিত্র হজ্জব্রত পালনকালে তিনি তিন নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করেছিলেন এবং তিনটি দোয়া করেছিলেন। প্রথম দোয়াটি ছিলো: “আমি যেন বাগদাদে বাগদাদের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারি। দ্বিতীয় দোয়াটি ছিল: মনছুরের জামে মসজিদে আমি যেন হাদীস লিখাতে পারি। আর তৃতীয় দোয়াটি ছিল: আমি যেন হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাশে দাফন হতে পারি।”<sup>(৫)</sup> তাঁর এই তিনটি দোয়াই কবুল হয়েছিলো।

## ﴿১০৭﴾ রহতে ডরা কাহিনী

### সাদা পাগড়ী ও সাদা পোশাক:

হযরত সাযিয়দুনা আবু আলী হাসান বিন আহমদ বিন হোসাইন বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি শায়খ আবু বকর খতীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম,

(১) তারিখে মদীনা দামেশক, আহমদ বিন আলী, ৫ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৬। তাযকিরাতুল হফফায, আল খতীবুল হাফেযুল কবীর, আল জুযউছ ছালিছ, ২য় খন্ড, ১২২১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০১৫)

(২) প্রোণ্ড, আল জুযউছ ছালিছ, ২য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

(৩) তারিখে মদীনা দামেশক, আহমদ বিন আলী, ৫ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৬)

(৪) তাযকিরাতুল হফফায, আল খতীবুল হাফেযুল কবীর, আল জুযউছ ছালিছ, ২য় খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০১৫)

(৫) তারিখে মদীনা দামেশক, আহমদ বিন আলী, ৫ম খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৬)

তিনি সুন্দর সাদা রঙের পাগড়ী, সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায়, খুবই আনন্দিত এবং মুচকি হাসছিলেন। আমার পুরাপুরি মনে নেই যে, “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ يَا مُحَمَّدٌ” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?”-এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে না কি এমনিতে তিনি নিজে থেকেই আমাকে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” অথবা বলেছিলেন: “আমার উপর বড়ই দয়া করেছেন। আর এমন সকল ব্যক্তিকেই তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন বা এমন সকল ব্যক্তির প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়া দেখিয়েছেন যারা তাওহীদ এবং রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। অতএব, তোমরা সবাই খুশি থাক।”<sup>(১)</sup>

## ﴿১০৮﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### প্রশান্তির বাগানে:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: আবুল ফযল বিন খাইরুন বলেন: এক নেককার ব্যক্তি এসে আমাকে বললেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা খতীব বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বললেন: “أَنَا فِي رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَجَنَّةٍ نَعِيمٍ” অর্থাৎ আমি প্রশান্তিময় ফুল<sup>(২)</sup> ও প্রশান্তির বাগানে অবস্থান করছি।”

(১) (তারিখে মদীনা দামেশক, আহমদ বিন আলী খতীবে বাগদাদ, ৫ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৬)

(২) ﴿٨٩﴾ رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَجَنَّةٍ نَعِيمٍ (পারা- ২৭, সূরা- ওয়াক্বআহ, আয়াত- ৮৯)। আয়াতটিতে ‘রাইহান’ শব্দের টাকায় সদরুল আফাযিল হযরত সাযিয়দুনা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আবুল আলীয়া বলেন, আল্লাহর নৈকট্যশীল কোন বন্দা যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করার সময় সন্নিকট হয়, তখন তার জন্য জান্নাতের ফুলের শাখা নিয়ে আসা হয়। তিনি সেগুলোর সুঘান নিতে থাকেন। এমন সময় তাঁর রুহ কবজ করা হয়।

## ﴿১০৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন:

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন মারযুক যাফারানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ফকীহ হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বিন আহমদ বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন: তিনি খতীব বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে এই অবস্থায় দেখেছেন যে, তাঁর পরণে সুন্দর সাদা পোশাক, মাথায় সাদা পাগড়ী, খুবই আনন্দিত এবং তিনি মুচকি হাসছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম; “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর বললেন: “আল্লাহ তাআলা, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আমার উপর দয়া করেছেন। যারাই তাঁর দরবারে গেছে সবার সাথেই তিনি সদয় আচরণ করেন এবং ক্ষমা করে দেন। আপনাদের জন্যও সুসংবাদ।” এটি ছিলো তাঁর ওফাতের কিছুদিন পরের কথা।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

## ﴿৭৮﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবুল কাসেম কুশাইরী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর পূর্ণ নাম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন বিন আবদুল মালিক কুশাইরী শাফেয়ী এবং উপনাম আবুল কাসেম। তিনি ৩৭৬ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব অবস্থায় তিনি পিতাকে হারান। তিনি সাহিত্য ও আরবি শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর হযরত সাযিয়্যুনা আবু আলী দাঙ্কাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর মজলিসে উপস্থিত হতে লাগলেন।

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল খতীবুল বাগদাদী, ১৩তম খন্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪২১০)

ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন আবু বকর মুহাম্মদ বিন বকর তুসী থেকে। আর ইলমে কালাম অর্জন করেন হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর বিন ফুরাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে।<sup>(১)</sup> তিনি একাধারে সূফী, মুফাসসির, ফকীহ, উসূলী, মুহাদ্দিস, বজা, ওয়ায়েজ, সাহিত্যিক এবং কবি ছিলেন। ৪৬৫ হিজরিতে তিনি নিশাপুরে ইস্তিকাল করেন।<sup>(২)</sup> আর তাঁকে শায়খ হযরত সাযিয়দুনা আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর পাশে দাফন করা হয়। তাঁর সম্মান স্বরূপ অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তানই তাঁর ঘরে ঢুকেননি এবং তাঁর কিতাব-পত্র ও কাপড়-চোপড়ে হাত দেননি।<sup>(৩)</sup> আবু হাসান বাখারযী বলেন: “তিনি যদি তাঁর ওয়াজের লাঠি কোন পাথরের উপরিভাগে মারেন, তাহলে আল্লাহর ভয়ে সেটিও গলতে আরম্ভ করতো।”<sup>(৪)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* তাওয়াক্কুলকারী সেই ব্যক্তি যার মন রিযিকের সন্ধান করা থেকে চূপ থাকে।<sup>(৫)</sup>
- \* আল্লাহ পাককে ভয় করা মানে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ পাকের পাকড়াওকে ভয় করা।<sup>(৬)</sup>

## ﴿১১০﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### পরিশুদ্ধ বিশ্রাম:

আবু তুরাব মারাগী তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বলছেন: “আমি খুবই পবিত্র পরিবেশ ও পূর্ণ বিশ্রামেই আছি।”<sup>(৭)</sup>

(১) (আল মুনতাহিম লি ইবনি জাওযী, আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন, ১৬তম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৪২৩)  
 (২) (মুজামুল মুয়াল্লিফীন, আবদুল করীম আল কুশাইরী, ২য় খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৯৮)  
 (৩) (আল মুনতাহিম লি ইবনে জাওযী, আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন, ১৬ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৪২৩)  
 (৪) (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল কুশাইরী, ১৩তম খন্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪১৮২)  
 (৫) (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবুছ ছামড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)  
 (৬) (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবুল খাওফ, ১৬১ পৃষ্ঠা)  
 (৭) (তারিখুল ইসলাম লিয় যাহাবী, আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন, ৩১তম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৪০)

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ التَّوْبِ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

## ﴿৭৯﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবু সালিহ্ আহমদ বিন মুয়াজ্জিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম আহমদ বিন আবদুল মালিক বিন আলী। উপনাম আবু সালিহ এবং তিনি মুয়াজ্জিন নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর জন্ম ৩৮৮ হিজরিতে। তিনি ছিলেন তাঁর যুগে খোরাসানের মুহাদ্দিস। তিনি একাধারে আমানতদার, সূফী এবং হাফেযুল হাদীস ছিলেন। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অনেক বৎসর তিনি আযান দিয়েছিলেন। বায়হাকিয়া মাদরাসার পরিচালক ছিলেন। ব্যবসায়ী ও ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করতেন এবং হকদারদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। ৪৭০ হিজরির ৭ই রমযান ইহজগত হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।<sup>(১)</sup>

## ﴿১১১﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

অধিক দরুদ শরীফ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে:

হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ হোসাইন বিন আহমদ কাওওয়ায বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া করলাম: “হে আল্লাহ! আমি আবু সালিহ মুয়াজ্জিনকে স্বপ্নে দেখতে চাই।” অতঃপর আমার দোয়া কবুল হলো। স্বপ্নে তাঁকে ভাল অবস্থায় দেখে বললাম: “হে আবু সালিহ! আপনি আমাকে এখানকার অবস্থার কথা বলুন।” তিনি বললেন: “হে আবু হাসান! রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর যদি অধিক হারে দরুদ পাঠ না করতাম তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।”<sup>(২)</sup>

(১) (তায়কিরাতুল হুফফায, আল মুয়াজ্জিন আবু সালিহ, ২য় খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০২২)

(২) (সোআদাতুদ দারাইন, আল বাবুর রাবিউ ফিমা ওয়ারাদা মিন লাভায়িফ, আল লাতিফাতুছ ছালাছন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)



(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায়

আমাদের ক্ষমা হোক। **اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

## ﴿৮০﴾ হযরত সায়িদুনা আবুল কাসেম সাআদ যানজানী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ**

**জীবনী:**

তিনি **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** এর নাম সাআদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী এবং উপনাম আবুল কাসেম। ৩৮০ হিজরির শুরু দিকে কিংবা ৩৭৯ হিজরির শেষের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাফেযুল হাদীস, পরহেজগার, কারামাত সম্পন্ন এবং পবিত্র হেরেম শরীফের শায়খ। তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার জন্য মিসর, গাযা, যানজান এবং দামেশক সফর করেন। অবশেষে তিনি মক্কা মুকাররামা **رَادَمَا اللهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا** এর মধ্যে বসবাস করতে থাকেন এবং হেরেমের শায়খ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি হেরেম শরীফে উপস্থিত হলে তাওয়াফের স্থান খালি হয়ে যেতো। সবাই হাজরে আসওয়াদের চেয়ে তাঁর হাতে বেশি চুমু দিতো। ইসমাঈল তাইমী বলেন: তিনি ছিলেন মহান ইমাম। তিনি হাদীস এবং সুন্নাত সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখতেন। ৪৭১ হিজরির শুরুতে কিংবা ৪৭০ হিজরির শেষের দিকে তিনি ইন্তিকাল করেন।<sup>(১)</sup>

## ﴿১১২﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

**মুহাদ্দিসদের একেফ মজলিশের বিনিময়ে জান্নাতী ঘর:**

আবুল কাসেম ছাবেত বিন আহমদ বিন হোসাইন বাগদাদী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন: আমি আবুল কাসেম সাআদ বিন মুহাম্মদ যানজানী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** কে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি বারবার বলছিলেন: “হে আবুল কাসেম! আল্লাহ পাক মুহাদ্দিসদের জন্য তাঁদের প্রতিটি মজলিশের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে ঘর

<sup>(১)</sup> (তায়কিরাতুল হুফফায়, আল জুয'উল আউয়াল, ২য় খন্ড, ২৪৩-২৪৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০২৬)

তৈরী করেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

﴿৮১﴾ হজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিদ্দুনা ইমাম গাযালী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ*

জীবনী:

তিনি এর নাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ তুসী গাযালী। উপনাম আবু হামেদ। উপাধি হুজ্জাতুল ইসলাম। ৪৫০ হিজরি মোতাবেক ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে “তাবারানে” তাঁর জন্ম হয়। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি আপন নগরীতেই অর্জন করেন। সেখানে তিনি ফিকাহর কিতাবাদি হযরত সাযিদ্দুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ রাযাকানী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর কাছেই পড়েন। তারপর তিনি “জুরজান” গমন করেন। সেখানে ইমাম আবু নছর ইসমাঈলী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর খেদমতে অবস্থান করেন। এরপর আপন নগরী ‘তুসে’ চলে আসেন। নিশাপুরে ইমামুল হেরমাইন *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর দরবারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, মতবিরোধী মাসায়িল, মোনাজেরা, মানতিক, হিকমত, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জন করেন। হযরত সাযিদ্দুনা শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবি *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: “হযরত সাযিদ্দুনা ইমাম গাযালী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* একজন কুতুবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুয়ুর্গানে দ্বীন বলেন: “কুতুব তিনজন। ইলমের কুতুব হলেন ইমাম গাযালী, অবস্থাদীর কুতুব হলেন বায়েজীদ বোস্তামী এবং মকামাতের কুতুব হলেন হুযুর গাউছে আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ*। তাঁরই শিষ্য হযরত সাযিদ্দুনা মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া নিশাপুরী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: তাঁর ফযীলতগুলো কেবল পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানীরাই বুঝতে পারেন।

হযরত সাযিদ্দুনা যাহাবী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* ‘সিয়রে আলামুন নিবলায়’ তাঁকে

<sup>(১)</sup> (তারিখে মদীনা দামেশক, সাআদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ, ২০তম খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ২৪২২)

যেসব উপাধিতে ভূষিত করেন সেগুলো হলো: শায়খুল ইমামুল বাহার, হুজ্জাতুল ইসলাম, ওজুবাতুজ্জামান, যাইনুদ্দীন, আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আত তুসী, আশ শাফেয়ী, গাযালী, ছাহেবে তাসানীফ ও আয যাকাইল মুফরিত। তাসাওউফ বিষয়ে তাঁর ‘ইহুইয়াউল উলূম’ কিতাবটি জগদ্বিখ্যাত।

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম সুবকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: ইহুইয়াউল উলূম এমন একটি কিতাব যার হিফায়ত ও প্রকাশ করা মুসলমানদের জন্য একান্তই অপরিহার্য। যেন বেশি থেকে বেশি লোকেরা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। এই কিতাবটি অধ্যয়ন করার মাধ্যমে মানুষের অলসতার নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে। ৫০৫ হিজরি মোতাবেক ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে ‘তাবরানেই’ তাঁর ওফাত হয়।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* আল্লাহ পাকের আশা নিয়ে আমল করা, ভয় নিয়ে আমল করার চেয়ে উত্তম। কারণ, বান্দা আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করে ভালবাসার মাধ্যমে। আর এই ভালবাসা আশা দিয়েই অধিক প্রকাশ করা যায়।<sup>(২)</sup>
- \* পীরের অভ্যন্তরিন আদব হলো; তাঁদের কাছ থেকে যা কিছু শুনবে সেগুলো বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করবে এবং বাতেনীভাবে কথায় বা কাজে সেগুলো অস্বীকার করবে না, যাতে করে সেগুলোতে মুনাফেকীর দাগ না লাগে।<sup>(৩)</sup>

## ﴿১১৩﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### মাছির প্রতি দয়া করার বরকত:

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟”

<sup>(১)</sup> (আল আলামুয যারকালী। আল গাযালী, ৭ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা। আতহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ১ম খন্ড, ৯, ১৩, ৩৭ পৃষ্ঠা।

সিয়রে আলামুন নিবলা, আল গাযালী, ১৪তম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৬০৩)

<sup>(২)</sup> (ইহুইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবুল খাওফি ওয়ার রযা, বয়ানু ফযীলতির রজা, ৪র্থ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (মজমুয়ায়ে রাসায়িল লিল ইমাম গাযালী, আইয়ুহাল ওয়ালাদ, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে তিনি বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দাঁড় করালেন। তারপর ইরশাদ করলেন: “তুমি আমার দরবারে কী নিয়ে এসেছো?” উত্তরে আমি বিভিন্ন ইবাদতের কথা তুলে ধরলাম তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: “তুমি একবার বসে বসে লিখছিলে। এমন সময় একটি মাছি এসে তোমার কলমের উপর বসেছিলো। তখন তুমি সেটির প্রতি সদয় হয়ে কালি চুষার জন্য সেটি ছেড়ে দিয়েছিলে, কিছু বলনি। সেই কারণে আজ আমিও তোমার প্রতি দয়া করলাম। যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।)

## ﴿৮২﴾ হযরত সাযিয়্যুনা কাযী ইয়ায মালিকী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ**

### জীবনী:

তিনি **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** এর নাম ইয়ায বিন মুসা বিন ইয়ায বিন আমর সাবতী মালিকী। উপনাম আবুল ফযল এবং তিনি কাযী আয়ায নামেই সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ৪৭৬ হিজরিতে “সাবতায়” জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃপুরুষ উন্ডুলুসের অধিবাসী। ২০ বৎসর বয়সে তিনি হযরত সাযিয়্যুনা হাফেয আবু আলী গাসসানী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** এর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর তাঁর ইস্তিকালের পর উন্ডুলুস চলে আসেন। ইলমে ফিকাহ হাছিল করেন মুহাম্মদ বিন ঈসা তাইমী এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ মাসীলী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا** এর কাছে। তিনি ছিলেন সেই যুগের ইমাম, অনেক জ্ঞানের পারদর্শী, উচ্চ পর্যায়ের মেধাবী এবং অত্যন্ত স্মরণশক্তির অধিকারী। তিনি অনেক দিন যাবৎ সাবতার কাযী পদে দায়িত্বরত ছিলেন। তারপর “গরনাতা” চলে যান এবং সেখানেও কিছুদিন কাযী থাকার পর সেখান থেকে “কুরতুবায়” গমন করেন। ৫৪৪ হিজরির জমাদিউল আখির মাসের শুক্রবার

<sup>(১)</sup> (ফয়যুল কদীর শরহে জামেউস সগীর, ১ম খন্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৪১)

রাতে তাঁর ওফাত হয় এবং সমাহিত হন মাররাকুশে।<sup>(১)</sup> তাঁর রচিত ‘আশ শিফা বিতা’রীফি হুকুকিল মুস্তফা’ কিতাবটি সারা বিশ্বেই সাড়া জাগানো বিখ্যাত এবং অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব। কিতাবটি যেই ঘরে রাখা হয় সেই ঘর যে কোন ক্ষয়-ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকে। যদি কোন নৌকাতে রাখা হয় সেটি পানিতে ডুববে না। কোন রোগী যদি কিতাবটি পাঠ করে কিংবা কাউকে দিয়ে পাঠ করায়, আল্লাহ পাক তাকে আরোগ্য দান করেন। -এটি পরীক্ষিত।<sup>(২)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* আল্লাহ পাকের সাথে ভালবাসা পোষণ করা মানে তাঁর আনুগত্যে অটল থাকা এবং যে কোন বিষয়েই আবশ্যিক ভাবে এই কথা চিন্তা করা যে, বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহ পাক কী হুকুম দিয়েছেন। তিনি কি সেটি করতে বলেছেন, না তা থেকে বেচেন থাকতে বলেছেন।<sup>(৩)</sup>
- \* উন্নতগণ এই ব্যাপারে একমত যে, কোন মুসলমান যদি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শানে বেয়াদবী করে কিংবা কটুক্তি করে তাকে হত্যা করতে হবে।<sup>(৪)</sup>

## ﴿১১৪﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### স্বর্ণের আসন:

হযরত সাযিয়দুনা কাযী ইয়ায মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাতিজা একবার তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পাশে স্বর্ণের আসনে বসে আছেন। এই অবস্থা দেখে তাঁর মধ্যে এক ধরণের ভয় ও উৎকর্ষতা সৃষ্টি হলো। হযরত সাযিয়দুনা কাযী ইয়ায মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এই অবস্থা দেখে বললেন: “হে ভাতিজা! আমার কিতাব ‘আশ শিফা’টি

(১) (তাযকিরাতুল হুফফায়, আয়ায বিন মুসা, ২য় খন্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০৮৩)

(২) (নাসীমুর রিয়ায, মুকাদ্দামাতুশ শারিহ, ১ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)

(৩) (ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু হালাওয়াতিল ঈমান, ১ম খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)

(৪) (আশ শিফা বিতা’রীফি হুকুকিল মুস্তফা, আল কিসমুর রাবি, ২য় অধ্যায়, ২১১ পৃষ্ঠা)

মজবুতভাবে আকড়ে রাখো। সেটিকে তোমার দলিল বানিয়ে রাখবে। -এই কথাটির মাধ্যমে তিনি যেন এই কথারই ইঙ্গিত করলেন যে, “আমার এই মর্যাদা ও সেই কিতাবটির কারণেই অর্জিত হয়েছে।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿৮৩﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল গনী হাম্বলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

তিনি এর নাম হযরত সাযিয়্যুনা আবু মুহাম্মদ তকিউদ্দীন আবদুল গনী বিন আবদুল ওয়াহেদ বিন আলী জাম্মাঙ্গলী হাম্বলী। তিনি ছিলেন হাফেয়ুল হাদীস এবং রিজালুল হাদীস জ্ঞানেও ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। ৫৪১ হিজরি মোতাবেক ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘নাবুলসের’ ‘পার্শ্ববর্তী’ ‘জাম্মাঙ্গলে’ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। শিশুকালে তিনি ‘দামেশকে’ চলে যান। পরে সেখান থেকে ‘ইস্কান্দারিয়া’ ও ‘ইসফাহান’ চলে যান এবং জীবনে তিনি বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অবশেষে ৬০০ হিজরি মোতাবেক ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মিসরে ইত্তিকাল করেন।<sup>(২)</sup> তিনি দামেশকের জামে মসজিদে জুমাবার রাতে ও দিনে হাদীসের দরস দিতেন। দরসে অগণিত লোক উপস্থিত থাকতেন। হাদীসের দরসে তিনি লোকদেরকে কাঁদাতেন। এমনকি একবার কেউ তাঁর দরসে গেলে সে আর কখনো অনুপস্থিত হতো না। দরস শেষে তিনি দীর্ঘ দোয়াও করতেন।<sup>(৩)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* তিনি অর্ধরাতে উঠে অযু করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। এক রাতে তিনি সাত কি আটবার অযু করতেন। তিনি বলতেন:

<sup>(১)</sup> বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> আল আলামু লিয যারকালী, আল জাম্মাঙ্গলী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আবদুল গনী বিন আবদুল ওয়াহেদ, ১৬তম খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৩৮৫)

নামাযে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাদ পাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অঙ্গগুলো ভিজা থাকে।

- \* আমি আল্লাহ পাক র কাছে দোয়া করেছিলাম, আমাকে আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় অবস্থা দান করো। ফলে তিনি আমাকে তাঁর ন্যায় নামায দান করেছেন। হযরত সাযিয়দুনা যিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: সেই দোয়ার পর তিনি পরীক্ষা আর কষ্টের শিকার হয়ে পড়েন।<sup>(১)</sup>

### ﴿১১৫﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

#### আরশের নিচে আসন:

ফকীহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা কামাল আবদুর রহীম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলেছেন: “হাফেয আবদুল গনী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর জন্য প্রতি জুমার রাতে আরশের নিচে একটি আসন রাখা হয়। আর তাঁর সামনে নবী পাক, সাহিবে লাওলাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হাদীসগুলো পাঠ করা হয়। তাঁর উপর মণি-মুক্তা-হীরা-চুনি-পান্না ইত্যাদি ছিটানো হয়।” হযরত সাযিয়দুনা কামাল আবদুর রহীম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আঙ্গিনে কিছু বস্তু ছিলো। বললেন: “সেসব মহামূল্যবান বস্তুগুলো হতে এ হলো আমার।”<sup>(২)</sup>

### ﴿৮৪﴾ হযরত সাযিয়দুনা শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবরাহীম বিন আবদুল ওয়াহেদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

#### জীবনী:

হযরত সাযিয়দুনা আল্লামা শায়খ ইমাদুদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আবদুল ওয়াহেদ বিন আলী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হযরত সাযিয়দুনা হাফেয আবদুল গনী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ছোট ভাই। তিন অনেক বড় ফকীহ ও মুফতী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণ ও পরহেজগার ছিলেন। তিনি অধিক হারে নফল নামায

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিব্বা, আবদুল গনী বিন আবদুল ওয়াহেদ, ১৬তম খন্ড, ২৫-২৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৩৮৫)

<sup>(২)</sup> (প্রাণ্ড, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

আদায় ও নফল রোযা রাখতেন। একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। দুইবার বাগদাদ শরীফ গমন করেন এবং সেখানে তিনি হাদীস শরীফ শ্রবন করেন। তিনি ‘কিতাবুল ফুরু’ কিতাবটির রচয়িতা। ৬১৪ হিজরি মোতাবেক ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দামেশকে ইস্তিকাল করেন। উমাবী জামে মসজিদের নিকট তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাযায় লোকজনের এতো ভীড় ছিলো যে, সিবত ইবনে জাওয়ী বলেন: পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ‘মাগারাতুদ দাম’<sup>(১)</sup> পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছিল কেবল মাথা আর মাথাই দেখা যাচ্ছিল। এমনকি উপর থেকে সরষে ছিটিয়ে দেওয়া হলে সেগুলো মাটিতে পড়বেনা।<sup>(২)</sup>

## ﴿১১৬﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

### ইন্তিকালের পর সবুজ পাগড়ী:

সিবত ইবনে জাওয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন; তাঁর দাফনের রাতে আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম, তখন তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর জানাযা এবং এতে অংশগ্রহণ করা অজস্র লোক সম্বন্ধে আমি ভাবতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, তিনি তো অত্যন্ত নেককার মানুষ ছিলেন। যখন তাঁকে কবরে রাখা হবে তখন তাঁর সাথে আল্লাহ পাকের দীদার হতে থাকবে। এমন সময় এ শেরগুলো (কবিতা) আমার মনে পড়ে গেলো যেগুলো হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে আমাকে শুনিয়েছিলেন। অতঃপর আমি বললাম; আশা করা যায় যে, হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় তিনিও মহান

<sup>(১)</sup> (এটি দামেশকেরই একটি স্থান। কথিত আছে, এই স্থানে হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام হযরত সাযিয়দুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام হযরত সাযিয়দুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام হযরত সাযিয়দুনা আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام হযরত সাযিয়দুনা লূত عَلَيْهِ السَّلَام নামায আদায় করেছিলেন। সেই কারণে অনাবৃষ্টির সময় সবাই সেখানে গিয়েই বৃষ্টি প্রার্থনা করতো। ফলে সাথে সাথে বৃষ্টিও হতো। স্থানটি সম্বন্ধে আরো একটি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, হযরত সাযিয়দুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام পুত্র কাবীল তারই আপন ভাই হাবীলকে এই স্থানেই হত্যা করেছিল। তাই স্থানটিকে ‘মাগাদিরুদ দম’ (তথা রক্তপ্লুত) বলা হয়। (তারিখে মদীনা দামেশক, ২য় খন্ড, ৩২৩-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আল বিদায়া ওয়ান নিহাযা লি ইবনি কহীর, আশ শায়খুল ইমাম আল আল্লামাতুশ শায়খ আল ইমাদ, ৮ম খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)



আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবেন। এরপর আমার ঘুম এসে গেলো। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইমাদুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সবুজ রঙের জুব্বা পরিধান করে আছেন, মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজানো। তিনি একটি বড় প্রশস্ত বাগানে মহান মর্যাদা অর্জন করেছেন।

আমি তাঁকে বললাম: “হে ইমাদুদ্দীন! কবরের প্রথম রাত আপনার কেমন কাটলো? আল্লাহ পাকের কসম! আমি শুধু আপনাকে নিয়ে ভাবছি।” তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দুনিয়ায় যেভাবে মুচকি হাসতেন সেভাবে হাসলেন। অতঃপর এই শেরগুলো (কবিতা) পাঠ করলেন: (যার সারাংশ) আমাকে যখন কবরে রাখা হল, আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও পরিবার-পরিজন থেকে আলাদা হয়ে গেলাম, ঠিক তখনই আমি আমার রবের সাথে দীদার করেছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: “আমার পক্ষ থেকে তোমাকে খুবই উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। নিশ্চয় আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট আছি। তোমার জন্য আমার দয়া ও ক্ষমা সবই রয়েছে। তুমি সারা জীবন আমার দয়া, ক্ষমা ও সন্তুষ্টির আশা নিয়েই ছিলে। তাই তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।” সিবত বিন জাওয়ী বলেন: এরপর আমার ঘুম ভাঙলো। আমার মধ্যে তখন ভয় বিরাজ করছিলো। আর আমি শেরগুলো লিখে নিলাম।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَالِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

## ﴿৮৫﴾ হযরত সায়্যিদুনা বাহরাম শাহ বিন ফররুখ শাহ বিন শাহেনশাহ বিন আইয়ুব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি আমজাদ উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তিনি কবি ও আইয়ুবী শাসনামলের বাদশাগণের একজন বাদশা ছিলেন। ৬২৮ হিজরি মোতাবেক ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে

<sup>(১)</sup> (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া লি ইবনি কছীর, আশ শায়খুল ইমামুল আল্লামাতুশ শায়খুল ইমাদ, ৮ম খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

তিনি ইস্তিকাল করেন। বাবার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

## ﴿১১৭﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

**ঈমান হিফাযতের জন্য কষ্ট স্বীকার:**

হাফেয ইবনে কছীর বর্ণনা করেন; কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে তিনি এই শেরগুলো (কবিতা) বললেন। (অনুবাদ) “আমি আমার দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত ছিলাম। এখন সেই ভয় আমার কেটে গেছে। আমার নফস গুনাহ থেকে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। হে মানব! তুমি যখন মারা যাবে, তখন মূলত: তুমি জীবিতই হয়ে যাবে।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

**ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুয়ুর্গানে দ্বীনেরা ঈমান হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে সदा-সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন আসবাত *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেছেন: আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি সারা রাত কান্নাকাটিতে রত ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি কি গুনাহের ভয়ে কান্নাকাটি করছেন?” তখন তিনি একটি খড়কুটা হাতে নিয়ে বললেন: “আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গুনাহ তো এই খড়কুটার চেয়েও নিকৃষ্ট। আমার ভয় হলো কখনো না ঈমানের সম্পদ হারিয়ে যায়!”<sup>(২)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! গুনাহের ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়ার নাম পর্যন্ত নেয় না, গুনাহের পর গুনাহ পিছু ছাড়ছে না, আফসোস! গুনাহের অভ্যাস

<sup>(১)</sup> (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়্যা লি ইবনি কছীর, বাহরাম শাহ, ৯ম খন্ড, ১১-১৩ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (মিনহাজুল আবেদীন, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

এমন জেদী বানিয়ে রেখেছে যে, গুনাহ করতে মনে সামান্য পরিমাণ ভয়ই আসে না। হায় হায় এই অধিক গুনাহ যেন ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়! হায়! যদি ঈমান হিফাজতের মাদানী চিন্তা হয়ে যেতো! হায়! সব সময় শেষ পরিণতির ভয়ে অন্তর ভীত থাকতো! দিনে বারবার তাওবা ও ইস্তিগফারের ধারাবাহিতকা অব্যাহত থাকতো! আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ঈমান হিফায়তের ভিক্ষা চাওয়া অব্যাহত থাকতো!

গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমানকে হিফায়ত করার মানসিকতা তৈরির করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত (১) কুফরিয়া কালীমাত কে বারে মঁ সোয়াল জাওয়াব, (২) মন্দ মৃত্যুর কারণ এবং (৩) জাহান্নাম মঁ লে জানে ওয়ালে আমাল কিতাবগুলো অধ্যয়ন করুন।

### ﴿৮৬﴾ হযরত সায়্যিদুনা ইসহাক বিন আহমদ শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

হযরত সায়্যিদুনা ইসহাক বিন আহমদ মাআররী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ একজন ইবাদতপরায়ন, দুনিয়া বিমুখ, বিনয়ী, অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দানকারী, আমলদার আলিম ছিলেন। অনেক দিন যাবৎ তিনি শিক্ষাদান এবং ফতোয়া দানের দায়িত্বে ছিলেন এবং অনেক বড় একটি দল তাঁর কাছ থেকে ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন। দুনিয়া বিমুখতা ও তাকওয়ায় তিনি লোকদের ইমাম ও অনুসরণীয় ছিলেন। তাঁর নিকট বড় বড় পদ নিবেদন করা হয়েছিল কিন্তু তিনি একটিও গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ সময় তিনি রোযা রাখতেন। নিজের উপার্জনের তিন ভাগের একভাগ আল্লাহ পাকের রাস্তায় সদকা করে দিতেন। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। প্রতি রমযান মাসে এক কপি কুরআন লিখে ওয়াকফ করে দিতেন। গায়ের রঙ গমের মতো ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। জ্বিলকদের ৬৫০ হিজরি মোতাবেক ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে দুনিয়া থেকে পর্দা করেন।

## ﴿১১৮﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আমলদার আলিমদের উসিলায় ক্ষমা:

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই দিন হযরত সাযিয়দুনা ইসহাক বিন আহমদ মাআররী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইত্তিকাল হয়, সেই দিনে দামেশকের আরো একজন অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তিরও ইত্তিকাল হয়। এক নেককার ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক হযরত সাযিয়দুনা ইসহাক বিন আহমদ মাআররী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সদকায় আমাকে এবং সেই দিন ইত্তিকালকারী সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

## ﴿৮৭﴾ হযরত সাযিয়দুনা মনছুর বিন আশ্মার

বিন কাছীর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তাঁর নাম মনছুর বিন আশ্মার বিন কাছীর সুলামী এবং উপনাম আবুস সিররী। খোরাসানের অধিবাসী। মতান্তরে এটাও বলা হয়েছে; তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর বাগদাদে স্থানান্তরিত হন। তিনি খুবই সুভাষী, সুবক্তা, ওয়ায়েজ ও নেককার বুয়ুর্গ ছিলেন। তিনি ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে ওয়াজ করতেন। দূর দুরান্ত পর্যন্ত তাঁর সুনাম ও প্রসিদ্ধি ছিলো। তাঁর দরবারে সর্বদা লোকের ভীড় থাকত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু পরহেজগারীতা, ইবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহকে ভয় করা বিষয়ক হতো। তাঁর ওয়াজ তীর হয়ে মানুষের

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, আল কামালু ইসহাক বিন আহমদ, ১৬তম খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৮২৫)

অন্তরে গেঁথে যেতো। একবার খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি এই ধরণের বয়ান কিভাবে শিখেছেন?” বললেন: “হে আমীরুল মুমিনীন! আমি নবী করীম, রাসূলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি আমার মুখে তাঁর পবিত্র থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন। আর বললেন: হে মনছুর! বলো। অতএব, আমি আল্লাহ পাকের হুকুমে বক্তব্য দেওয়া শুরু করলাম। তিনি বাগদাদে ইস্তিকাল করেন। মুহাম্মদ বিন আলী বলেন: হযরত সায্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবর “বাবে হারবের” পাশেই। কাঠের কাটিতে তাঁর নাম লেখা রয়েছে। তাঁর কবরের এক পাশে তাঁরই পুত্র হযরত সায্যিদুনা সুলাইম বিন মনছুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবর রয়েছে।<sup>(১)</sup>

### উক্তি সমূহ:

- \* ঐ সত্তা খুবই পবিত্র, যিনি আরিফদের অন্তরকে যিকিরের, দুনিয়া বিমুখদের অন্তরকে তাওয়াঙ্কুলের, তাওয়াঙ্কুলকারীদের অন্তরকে সন্তুষ্টির, ফকীরদের অন্তরকে তৃপ্তির এবং দুনিয়াদারদের অন্তরকে লোভ-লালসার উৎস বানিয়ে দিয়েছেন।<sup>(২)</sup>
- \* নফসের অনুসরণ মানুষের অধ:পতন ডেকে আনে।
- \* দুনিয়া ত্যাগকারীদের কোন রকম দুঃখ-বেদনা থাকে না। আর যারা নীরবতা অবলম্বন করে তাদেরকে ক্ষমা চাইতে হয় না।<sup>(৩)</sup>

## ﴿১১৯﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা:

হযরত সায্যিদুনা সুলাইম বিন মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার আব্বজানকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “(مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟) অর্থাৎ

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা, মনছুর বিন আম্মার, ৮ম খণ্ড, ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৪৫। তারিখে বাগদাদ, নম্বর: ৭০৫২। মনছুর বিন আম্মার, ১৩তম খণ্ড, ৭২-৭৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (কাশফুল মাহজুব, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (তায়কিরাতুল আউলিয়া, যিকর মনছুর বিন আম্মার, ১ম অংশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: তিনি আমাকে আপন নৈকট্য দানে ধন্য করেছেন আর বলেছেন: “হে আমলহীন বুড়ো! তুমি কি জান আমি কেন তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম?” আমি আরয করলাম: “হে আল্লাহ! জানি না?” ইরশাদ করলেন: “তুমি এক ইজতিমায় বয়ান করার সময় তোমার আবেগময় বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত সবাইকে কাঁদিয়েছিলে এবং সেই বয়ানে আমার এমন এক বান্দাও ছিলো, যে জীবনে কখনো আমার ভয়ে কাঁদেনি। ফলে আমি সেই কান্নাকাটি করা বান্দাটির উপর দয়া করে তাকে এবং ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। সেই জন্য তোমারও ক্ষমা হয়ে গেছে।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই, ঐসব মুবািল্লিগদের মর্যাদা অনেক উচ্চ পর্যায়ের ও সম্মানের, যাঁরা আবেগময় ও শিক্ষণীয় বয়ানের মাধ্যমে মানুষদের অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করে দেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবার হতে ছিটকে পড়া বান্দাদের ভাবাবেগপূর্ণ বয়ানের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরিয়ে আনেন। নিঃসন্দেহে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো ইসলামী ভাইয়েরা উভয় জাহানেই সার্থক ও সফল। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣٣﴾

(পারা- ৪, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ১০৪)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে।) এই ধরণের নেককার মুবািল্লিগদের বয়ানে আল্লাহ পাক এমন এক অভাবনীয় আকর্ষণ ও প্রভাব সৃষ্টি করে দেন যে, তাঁদের মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি সত্য বাক্য শ্রোতার কারণে যদিও একটি শব্দ হয়েই প্রবেশ করে, কিন্তু সেটি কারামতের তীর হয়ে তাদের অন্তরের গভীরে গিয়েই বিদ্ধ হয়। ফলে বড় বড় পাষণ-হৃদয়ের মানুষও তাতে

<sup>(১)</sup> (শরহস সুদুর, বাবু নাবায়ুম মিন আখবারি মার রাআল মাওত, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রভাবিত হয়ে জবাই-করা মুরগীর ন্যায় ছটফট করতে থাকে।

### ﴿১২০﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

এক ব্যক্তি হযরত সাযিদ্‌দুনা মনছুর বিন আশ্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “(مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟) অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আমাকে বলেছেন: “হে মনছুর! আমি তোমাকে এই কারণেই ক্ষমা করে দিয়েছি যে, তোমার কাছে লোকজন ভীড় জমাত। আর তুমি তাদেরকে আমার স্মরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। (أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ))

### ﴿৮৮﴾ হযরত সাযিদ্‌দুনা ওতবা বিন আবান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

জীবনী:

তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটিতে ব্যস্ত এবং সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয় পোষণকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ‘ওতবাতুল গোলাম’ নামেই অধিক পরিচিত। হালকা রঙের দুইটি চাদর পরিধান করতেন। একটি লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করতেন, আরেকটি গায়ে জড়াতেন। সব সময় রোযা রাখতেন। সমুদ্রের তীরে, বনে-জঙ্গলে এবং কবরস্থানে অবস্থান করতেন। তাঁর মূলধন কেবল একটি মুদ্রা ছিলো। তা দিয়ে তিনি খেজুরের পাতা কিনে নিতেন এবং সেগুলো দিয়ে কিছু বুনে তা তিন মুদ্রায় বিক্রি করতেন। তার পর একটি মুদ্রা সদকা করে দিতেন, একটি মুদ্রা নিজের মূলধন হিসাবে রেখে দিতেন আর একটি মুদ্রা দিয়ে ইফতারা কিনে নিতেন।<sup>(২)</sup> একবার একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার

<sup>(১)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, মনছুর বিন আশ্মার, ৯ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৪০৮১।

<sup>(২)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, ওতবাতুল গোলাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৬৭। সিয়রে আলামুন নিবলা, ওতবাতুল গোলাম, ৭ম খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০২৪)

সময় তিনি কাঁপছিলেন। শরীর থেকে ঘাম বের হতে লাগলো। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন: “এটি সেই জায়গা যেখানে আমি ছোট বেলায় গুনাহ করেছিলাম।”<sup>(১)</sup>

### মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনেরা নিজেদের শৈশব কালের গুনাহর কথাও স্বরণ রাখতেন। আর তার জন্য আল্লাহ পাককে অত্যন্ত ভয় করতেন। অন্যদিকে আমাদের মতো বদ-নসীবদের অবস্থা! বালেগ হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে করা গুনাহের কথাও ভুলে যাই। তদুপরি ভুল-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ ছিঁটেফুটো কয়েকটি নেক আমলের কথা মনে রেখে দিয়ে সেগুলো নিয়ে কত অহংকার করতে থাকি!

### উক্তি সমূহ:

- \* তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ অধিকাংশ সময় সিজদায় এই কথা বলতেন: “হে আল্লাহ! আমার হাশর পশু-পাখির পিঠে করো!”<sup>(২)</sup>
- \* হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাজির রিয়াহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেছেন: হযরত সায়্যিদুনা ওতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ একবার বলেছিলেন: “যদি মৃত্যু কামনা করা জায়িজ হতো তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম।” আমি বললাম: “আপনারা কেন মৃত্যু কামনা করেন?” বললেন: “তাতে আমার জন্য দুইটি ভাল দিক রয়েছে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কী?” বললেন: “প্রথমত: ফাজির ফাসিকের সংস্পর্শ থেকে বাঁচা যাবে। দ্বিতীয়ত: নেককারদের সংস্পর্শ থাকার আশা করা যাবে।” আবু মুহাজির বললেন: এই বলে তিনি কান্না করতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন: আমি আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আমি এই বিষয়টি থেকে নির্ভয় নই যে, আমাকে আর শয়তানকে লোহার এক শৃংখলে একসাথে

<sup>(১)</sup> (তাম্বীছুল মুগতাররীন, ওয়া মিন আখলাকিহিম, ৪৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (হিলয়াতুল আউলিয়া, ওতবাতুল গোলাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮৪৬৭)



বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তিনি বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন।<sup>(১)</sup>

## ﴿১২১﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

### দোয়ার বরকতে জান্নাতে প্রবেশ:

হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ওবাইদ আল মারুফ ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: হযরত সাযিয়দুনা ওতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর এক শিষ্য হযরত সাযিয়দুনা কুদামা বিন আইয়ুব আতাকী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা ওতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আবু আবদুল্লাহ! مَا صَنَعَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “হে কুদামাহ! আমি ঐ দোয়ার বরকতে জান্নাতে প্রবেশ করেছি যা তোমার (ঘরে) ডান পাশে লিখা আছে। যখন সকালে আমি ঘরে এলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে হযরত সাযিয়দুনা ওতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর হাতে লেখা দোয়াটি দেখতে পেলাম: يَا هَادِيَ الْبُضِيِّينَ، يَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِينَ، وَمُقِيلَ عَثْرَاتِ الْعَاثِرِينَ، اِرْحَمْ - عَبْدَكَ ذَا الْخَطْرِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وَاجْعَلْنَا مَعَ الْأَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ” অর্থাৎ হে গোমরাহদের হেদায়ত দানকারী! হে গুনাহ্গারদের প্রতি অতিশয় দয়াবান! হে অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমাকারী! তোমার এই বড় অপরাধী বান্দাসহ সকল মুসলমানদের উপর দয়া করো। আমাকে তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো, যাঁরা জীবিত আছেন এবং যাঁদেরকে আপনি রিযিক দান করো, যাঁদের প্রতি তুমি নেয়ামত দান করেছ, অর্থাৎ আশ্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام, সিদ্দীকীন, শুহাদা এবং সালিহীনগণ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام। হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! আমার এই দোয়া

<sup>(১)</sup> (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ওতবাতুল গোলাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৮৪৯৪)

কবুল করো।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। *أَمِينَ بِجَا وَالنَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*।)

## ﴿৮৯﴾ হযরত সাযিদুনা ঈসা বিন যা-যান উবুল্লা *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ*

জীবনী:

তাঁর নাম ঈসা বিন যা-যান উবুল্লা। দাজলা নদীর তীরে উবুল্লা নামক স্থানে তাঁর যিকিরের হালকা ছিলো। তিনি অধিক হারে রোযা রাখতেন। যার ফলে তাঁর কোমর বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো এবং মুখের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।<sup>(২)</sup>

শয়তান থাকবে চোখে:

তিনি *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন: “মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, শয়তান তাদের চোখেই থাকবে।<sup>(৩)</sup> সুতরাং যারা কান্না করতে চান, কেঁদে নিন (কারণ, একটি যুগ এমনও আসবে)।<sup>(৪)</sup>

## ﴿১২২﴾ রহমতে ভরা ঘটনা

রোযাগুলোই রক্ষা করেছে:

হযরত সাযিদুনা আম্মার রাহিব *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* বলেন; উবাল্লায় হযরত সাযিদুনা ঈসা বিন যা-যান *رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ* এর মজলিসে আমাদের সাথে হযরত

(১) মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩য় খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৩৮

(২) হিফতুহু হাফওয়াহ, মিসকীনাতে তাফাবিয়াহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬১১

(৩) তাঁর এই উক্তি: ‘শয়তান তাদের চোখেই থাকবে’ দ্বারা তিনি হয়ত এই উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, মানুষ তাদের চোখ দিয়েই বেশি গুনাহ করবে। দৃষ্টি এবং নিয়ত উভয়টিই নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন আমাদের এই যুগে তা হচ্ছে। অশ্লীলতার ছড়াছড়ি চলছে। মহিলারা বেপর্দা ঘুরছে। ফিল্ম, ড্রামা ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে ফিল্ম-ড্রামা দেখে ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে নামায পড়ে না। রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করার সময় মহিলাদের দিকে বারবার ফিরে ফিরে তাকায়। খুবই কুদৃষ্টি দিয়েই তাকায়। আল্লাহর পানাহ! চোখের গুনাহ সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর’, ‘আহত সাপ’ এবং ‘লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা’—কিতাবগুলো অধ্যয়ন করুন।

(৪) (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আখবারুল হাসান ইবনে আবিল হাসান, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৫৬৪)

সায়িদ্দাতুনা মিসকীনা তুফাবিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا উপস্থিত হতেন। তিনি বসরা থেকে আসতেন। ওফাতের পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সায়িদ্দুনা ঈসা বিন যা-যান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে?” (কেননা, তিনিও ইতোপূর্বেও ইত্তিকাল করেছিলেন)। তিনি মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, “তাঁকে সুন্দর পোশাক পরানো হয়েছে। তাঁর আশ-পাশে খাদেমরা বিশেষ পানির পাত্র নিয়ে উপস্থিত থাকে। তাঁকে জান্নাতী অলংকার পরিধান করানো হয়েছে এবং কেউ বললেন: হে ক্বারী! মর্যাদার স্তরগুলো অতিক্রম করতে থাকুন। (হযরত সায়িদ্দাতুনা মিসকীনা তুফাবিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا বললেন) আমার জীবনের কসম, তাঁকে তাঁর রোযাগুলোই রক্ষা করেছেন।”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয রোযা ছাড়া নফল রোযারও অভ্যাস করা উচিত। এতে দ্বীনি ও দুনিয়াবী অগণিত উপকারিতা রয়েছে। সাওয়াবও এমন যে, মনে চায় রোযা রাখতেই থাকি। দ্বীনি ভাবে আরো যা উপকারিতা রয়েছে—ঈমানের হিফায়ত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভ। আর যে পর্যন্ত দুনিয়াবী উপকারিতার সম্পর্ক রয়েছে—দিনের বেলায় পানাহারে ব্যয় হওয়া সময় ও খরচপাতির সাশ্রয়, পেটের সংশোধনসহ অনেক ধরণের রোগ-বালাই থেকে সুরক্ষা। আর সব ধরণের উপকারিতার মূল হলো এর দ্বারা আল্লাহ পাক সম্ভুষ্ট হন, হাদীস শরীফে নফল রোযার অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন-হযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যেই ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একটি নফল রোযা রাখলো, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম হতে চল্লিশ বৎসরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।”<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, বাবু মা রাওয়া মিনাশ শি'রি ফিল মানাম, ৩য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৪৭)

<sup>(২)</sup> (কানযুল ওম্মাল, ৪র্থ খন্ড, ৮ম অধ্যায়, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪১৪৮)

## ﴿৯০﴾ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র নাম মুহাম্মদ। তাঁর দাদা তাঁকে আহমদ রযা বলে ডাকতেন এবং সেই নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।<sup>(১)</sup> আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর পূর্ণ নাম আবদুল মুস্তফা আহমদ রযা খাঁন বিন নক্বী আলী খাঁন, বিন রযা আলী খাঁন বিন মুহাম্মদ কাযেম আলী খাঁন বিন মুহাম্মদ আযম খাঁন বিন মুহাম্মদ সাআদত ইয়ার খাঁন বিন মুহাম্মদ সাঈদুল্লাহ্ খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ। তাঁর পূর্বপুরুষ কান্দাহারের সম্রাজ্ঞ বড়হীচ গোত্রীয় পাঠান ছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম 'আল মুখতার'। ১২৭২ হিজরির শাওয়াল মাসের ১০ম তারিখ মোতাবেক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুনের ১৪ তারিখ বেরেলী শরীফের জাসুলী গ্রামে তাঁর শুভ জন্ম হয়।<sup>(২)</sup>

তিনি ছিলেন একাধারে আমলদার আলিম, হাফেযে কুরআন, মুত্তাকী, পরহেজগার, ফকীহ, যুগের মুজাদ্দিদ এবং কারামতসমৃদ্ধ অলী। ফতোয়া লেখায় তিনি ছিলেন তাঁর সমসাময়িক ওলামাদের চেয়ে যুগশ্রেষ্ঠ। সর্বপ্রথম ফতোয়াটি তিনি ১৩ বৎসর বয়সেই লিখেছিলেন। ৫৪ বৎসর অবধি এই ধারা সুচারু রূপেই অব্যাহত থাকে। তিনি নিজেই বলছেন: ১২৮৬ হিজরির ১৪ শাবান (মোতাবেক ১৮৬৯ সনে) অধম সর্বপ্রথম ফতোয়াটি লিখি, আর ১২৮৬ হিজরির সেই ১৪ শাবানেই তাঁর উপর দারুল ইফতার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং এই দিনেই بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى নামাযও ফরয হয়।

জনাব সৈয়দ আবু আলী ছাহেব বলেছেন; আ'লা হযরত কিবলার কিছু পবিত্র অভ্যাস এরূপও ছিল: (মুহাম্মদ) নামের আকৃতিতে ঘুমানো, অউহাসি না হাসা, হাই এলে দাঁত দিয়ে আঙ্গুল চেপে ধরা এবং শব্দ না হতে দেওয়া, কুলি

<sup>(১)</sup> (তায়কিরায়ে ইমাম আহমদ রযা, ২ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৫৬-৬০ পৃষ্ঠা)

করার সময় বাম হাতে দাঁড়ি মোবারক চেপে ধরে নিচের দিকে মুখ করে পানি ফেলে দেওয়া, কখনো কিবলার দিকে মুখ করে থুথু না ফেলা, কিবলার দিকে পানি না টানানো, পাঁচ ওয়াজ্ব নামায জামাআত সহকারে মসজিদে গিয়ে আদায় করা, ফরয নামায পাগড়ী সহকারে পড়া, লোহার কলম ব্যবহার না করা, ক্ষৌরকর্ম করার সময় নিজস্ব আয়না ও চিরুনী ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা এবং মাথায় ফুলের (সুগন্ধি) তেল ব্যবহার করা।<sup>(১)</sup>

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিভিন্ন বিষয়ে কম-বেশি ১০০০ (এক হাজার) কিতাব রচনা করেছেন। এমনিতে তো ১২৮৬ হিজরি থেকে ১৩৪০ হিজরি পর্যন্ত তিনি লাখে ফতোয়া লিখেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়! সবগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। যেগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিলো সেগুলোর নাম দেওয়া হয় 'আল আতায়ান নববীয়া ফিল ফতোওয়ার রযবীয়া'। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংস্করণ)র ৩০ খন্ড রয়েছে: যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৬৫৬। সর্বমোট প্রশ্ন ও উত্তর সংখ্যা: ৬৮৪৭ এবং সর্বমোট রিসালা: ২০৬।<sup>(২)</sup>

### ওফাত:

১৩৪০ হিজরির ২৫ সফর ১৯২১ সালে জুমার দিন ভারতীয় সময় ২টা ৩৮ মিনিটে একেবারে আযানের সময়, এদিকে মুয়াজ্জিন عَلَى الْمَدِينَةِ উচ্চারণ করেন, অন্যদিকে ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়ালীয়ে নেয়ামত আযীমুল বরকত হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাজ্ব হাফেয ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পরকালের আহ্বানে লাব্বাইক বলেন।<sup>(৩)</sup>

(১) হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

(২) তাযকিরায়ে ইমাম আহমদ রযা, ১৮ পৃষ্ঠা)

(৩) তাযকিরায়ে ইমাম আহমদ রযা, ২১-২২ পৃষ্ঠা)

## ﴿১২৩﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

আ'লা হযরতের উপর রাসুলের দয়া:

এদিকে ১৩৪০ হিজরির ২৫ সফর জুমার দিন ২টা ৩৮ মিনিটের সময় বেরেলী শরীফে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এই দুনিয়া হতে রওয়ানা হচ্ছিলেন, অপর দিকে বাইতুল মুকাদ্দাসের এক সিরিয়ার বুয়ুর্গ সেই ১৩৪০ হিজরির ঠিক ২৫শে সফর স্বপ্নে দেখেছেন, স্বয়ং হুযুর পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উপবিষ্ট আছেন। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। মজলিসে নীরবতা বিরাজ করছিল। এমন ছিলো যেন কারো জন্য অধীর অপেক্ষা করা হচ্ছে। সিরিয়ার বুয়ুর্গটি দরবারে রিসালতে আরয করলেন: “فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، وَآرْثَا؟” অর্থাৎ আমার মাতা-পিতা আপনার কদম-মোবারকে কুরবান! কার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে?” ইরশাদ করলেন: “আহমদ রযার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “কোন আহমদ রযা?” ইরশাদ করলেন: “ভারতের বেরেলীর অধিবাসী।” জাগ্রত হয়ে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে, আহমদ রযা খাঁন ছাহেব অত্যন্ত যুগশ্রেষ্ঠ একজন আলিম আর এখনো তিনি জীবিতই আছেন। তাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার বাসনায় ভারতের দিকে রওয়ানা হন। বেরেলী শরীফ এসে জানতে পারলেন যে, যেই জগদ্বিখ্যাত আশিকে রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি ভারত আগমন করেছেন, তিনি ১৩৪০ হিজরির ২৫ সফর ইহজগত হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।)

<sup>(১)</sup> (সোওয়ানিহে ইমাম আহমদ রযা, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

## ৯১) আলহাজ্ব আবু ওবাইদ মুহাম্মদ মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

ছানাখানে রাসূল, বুলবুলে রওজায়ে রাসূল, মাদ্দাহে সাহাবা ও আলে বতুল, আত্তারের বাগানের সুবাসিত ফুল, মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী আলহাজ্ব আবু ওবাইদ কুরী মুহাম্মদ মোশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিন আখলাক আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩৮৬ হিজরির ১৮ রমযান মোতাবেক ১৯৬৭ সনের পহেলা জানুয়ারী সম্ভবত রবিবারে বাবু (পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা)-য় জন্মগ্রহণ করেন। এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: “আমি তাঁকে কখনো কারো গীবত করতে কিংবা কারো উপর রাগান্বিত হয়ে কথাকাটাকাটি করতে দেখিনি।” যত বড় সমস্যাই হোক অত্যন্ত সুচারু রূপেই সমাধান করতেন। যথাসম্ভব সময়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। খুবই ভাল কুরী ছিলেন। দরসে নিজামীর চার শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। কিন্তু দ্বীনের ইলম আলিমদের তুলনায় কোন অংশে কম ছিলো না। জীবনে চারবার হজ্জ এবং মদীনা শরীফ যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুরেলা কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। যিকির ও নাতেের বড় বড় ইজতিমায় তিনি প্রিয় নবীর নাত শুনাতেন এবং আশিকে রাসূলের অন্তরে তুফান সৃষ্টি করে দিতেন। জানুয়ারি ২০০০ সনে নগরীর সকল নিগরানের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে তিনি বাবুল মদীনা করাচীর নিগরান হন। সেই বৎসরের অক্টোবর মাসেই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৪২৩ হিজরির ২৯ শাবান মোতাবেক ২০০২ সনের ১১ মে সকাল সোয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যবর্তী সময়ে হাজী মুহাম্মদ মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইত্তিকাল করেন।

## ﴿১২৪﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে অপেক্ষা:

আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার সুধারণা যে, হাজী মোশতাক আত্তারী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ এর উপর রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতশাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি ছিলো। যেমন এক ইসলামী ভাই আমাকে কিছুটা এভাবে লিখেছিলেন: اَلْحَبْنُدُ لِلَّهِ! সোমবার ও মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী রাতে আমি এক ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন দেখেছি। মসজিদে নববী শরীফে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চতুর্দিকে আশিয়ায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ খোলাফায়ে রাশেদীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ হযরত হাসান-হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا সহ অসংখ্য আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উপস্থিত রয়েছেন। সম্পূর্ণ মজলিসে এক ধরণের নীরবতা বিরাজ করছে। এমন সময় প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি তাকালেন। নূরানী পবিত্র ঠোঁট দুইটি নড়ে উঠলো। রহমতের ফুল ঝরতে আরম্ভ করলো। শব্দগুলো প্রায় এরকমই ছিলো: (হে আবু বকর) মুহাম্মদ মোশতাক আত্তারী আগমন করছে। আমি তাঁর সাথে মুসাফাহা করবো। তুমিও মুসাফাহা করিও। এখানে এসে সে আমাদেরকে নাত শোনাবে।” তারপর আমার ঘুম ভেঙে গেলো। সকাল হবার সাথে সাথেই জানতে পারলাম যে, আজ সকাল সোয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যবর্তী সময়ে হাজী মুহাম্মদ মোশতাক আত্তারীর ওফাত হয়েছে।

লব পর নাতে নবী কা নাগমা কাল ভি থা অণ্ডর আজ ভি হে,

পেয়ারে নবীছে মেরা রিশ্তা কাল ভি থা অণ্ডর আজ ভি হে।

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায়

আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)



## ﴿৯২﴾ মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

### জীবনী:

মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী আলহাজ্ব হাফেয কুরী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল মাদানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৯৭৬ ইং সনের ২৬ আগষ্ট রজব মাসে ফারুকনগরে (লাড়কানা) হয়েছিলো। তিনি ছিলেন সহজ-সরল মনের মানুষ। অত্যন্ত মিশুক, মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারী, মাদানী কাফেলার মুসাফির, মুখ, পেট ও চোখের কুফলে মদীনা লাগানো ব্যক্তি, অত্যন্ত বিনয়ী এবং আমলদার মুফতী ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সর্বদা অযু সহকারে থাকতেন। তিনি প্রায় চার হাজার ফতোয়া লিখেছেন। তাফসীরে জালালাইনের প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত হাশিয়াও লিখেছেন। ২০০০ সনে তিনি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরার রোকন হন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি মজলিসে শূরাতেই ছিলেন। তাঁর ওফাতের ঘটনাটি প্রায় এরকম: ১৪২৭ হিজরি মোতাবেক ১৮ই মুহররম ২০০৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জুমার নামাযের পর তিনি দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। তারপর কিছুক্ষণ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলেন। এর পর দ্বীনি কিতাব অধ্যয়নে রত হন। সাড়ে তিনটার দিকে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য দালানের নিচের তলায় চলে এলেন। সাবইকে বলে রাখলেন, তাঁকে যেন আসরের নামাযের সময় জাগিয়ে দেওয়া হয়। নামাযের সময় হলে তাঁর আন্মাজান তাঁকে ডাকলেন। কিন্তু কোনই সাড়া-শব্দ না পেয়ে তিনি স্বয়ং নিচে নেমে এসে দেখলেন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতী অনড় দেহে পড়ে আছেন। সাথে সাথে তিনি মুফতীর বড় ভাইকে ফোন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরে চলে এলেন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁর সবকিছু পরীক্ষা করে বললেন: ইনি তো হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার কারণে প্রায় দুই ঘণ্টা আগেই ইহজগত ত্যাগ করেছেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ তাঁর সম্পর্কে বলেন: দা'ওয়াতে ইসলামীর এই মুখলিস মুবাল্লিগ আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় পোষণকারী একজন বুয়ুর্গ ছিলেন। তিনি এই হাদীসটিরই যেন সত্যরূপ ছিলেন: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ অর্থাৎ “দুনিয়ায় এমন হয়ে থাকবে যেন তুমি একজন মুসাফির।”<sup>(১)</sup> ওফাতে প্রায় ৩ বৎসর ৭ মাস ১০ দিন পর অর্থাৎ ১৪৩০ হিজরির ২৫ রজব মোতাবেক ২০০৯ সনের ১৮ জুলাই শনি ও রবিবারের মধ্যবর্তী রাতে বাবুল মদীনা করাচীতে কয়েক ঘণ্টা ধরে মুশলধারে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির কারণে মুফতী সাহেবের কবরটি মাঝখান দিয়ে খুলে যায়। প্রত্যক্ষকারীরা দেখলেন যে, তাঁর কাফন ও লাশ মোবারকটি ঠিক তেমনই আছে যেন তাঁকে আজই দাফন করা হয়েছে। কাফনের সময় তাঁর মাথা মোবারকে পরিয়ে দেওয়া সবুজ পাগড়ী শরীফটিও জ্বলওয়া ছড়াচ্ছে। পাগড়ী শরীফের ডান দিকে কানের পাশে তাঁর চুলের কিছু অংশ চকচক করছে। কপাল মোবারকে নূরের শোভা পাচ্ছে এবং চেহারা মোবারক ছিলো কিবলামুখি। কবর মোবারক হতে এমন সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে যে মন আনন্দিত হয়ে যায়।

জাবী মেয়লী নিহি হোতি দাহান মেয়লা নেহি হোতা,  
গোলামানে মুহাম্মদ কা কাফন মেয়লা নেহি হোতা।

### উক্তি সমূহ:

- \* তাঁর নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তর দেওয়ার পর বলতেন: “আরো জানার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করুন।”
- \* মাদানী মাশওয়ারায় তিনি অধিকাংশ এই শের শোনাতেন:

ফানা ইতনা তো হো জাওঁ মাই কাফেলে কি তৈয়ারি মেঁ,  
জো মুঝ কো দেখ লে উয় কাফেলে কে লিয়ে তৈয়ার হো জায়ে।

<sup>(১)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবুর রাকায়িক, ৪র্থ খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

- \* তাঁর **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর পীর ও মুর্শিদ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ারী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা ছিলো। তিনি প্রায় বলতেন: “আমি যেটুকু ইজ্জত-সম্মানের মালিক হলাম তা আমার মুর্শিদেই সদকা।”

### ﴿১২৫﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### জানাযা সোনালী জালীর সামনে:

জামেয়াতুল মদীনা ফয়েযানে মুস্তফা মেট্রোবিল বাবুল মদীনা (করাচী)র তালেবে ইলম স্বপ্নে দেখলেন, মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর জানাযা সোনালী জালীর সামনে রাখা হয়েছে। অন্যান্য সকল ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তালেবে ইলমটি স্বপ্নেই মুফতী সাহেবের চেহারা হতে পর্দাটি সরালেন। দেখতে পেলেন, মুফতী সাহেব আল্লাহর যিকির করছেন আর ঘোষণা দেওয়া হলো, সবাই যিয়ারত করে নিন।

### ﴿১২৬﴾ রহমতে ডরা ঘটনা

#### ফেরেশতাদের মিছিলে:

এক ইসলামী বোন বর্ণনা করছেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম, দৃশ্যটি জান্নাতের এবং জান্নাত সাজানো হচ্ছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম: “এটি সাজানো হচ্ছে কেন?” তখন তিনি আমাকে বললেন: “এখানে ফারুক মাদানী তশরিফ আনবেন।” আমি আবার দেখতে পেলাম, জান্নাতের সুন্দর রূপ। মুফতী ফারুক ছাহেব **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** ফেরেশতাদের মিছিলে দোল খাচ্ছে!

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। **أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**)

## ২৬টি রহমতে ডরা ঘটনা

এখান থেকে সেসব বুয়ুর্গানে দ্বীন এবং অপরাপর লোকদের ২৬টি ঘটনা বয়ান করা হবে, যাঁদের নাম জানা যায়নি। কারো নাম পাওয়া গেলেও জীবনী পাওয়া যায়নি। তাছাড়া পূর্বের ন্যায় কোথাও কোথাও ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষাও লিখে দেওয়া হয়েছে।

### ﴿১২৭﴾ সুই ফিরিয়ে না দেওয়ার পরিণতি

এক বুয়ুর্গা **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: **مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟** অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: আমাকে মঙ্গল ও কল্যাণ দ্বারা ধন্য করা হয়েছে। কিন্তু (বর্তমানে) আমাকে কেবল একটি সুইয়ের কারণে জান্নাতে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে, যেটি আমি ধারস্বরূপ নিয়েছিলাম, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়ে দিতে পারিনি।<sup>(১)</sup>

### ﴿১২৮﴾ প্রতিটি নেক আমলেরই সাওয়াব দেওয়া হবে

হযরত সায়্যিদুনা দুমরা **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: আমি আমার ফুফুকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “ফুফু! আপনার কী অবস্থা?” তিনি বললেন: ভাতিজা! আল্লাহর শপথ! আমি খুবই ভাল আছি। আমাকে আমার আমলগুলোর পূর্ণ সাওয়াবই দান করা হয়েছে। এমনকি সবজীর সাথে দুধ মিশিয়ে খাওয়ানোর সাওয়াবও দেওয়া হয়েছে।”<sup>(২)</sup>

### ﴿১২৯﴾ গমের দানা ভেঙে ফেলার শাস্তি

কোনো এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: “**مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟**” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “আল্লাহ

<sup>(১)</sup> (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, কিতাবুল বাই, বাবুল মানাহী মিনাল বুয়ু, ১ম খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (মাউসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, বাবু মা রওয়া মিনাশ শি‘রি ফিল মানাম, ৩য় খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৭৭)

পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার উপর বড় দয়া করেছেন। তবে তিনি আমার হিসাব নিয়েছেন। এমনকি সেই দিনের হিসাবও নিয়েছেন যেই দিন আমি রোযা রেখেছিলাম। ঘটনা এই রকম যে, ইফতারের সময় আমি আমার এক বন্ধুর দোকান হতে একটি গমের বীজ নিয়ে সেটি ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। পরে আমার স্মরণে এলো যে, এটি তো আমার নয়। তারপর সেটি গমের সাথে রেখে দিলাম। আর তা ভেঙে ফেলার কারণে সেই পরিমাণ অংশ আমার নেকী থেকে কেটে নেয়া হয়েছে।”<sup>(১)</sup>

### ﴿১৩০﴾ উঁচু আওয়াজে দরুদ শরীফ পাঠের বরকত

এক সূফী বুয়ুর্গ বলেন: আমি মিশতাহ্ নামের এক ব্যক্তিকে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম, সে জীবিত অবস্থায় মানুষের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَنْعَلُ اللَّهِ ﷻ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি জবাবে বলেছিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে?” বললেন: “আমি এক মুহাদ্দিস ছাহেবের কাছে হাদীস শরীফ ইমলা করার জন্য আবেদন করেছিলাম। তখন তিনি হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেছিলেন। সেই সাথে আমিও উঁচু আওয়াজে দরুদ শরীফ পাঠ করেছিলাম। আমার দরুদ শুনে মজলিসের সকলেও দরুদ শরীফ পাঠ করেছিলেন। সেই দরুদ শরীফের বরকতে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(২)</sup>

### ﴿১৩১﴾ এক মুঠো মাটি

এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: “مَنْعَلُ اللَّهِ ﷻ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি জবাবে বললেন:

<sup>(১)</sup> (মিরকাতুল মাফাতীহ শরহি মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুর রিফকি ওয়াল হায়া ওয়া হসনিল খুলুক, আল ফছলুছ ছানী, ৮ম খন্ড, ৮১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৮৩)

<sup>(২)</sup> (আল কুরবাতুল লি ইবনি বশকাওয়াল, ৬৬ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৬৩। মাসালিকুল হনাফা। আল মতলবুল খামিস ফি ফত্বলিস সালাতি ওয়াস সালাম। আল ফছলুল আউয়াল, ১৬০ পৃষ্ঠা)

“আমার নেকীগুলো ওজন করা হলো। আমার গুনাহগুলো নেকীর তুলনায় বেশি ভারী হলো। তারপর আমার নেকীর পাল্লায় একটি থলে রাখা হলো। সাথে সাথে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে গেলো। সেই থলেটি খুলা হল। দেখতে পেলাম সেটি এক মুঠো মাটি যা আমি কোন এক মুসলমানের কবরে রেখেছিলাম।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাগুলো দ্বারা বুঝা গেলো, আমাদের কোন নেকীই বাদ দেওয়া উচিত নয়। জানি না, কখন কোন্ নেকীটি আল্লাহ পাকের পছন্দ হয়ে যায়। আল্লাহ পাক যখনই ক্ষমা করে দিতে চান, তখন নেকীটি বাহ্যিক রূপে যত ছোটই হোক না কেন, তার কারণেই তিনি দয়াবান হন। সুতরাং এই ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে। যেমন কোন এক মহিলাকে কেবল এই কারণেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিলো যে, তিনি একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিলেন।<sup>(২)</sup>

এক ব্যক্তি মানুষের সুবিধার জন্য চলাচলের পথ থেকে গাছ সরিয়ে দিয়েছিল। তাতে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।<sup>(৩)</sup>

কোনো ধরণের ছোট গুনাহও করা উচিত নয়। কারণ, কেউ জানে না যে, কোন গুনাহটির কারণে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাঁর ভয়ঙ্কর আযাব এসে ঘিরে নেয়। খলীফায়ে আ'লা, ফকীহে আযম সায়্যিদুনা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিস কুটলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক তিনটি বস্তুকে তিনটি বস্তুর মধ্যে গোপন করে রেখেছেন। (১) তাঁর সন্তুষ্টিতে তাঁরই আনুগত্যের মধ্যে, (২) তাঁর অসন্তুষ্টিতে তাঁরই নাফমানীর মধ্যে এবং (৩) তাঁর আউলিয়াদেরকে তাঁরই বান্দাদের মধ্যে। এই উক্তিটি করার পর ফকীহে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “সুতরাং যে কোন ইবাদত এবং যে কোন নেকীর উপর আমল

<sup>(১)</sup> (মিরকাতুল মাফাতীহ শরতে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতুবল জানায়িয, বাবু দাফনিল মাইয়িত, আল ফহলুহ ছানী, হাদীস- ১৭০৮, ৪র্থ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবু বদ'লি খালক, বাবু ইয়া ওয়ালাআয যুবাব, হাদীস- ৩৩২১, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিরির ওয়াস সিলাহ, বাবু ফদ্বলি ইযালাতিল আযা আনিত তরীক, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯১৪।

করা উচিত। জানি না, কখন কোন্ আমলটির উপর আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে যান। পক্ষান্তরে যে কোন গুণাহ পরিহার করা উচিত। কারণ, জানি না, কখন কোন গুণাহের কাজটির কারণে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যান। সেই গুণাহটি যতই ছোট হোক না কেন। যেমন বিনা অনুমতিতে অন্য কারো শলা নিয়ে দাঁত খিলাল করা। অথবা বিনা অনুমতিতে কোন প্রতিবেশীর মাটিতে হাত ধৌত করাও বাহ্যতঃ এটি একটি ছোট বিষয়। কিন্তু হতে পারে এই তুচ্ছ বিষয়টিতেও আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। অতএব, এই ধরণের তুচ্ছ বিষয়গুলো থেকেও বেঁচে থাকা দরকার।<sup>(১)</sup>

### ﴿১৩২﴾ দয়ালু আল্লাহ শুধু দয়াই করেন

হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বিন আছেন শায়বানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “দয়ালু আল্লাহ তো কেবল দয়াই করেন!”<sup>(২)</sup>

### ﴿১৩৩﴾ সিদ্দীক ও ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এর উসিলা কাজে এসে গেলো

এক ব্যক্তি বলেন: আমার ওস্তাদের এক বন্ধুর ইত্তিকাল হলো। ওস্তাদ সাহেব তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলেন: “মুনকির-নকীরের বিষয়টি কেমন হলো?” বললেন: তাঁরা যখন আমাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন, তখন আল্লাহ পাক আমাকে মনে করিয়ে দিলেন- আমি তাঁদেরকে বললাম: “হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এবং হযরত সাযিয়্যুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর উসিলায় আমাকে ছেড়ে দিন।” আমার কথা শুনে ফেরেশতারা একে অপরকে

<sup>(১)</sup> (আখলাকুস সালিহীন, ৬০ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আর বিরাসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু রুয়াল কওম, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

বললেন: “উনি তো বড় বুয়ুর্গ ব্যক্তিত্বের উসিলা দিলেন সুতরাং তাঁকে ছেড়ে দিন।” এই বলে তাঁরা আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং চলে গেলেন!<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত সাহায্যে কিরামগণের **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** এর প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রাখা, ভক্তি-শ্রদ্ধা করা এবং আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করা। তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা স্বয়ং নবী করীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দীক **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** এবং হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** এর সম্বন্ধে হযুর নবীয় করীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “আবু বকর ও ওমরের প্রতি মুমিনরা ভালবাসা পোষণ করে আর মুনাফিকরা বিদ্বेष পোষণ করে।”<sup>(২)</sup> যেই ব্যক্তি তাঁদের দুইজনের সাথে অভদ্রতা ও বে-আদবী করে তার কী পরিণতি হয় তা নিচের ঘটনাটি থেকে অনুমান করুন:

### সিদ্দীক ও ওমর **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا** এর সাথে বেআদবী করার পরিণতি:

তিন ব্যক্তি ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলো কুফার অধিবাসী। সে হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا** এর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতো। তাকে সবাই অনেক করেই বুঝালেন, কিন্তু সে কারো কথায় কান দিলো না। ইয়ামেনের কাছাকাছি এক জায়গায় গিয়ে তারা তিনজন অবস্থান নিলো এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। আবার যখন যাত্রা করার সময় হলো তিন জনের দুইজন জেগে অযু করে নিলো। তারপর সেই কুফাবাসী লোকটিকে জাগিয়ে দিলো। সে জাগ্রত হয়ে বললো, আফসোস! আমি এই বিষয়ে তোমাদের পেছনেই রয়ে গেলাম। তোমরা আমাকে এমন এক সময়েই জাগিয়ে দিলে যখন শাহানশাহে মদীনা, হযুর

<sup>(১)</sup> (শরহুস সুদুর, বাবু ফিতনাভিল কবরি ওয়া সুয়ালিল মলেকাইন, ১৪১ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (তারিখে দামেশক, ৪৪তম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)



পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করছিলেন: “হে ফাসিক! আল্লাহ পাক ফাসিককে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। এই সফরে তোমার আকৃতি বদলে যাবে।” বেআদবটি যখন উঠে অযু করার জন্য বসলো, তখন তার পায়ের আঙ্গুলগুলো পাল্টে যেতে আরম্ভ করলো। তারপর তার দুইটি পা বানরের পায়ের আকার ধারণ করলো। তারপর হাঁটু পর্যন্ত বানরের আকৃতি হয়ে গেলো। অবশেষে তার সারা দেহই বানরের আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তার দুই সাথী বানররূপী সেই বেআদবটিকে ধরে উটের বসার মাঁচার সাথে বেঁধে দিলেন এবং যাত্রা শুরু করলেন। সূর্যাস্তের সময় তাঁরা এমন একটি বনে গিয়ে পৌঁছালেন যেখানে কিছু বানর ছিলো। সে যখন বানরগুলোকে দেখতে পেল সাথে সাথে অস্থির হয়ে উঠলো এবং বাঁধন খুলে তাদের সাথে গিয়ে মিশে গেলো। তারপর সকল বানর এই দুইজনের কাছে চলে এলো। তখন এরা ভীত হলেন। কিন্তু তারা এদের কোন ক্ষতি করলো না। আর বানররূপী বেআদবটি সেই দুইজনের সাথে বসে গেলো এবং তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলতে লাগলো। ঘণ্টা খানেক পর যখন বানরগুলো চলে গেলো তখন সেও তাদের সাথেই চলে গেলো।<sup>(৫)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো, হযরত সায্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে বেআদবীমলুক আচরণকারী মানুষটি বানরে পরিণত হয়ে গেল! আল্লাহ পাক কাউকে কাউকে দুনিয়াতে এভাবে শাস্তি দিয়ে মানুষদের জন্য শিক্ষার নিদর্শন বানিয়ে রাখেন, যাতে সবাই ভয় পায়, গুনাহ্ এবং বেআদবী থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সাহায্যে কিরাম ও আহলে বাইতগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ভালবাসা পোষণকারীদের দলভুক্ত রাখুক। আমীন!

হাম কো আসহাবে নবী সে পেয়ার হে, إِنَّ شَاءَ اللهُ আপনা বেড়া পার হে।  
হাম কো আহলে বাইত সে ভি পেয়ার হে, إِنَّ شَاءَ اللهُ আপনা বেড়া পার হে।

<sup>(৫)</sup> (শাওয়াহিদুন নুবুওয়াত, ২০৩ পৃষ্ঠা)

## ১৩৪ কুদরতের কলমের লিখা

হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক যুবককে নামায পড়তে দেখলাম। তাঁর নামাযের নিয়ম-কানুন ছিলো আল্লাহ পাকের প্রতি ভীতি পোষণকারী ব্যক্তিদের নামাযের মতো। আমি মনে মনে ভাবলাম, ইনি নিশ্চয় আল্লাহ পাকের কোন অলী হবেন। নামায শেষে আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও সালামের জবাব দিলেন। তারপর আমি বললাম: “আপনার কি জানা নাই যে, জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, যেটি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে,

لَظَى ۖ نَزَاعَةٌ لِّلشَّوْىِ ۖ تَدْعُوْا مِّنْ اَدْبُرِ وَتَوَلَّى ۖ وَجَمَعَ فَاَوْعَى ۖ ﴿١٣٤﴾

(পারা- ২৯, সূরা- মাআরিজ, আয়াত- ১৬-১৮)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ): তাতে লেলিহান শিখা আগুন যা গায়ের চমড়া খসিয়ে দেয়-এমন, ডাকবে তাকে, যে পৃষ্ঠা প্রদর্শন করেছে এবং বিমুখ হয়েছে এবং পঞ্জিভূত করে সংরক্ষিত করে রেখেছে। এটি শোনামাত্র তিনি জোরে একটি চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুশ ফিরে পেয়ে বললেন: আরো কিছু শোনান। আমি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٣٥﴾

(পারা- ২৮, সূরা- তাহরীম, আয়াত- ৬)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ): হে ঈমানদার গণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার বর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন, যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে। এটি শোনামাত্র তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং প্রাণ হারালেন। আমি যখন তাঁর দেহ থেকে কাপড় সরালাম, তখন তাঁর বক্ষদেশে কুদরতের কলমের লেখা দেখতে পেলাম:

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿١١٦﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١١٧﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿١١٨﴾

(পারা- ২৯, সূরা হাক্বা, আয়াত- ২১-২৩)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং সে মনোরম শান্তিতে রয়েছে,

উচ্চ বাগানে, যার ফলের গুচ্ছ বুকে পড়েছে।)

ইস্তিকালের তৃতীয় রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি একটি আসনে বসে আছেন, মাথায় মুকুট শোভা পাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: “ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(১)</sup>

### ﴿১৩৫﴾ ফেরেশতারা গর্ব করলেন

এক নেককার ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো, “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাছাড়া আমাকে এবং হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে নিয়ে ফেরেশতারা গর্ব করেছেন। তিনি এবং আমি আলা ইল্লিয়ীনের উচ্চ স্তরে রয়েছি।”<sup>(২)</sup>

### ﴿১৩৬﴾ আল্লাহ! তাঁর হাতকেও মাফ করে দিন

হযরত সাযিয়দুনা জাবের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; সুলতানে মদীনা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করলেন, তখন হযরত সাযিয়দুনা তোফাইল বিন আমর দাওসি رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হযরত صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিকে হিজরত করলেন। তাঁর সাথে তাঁর গোত্রের একটি লোকও হিজরত করলেন। তারপর ঐ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তখন তিনি তাঁর তীর নিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুলের সংযোগ স্থল কেটে দিলেন এতে হাত থেকে রক্ত বইতে শুরু করলো। এমনকি তিনি ইস্তিকাল হয়ে গেলেন। অতঃপর

<sup>(১)</sup> (রাওযুর রিয়াহীন, আল হিকায়তুছ ছালিছাতি ওয়াস সিভ্বনা বাদাল মিআহ, ১৬৩, ১৮১ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (আল খাই রাতিন হাসসান, ফসলুস সাদিস ওয়া সালাসুন ফি বা'দা মানামাত, ৯৭ পৃষ্ঠা)

হযরত সায্যিদুনা তোফায়ল বিন আমর দাওসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর অবস্থা খুবই ভাল এবং তাঁর হাতটি ঢাকা। জিজ্ঞাসা করলেন: “আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করলেন?” লোকটি উত্তরে বললেন: “নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিকে হিজরত করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার হাতটি ঢেকে রাখার কারণ কী?” বললেন: আমাকে বলা হলো: “তুমি যেটিকে নিজেই বিকৃত করেছো, আমি সেটি ভাল করে দেব না।” হযরত সায্যিদুনা তোফায়ল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এই স্বপ্নটি হযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছে ব্যক্ত করলেন। তখন হযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই দোয়াটি করলেন: “হে আল্লাহ! তাঁর হাতকেও ক্ষমা করে দাও!”<sup>(১)</sup>

### ﴿১৩৭﴾ নূর চমকাচ্ছে

হযরত সায্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন ছাবেত মাগরিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায্যিদি আলীআল হাজ্জ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “يَا سَيِّدِي مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ হে সায্যিদি আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আপন দয়ায় আমাকে মর্যাদা দান করেছেন এবং আমি আল্লাহ পাককে বড়ই দয়াময় ও মেহেরবান পেয়েছি।” তারপর আমি তাঁর কাছে তাঁর সেসব বন্ধুদের কথাও জিজ্ঞাসা করলাম যাঁরা তাঁর আশে-পাশে কবরবাসী ছিলেন। বললেন: “তারাও ভাল আছেন।” আমি আবারো জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি আমাকে এমন কিছু নসিহত করণ, যাতে আল্লাহ পাক আমাকে উপকার দান করেন। বললেন: “তোমার জন্য তোমার মায়ের সেবা করা জরুরী কেননা, তিনি অত্যন্ত নেককার মহিলা।” আমি বললাম: “হযুর! আমি আপনাকে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দোহাই দিচ্ছি আমার অবস্থা এবং চেষ্টা সম্বন্ধে কিছু বলুন।” বললেন: “তোমাকে অত্যন্ত তাকীদ দিয়ে আমি নসিহত করছি যে, নবী

<sup>(১)</sup> (মিশকাতুল মাসাবীহ। কিতাবুল কিসাস। আল ফছলুল আউয়াল, হাদীস- ৩৪৫৬, ১ম খন্ড, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)

করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে। আর তুমি দরুদ শরীফ সম্বন্ধে যা লিখেছ তাতে আরো কিছু বৃদ্ধি করবে এবং তাতে বৃদ্ধি করার বাসনা রাখবে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি কীভাবে জানলেন যে, আমি দরুদ শরীফ সম্বন্ধে কিতাব রচনা করেছি? অথচ সেটি তো আমি আপনার ইস্তিকালের পরেই লিখেছি।” বললেন: আল্লাহর শপথ! সাত আসমান এবং সাত জমিনে সেটির নূর চমকাচ্ছে।”<sup>(১)</sup>

### ১৩৮) নেককার বান্দাদের দরুদ শরীফ পাঠের উপকারিতা

এক মহিলা হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন: “আমার কন্যা মারা গেছে। আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে চাই।” হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন: “ইশার নামাযের পর এই নিয়মে চার রাকাত নফল নামায পড়বে: প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর একবার সূরা তাকাছুর পাঠ করবে। তারপর শুয়ে শুয়ে হুযুর সাযিদুল মুরসালীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে।” মহিলাটি তাই করলেন। ঘুমে তিনি তাঁর কন্যাকে স্বপ্নে দেখতে পেলেন, সে আযাবে লিপ্ত। তাকে আলকাতরার পোশাক পরানো হয়েছে। হাতে হাতকড়া পরানো। পায়ে আঙুলের শৃংখল। এই দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে জগ্ৰত হলেন। তারপর হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর দরবারে এসে স্বপ্নটি ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন: কিছু সদকা করে দাও। হযরত আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেবেন।” এর পর হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا স্বপ্নে দেখলেন, জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। বাগানে আসন বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আর সেখানে সুন্দরী এক মেয়ে বসে আছে। তার মাথায় নূরের মুকুট পরানো। সে জিজ্ঞাসা করল: “হে হাসান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا)! আপনি কি আমাকে চিনতে পাচ্ছেন?” তিনি বললেন: “না!” সে বললো: “আমি সেই

<sup>(১)</sup> (সোআদাতুদ দারাইন, আল বাবুর রাবি ফিমা ওয়ালাদা মিন লতায়িফিল মারায়ি। আল তাবকাতুলত তাসিআহ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

মহিলাটিরই কন্যা যাকে আপনি নবী পাক ﷺ এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।” তিনি বললেন: “কন্যা! তোমার মা তো তোমার অন্য অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছিলো। কিন্তু আমি তো তোমাকে তার বিপরীতই দেখতে পাচ্ছি।” এই কথা শুনে মেয়েটি বললো: “আমার মা যা বলেছিলেন, ব্যাপার তাই ছিলো।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “তাহলে কোন কারণে তুমি এই মর্যাদা অর্জন করেছো?” মেয়েটি বললো: “আমরা ৭০ হাজার মৃত ব্যক্তি আযাবে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক নেককার বান্দা যাচ্ছিলেন। তিনি দরুদ শরীফ পাঠ করে সেগুলোর সাওয়াব আমাদের জন্য ইছাল করেছিলেন। তাঁর সেই দরুদ শরীফ আল্লাহ পাক কবুল করে আমাদের সবার আযাব দূর করে দিয়েছেন। আর আমি এখন এমন অবস্থায় আছি যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দরুদ শরীফের বরকত অপরিসীম। তাও যদি কোন আশিকে রাসূলের মুখ দিয়ে পড়া হয় তবে তো সেটির মর্যাদাই অন্য রকম! তিনি হয়তো আল্লাহ পাকের কোন মকবুল বান্দাই হবেন। যিনি কবরস্থান দিয়ে গমন করার এবং দরুদ শরীফ পাঠ করার বরকতে ৭০ হাজার মৃত ব্যক্তির আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। প্রিয়জনদের কবরস্থানে সসম্মানে কোন আশিকে রাসূলকে নিয়ে যাওয়া, তাঁকে দিয়ে সেখানে ইছালে সাওয়াব করানো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপকারী। আল্লাহ-ওয়ালাদের কদমের বরকতের কথা কী বা বলব? হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইসমাঈল হায়রামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন এক কবরস্থান দিয়ে গমন করার সময় একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে খুবই কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হাসতে আরম্ভ করলেন। তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আমি দেখতে

<sup>(১)</sup> (সোআদাতুদ দারাইন, আল বাবুর রাবি ফিমা ওয়ারাদা মিন লতায়িফিল মারায়ি। আল লতীফাতুস সাাদিসাতি ওয়াছ ছালাছুন, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

পেয়েছিলাম যে, এই কবরস্থানের বাসিন্দাদের উপর আযাব চলছিলো। তাই আমি তাদের পক্ষে আল্লাহ পাকের দরবারে (অনেক কান্নাকাটি করে ক্ষমার দোয়া) করেছিলাম। তখন আমাকে বলা হয়েছিলো: “যাও, আমি তাদের পক্ষে তোমার সুপারিশ কবুল করলাম।” (অতঃপর একটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন) এই কবরের বাসিন্দা মহিলাটি বললো: “হে ইসমাইল ফকীহ! আমি ছিলাম একজন গান-বাজনাকারী মহিলা। আমারওকি ক্ষমা হয়ে গেছে?” আমি বললাম: “হ্যাঁ, তুমিও (ক্ষমা প্রাপ্তদের) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছ। সেটিই তো আমার হাসির কারণ হয়েছে।”<sup>(১)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের বড়ই অনুগ্রহ যে, মানুষ মরে যাওয়ার পরও নেকীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। সেগুলোর মধ্যে জীবিতদের মাধ্যমে মৃতদের জন্য “ইছালে সাওয়াব” করাও রয়েছে। ইছাল মানে পাঠানো। সাওয়াব মানে আমলের প্রতিদান। অতএব, কারো আমলের সাওয়াব মৃতদের আমলনামায় পাঠিয়ে দেওয়ার নামই হলো ইছালে সাওয়াব। ইছালে সাওয়াব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হতে একটি হাদীস শুনুন: হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন ওবাদা رضي الله عنه আরয করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صلى الله عليه وآله وسلم! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। (আমি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করতে চাই)। কোন্ ধরণের সদকা উত্তম?” ইরশাদ করলেন: “পানি।” তাই তিনি একটি কূপ খনন করিয়ে দিলেন। আর বললেন: “এটি সাআদের মায়ের জন্য। (অর্থাৎ তাঁর ইছালে সাওয়াবের জন্য)।”<sup>(২)</sup> আরো বিস্তারিত জানতে হলে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘ফাতেহার পদ্ধতি’ রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

(১) (শরহুস সুদুর, ২০৬, ২০৭ পৃষ্ঠা)

(২) (সুনানে আবু দাউদ। কিতাবুয যাকাত। বাবুন ফি ফছলি সাক্বিল মা, ২য় খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৮১।

### ﴿১৩৯﴾ জানাযা পড়া থেকে বিরত

এক ব্যক্তি তার এক প্রতিবেশীর জানাযা পড়া থেকে বিরত রইলো। কারণ, সে মন্দ লোক ছিলো। পরে সেই (মন্দ) লোকটিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” লোকটি বললো: “আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বলেছেন, অমুককে বলে দিও:

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ<sup>ط</sup>

(পারা- ১৫, সূরা- বনী ইসরাঈল, আয়াত- ১০০)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ): আপনি বলুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভান্ডার সমূহের মালিক হতে তবে সেগুলোকেও ধরে রাখতে এ আশংকায় ব্যয় হয়ে যায় কিনা।<sup>(১)</sup>

### ﴿১৪০﴾ রুটি, ভাত ও মাছ

বসরার এক বুয়ুর্গ বলেছেন: আমার নফস আমার কাছ থেকে রুটি, ভাত ও মাছ চাইলো। আমি তাকে সেগুলো দিইনি। সে আরো খুঁজতে লাগল। আর আমিও ২০ বৎসর ধরে নফসের সাথে যুদ্ধ করতে থাকলাম। তিনি যখন ইস্তিকাল করলেন, তখন কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে যেই পরিমাণ ইজ্জত-সম্মান এবং নেয়ামত দান করেছেন, আমি তা বর্ণনা করতে পারব না।” সর্বপ্রথম আমাকে যা দান করা হলো তাহলো রুটি, ভাত আর মাছ। তারপর ইরশাদ করা হলো: “আজ তুমি ইচ্ছা মতো সুস্বাদু খাবার খাও।”<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (মিরকাতুল মাফাতীহ। কিতাবুদ দাওয়াত। বাবু আসমায়িল্লাহি তাআলা। আল ফহলুহ ছানী, ৫ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (কুওয়াতুল কুলুব ফি মুয়ামালাতিল মাহবুব। আল ফহলুত তাসিবি ওয়াছ ছালাছুন ফি তারতীবিল আকওয়াত, ২য় খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)



## ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যেই ব্যক্তি নফসের অনুসরণ করে না সে কত উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়। যে সৌভাগ্যবান বান্দা আল্লাহ পাককে সম্বলিত্বের জন্য নিজের নফসকে দমন করে দুনিয়াবী নেয়ামত পরিহার করে, ক্ষুধা সহ্য করে তাদেরকে ধন্যবাদ। কারণ, মৃত্যুর পর তাঁদেরকে জান্নাতের উন্নত নেয়ামতগুলো দান করা হবে। যেমন আল্লাহ পাক ‘আল হাক্বা’ সূরার ২৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করছেন:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

(পারা- ২৯, সূরা- হাক্বা, আয়াত- ২৪)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিন গুলোতে আগে প্রেরণ করেছো।) হাদীস শরীফেও নফসকে আয়ত্বে রাখার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “যেই ব্যক্তি অন্যের উপর জয়ী হয় সে বীর নয়, বরং বীর তো সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের উপর জয়ী হয়।”<sup>(১)</sup>

## ﴿১৪১﴾ আল্লাহ পাকের ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবান বিন আবি আইয়্যাশ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের প্রতি আশা ও ভয় সম্বন্ধেই বেশি বয়ান করতেন। কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখলে তিনি বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি এরূপ কেন করতে?” আমি বললাম: “আমার ইচ্ছা থাকত মানুষজনের মনে তোমার ভালবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া।” তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: “আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।”<sup>(২)</sup>

<sup>(১)</sup> (কানযুল ওম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ৩য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭১১)

<sup>(২)</sup> (ইহুইয়াউল উলুম, কিতাবুল খাওফি ওয়ার রজা, বাব ফদ্বীলাতির রজা, ৪র্থ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

## ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, আল্লাহ পাকের রহমত এবং তাঁর ক্ষমার আশা করাও আল্লাহ পাকের ভালবাসা অর্জনের একটি মাধ্যম। আজ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসার দাবী করে। আসলেই কি আমরা সেই দাবীতে সত্য? দেখুন, আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করছেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

(পারা- ৩, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৩১)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ পাক তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ পাক ক্ষমশীল, দয়ালু।) তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে রয়েছে: “এই আয়াতটি দ্বারা বুঝা গেলো, আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসার দাবী তখনই সত্য হতে পারে, যখন মানুষ সায়্যিদে আলম হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্য পোষণ করে এবং তাঁকে অনুসরণ করে।” হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “আল্লাহ পাকের সাথে ভালবাসা পোষণ করার নিদর্শন হলো সবসময় তাঁর যিকির করা। কারণ, কেউ যখন কোন জিনিসকে ভালবাসে, তখন সেটির স্মরণও অধিক করে থাকে।”<sup>(৫)</sup>

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর সত্যিকার মুহাব্বতের ফরিয়াদ করা। হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام আল্লাহ পাকের সাথে ভালবাসার প্রার্থনা করতেন।” তিনি প্রার্থনা করতেন: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ اذِ a

<sup>(৫)</sup> (কানযুল ওম্মাল, বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ, ১ম খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০১)

এবং তোমার প্রিয়জনদের ভালবাসার প্রার্থনা করছি। সেই আমলের প্রার্থনা করছি যা আপনার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসাকে আমার জন্য আমার জীবন, আমার পরিবার-পরিজন এবং শীতল পানির চেয়েও অধিক প্রিয় বানিয়ে দাও।”<sup>(১)</sup>

## ﴿১৪২﴾ যেগুলোর আশাও ছিলো না সেগুলোই দান করেছেন

হযরত সাযিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ রামলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি হযরত সাযিদুনা মনছুর দীনাওয়ারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا كُنْتُ أَلْفُ اللَّهِ بِأَبَدٍ” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: “আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার প্রতি বিশেষ দয়া করেছেন। আর আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যেগুলোর আশা আমি করিনি।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করার জন্য সর্বোত্তম কাজ কোনটি?” বললেন: “সত্যকথা আর সবচেয়ে খারাপ কাজ হলো ‘মিথ্যাকথা’।”<sup>(২)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত সর্বদা সত্য কথা বলা, হাদীস শরীফে এসেছে: “সত্যবাদিতা মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যকথা বলতে থাকে, এক পর্যায়ে আল্লাহ পাকের নিকট সত্যবাদি হিসাবে লিখা হয়। আর মিথ্যাচারিতা নিয়ে যায় অমঙ্গলের দিকে। অমঙ্গল নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। মিথ্যা বলতে বলতে এক পর্যায়ে মানুষটি আল্লাহ পাকের দরবারে মিথ্যুক হিসাবে লিখিত হয়।”<sup>(৩)</sup> আল্লাহ পাক আমাদেরকে মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখুক! এবং সত্য বলার তাওফিক দান করুক!

<sup>(১)</sup> (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫০১)

<sup>(২)</sup> (ইহুইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবুন নিয়্যতি ওয়াল ইখলাসি ওয়াস সিদক। আল বাবুছ ছালিহি ফিস সিদকি ওয়া ফহীলতিহী, ৫ম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা)

<sup>(৩)</sup> (সহীহ বোখারী, কিতাবুল আদব। বাবু কওলিল্লাহি তাআলা: এয়া আইয়ুহাছাযীনা আমানু..., হাদীস- ৬০৯৪, ৪র্থ খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## ১৪৩) জান্নাতেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেছেন: আমি আমার এক বন্ধুকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَتَى اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং জান্নাত দান করেছেন। এমনকি আমার সামনে জান্নাতে আমার ঠিকানা কোথায় হবে তা দেখানো হয়েছে।” বলেছেন: এতসব নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও আমি তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখতে পেলাম। তাই জিজ্ঞাসা করলাম: “আল্লাহ পাক তো আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, জান্নাতও দান করেছেন, তার পরও আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেন?” তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে করুণ স্বরে বললেন: “কিয়ামত পর্যন্ত আমি এই দুশ্চিন্তা নিয়েই থাকবো।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “কেন?” বললেন: আমি যখন জান্নাতে আমার ঠিকানা দেখছিলাম, তখন আমার সামনে ইল্লিয়ীনে এমন ঠিকানাগুলো দেখানো হয়েছিলো যেগুলোর মতো আমি আর দেখিনি। আমি সেগুলোতে খুশি হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যখন সেখানে প্রবেশ করছিলাম, তখন সেগুলোর থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করলেন: “তাকে এখান থেকে ফিরিয়ে দাও। এসব ঠিকানা তার নয়। এগুলো তাদেরই জন্য যারা রাস্তা পূর্ণ করে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “রাস্তা পূর্ণ করা মানে কী?” তখন আমাকে বলা হয়: “তুমি বলতে এটি ফি সাবীলিল্লাহ (আল্লাহ পাকের রাস্তার জন্য)। তারপর তা হতে আবার ফিরে আসত। সেই রাস্তাটি যদি তুমি পূর্ণ করতে, তাহলে আমিও তোমার জন্য পূর্ণ করতাম।<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে সেসব লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা সবার সামনে চাঁদার ঘোষণা দেন, কিন্তু যখন দেবার পালা আসে তখন গড়িমসি করতে থাকে। এমনকি দেয়ই না। এই ব্যাপারে আমাদের জন্য

<sup>(১)</sup> (কুওয়াতুল কুলুব মি মুয়ামলাতিল মাহবুব। আল ফহুলুহ ছানি ওয়াহ ছালাছুন। বাবু যিকরি হুকাইমিল মুতাওয়াক্কিল ইয়া কানা যা বাইতিন, ২য় খন্ড, ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা)

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর আমল অনুসরণীয়। **হুযর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন গাযওয়ায়ে তাবুকের প্রস্তুতির জন্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অন্যান্য সরঞ্জামাদী সহ ১০০টি উট দিবেন বলে ঘোষণা দিলেন। দ্বিতীয় উৎসাহে সরঞ্জামাদী সহ ২০০টি উট দেবার ঘোষণা দিলেন। তৃতীয় উৎসাহে সরঞ্জামাদী সহ ৩০০টি উটের ঘোষণা দিলেন।<sup>(১)</sup> প্রসিদ্ধ মুফাসসির, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “মনে রাখবেন, এটি তো ছিলো ঘোষণা। কিন্তু নিয়ে আসার সময় তিনি নয়শ পঞ্চাশটি উট, পঞ্চাশটি ঘোড়া এবং এক হাজার আশরাফী নিয়ে এসেছিলেন। পরে দশ হাজার আশরাফী নিয়ে এসেছিলেন।”<sup>(২)</sup> **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় বেশি বেশি ব্যয় করার তাওফিক দান করুন। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

### ﴿১৪৪﴾ সাদা রুটি

হযরত সায্যিদুনা ওয়ালান বিন ঙ্গসা বিন আবু মরিয়ম কাযবীনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন একজন নেককার লোক। তিনি বলেন: এক রাতে চাঁদের কারণে আমার ভুল হয়ে গেলো, আর আমি মসজিদে চলে গেলাম। নামায পড়লাম। তাসবীহ পাঠ করলাম। মুনাযাত করলাম। এরপর হঠাৎ আমার ঘুম এসে গেলো। দেখতে পেলাম একটি দল, তবে মানুষের নয়। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে পাত্র ছিলো। প্রত্যেক পাত্রে চারটি করে রুটি ছিলো যা বরফের ন্যায় সাদা। প্রত্যেকটি রুটিতে আনারের ন্যায় মুক্তা ছিলো। তারা আমাকে বললেন: “খাও।” আমি বললাম: “আমার তো রোযা রাখার ইচ্ছা।” তাঁরা বললেন: “এই ঘরের মালিকের হুকুম, আপনি এগুলো খান।” অতএব, আমি খেলাম। এর পর আমি মুক্তাগুলো উঠাতে চাইলাম। তখন আমাকে বলা হলো: “এগুলো রাখুন, আমরা এগুলোর গাছ লাগিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে আপনি এগুলোর চেয়েও উত্তম মুক্তা

(১) (সুনানে ভিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭২০।

(২) (মিরআতুল মানাজীহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

পেতে পারেন।” বললাম: “এগুলোর গাছ কোথায় লাগাবেন?” তাঁরা বললেন: “এমন জায়গায় যা কখনো শূণ্য হয়ে যাবে না। যার ফল কখনো নষ্ট হবে না। যেখানে আপনার মালিকানাও কখনো হারাতে হবে না। যেখানে পরণের কাপড়ও কখনো পুরাতন হবে না। যেখানে থাকবে মেশক ও আশ্বরের টিলা এবং পানির বর্ণা। চোখের শৈতিল্য ও অত্যন্ত অনুগত বিবিগণ থাকবে। অত্যন্ত পছন্দনীয়, সম্ভুষ্ট। কেউ কখনো তাদেরকে স্পর্শ করেনি। সুতরাং আপনার উচিত নিজের আমল বৃদ্ধি করা। দুনিয়ার জীবনটা একেবারেই স্বল্প। আপনি এখান থেকে অচিরেই জান্নাতে চলে যাবেন।” ঘটনাটি বর্ণনাকারী বলেছেন: দুই জুমার পরে তিনি ইত্তিকাল হয়ে গেলেন। সরি বিন ইয়াহইয়া বলেছেন: যেই রাতে তাঁর ওফাত হয়েছিল সেই রাতেই আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন: “তুমি কি সেই গাছটি সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত হওনি, যেটা সেই দিন আমার জন্য লাগানো হয়েছিলো। যেটির কথা আমি তোমাকে বর্ণনা করেছিলাম। সেটি আমি অর্জন করেছি।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কীভাবে?” বললেন: “সে ব্যাপারে জানতে চাইবেন না। কারণ, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা কারো নেই। (তবে এটুকু বলা যায় যে,) যখনই কোন অনুগত বান্দা তাঁর দরবারে এসে হাজির হয় (তখন তিনি সেই বান্দার উপর এতই দয়া করেন যে,) আমরা তাঁর চেয়ে আর কোন দয়াময় কখনো পাইনি।”<sup>১)</sup>

### ❦১৪৫❦ বদ-মাযহাবীদের থেকে বেটে থাক!

আবদুল ওয়াহহাব বিন ইয়াযীদ কিন্দী বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা আবু ওমর দ্বরীর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া করেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কোন আমলটি আপনি উত্তম হিসাবে পেয়েছেন?” বললেন: “আপনি

<sup>১)</sup> (শরহুস সুদুর, বাবু নাবায়ুম মিন আখবারি মান রাআল মাওত, ২৭৯ পৃষ্ঠা)

যেই ইলম ও সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কোন আমলটিকে আপনি সবচেয়ে মন্দ হিসাবে পেয়েছেন?” বললেন: “‘আসমা’ (নাম) থেকে বেঁচে থাকবেন।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আসমা (নাম) কী?” বললেন: ক-দরিয়া, মুতামিলী, মারজানী-এরা। এর পর বদ-মায়হাবগুলোর নাম গুণতে আরম্ভ করলেন।”<sup>(১)</sup>

### ﴿১৪৬﴾ কবরবাসীর সাথে কথাবার্তা

মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: কবরস্থানে গিয়ে একটি কবরের পাশে দুই রাকাত নামায এতই সৎক্ষিপ্ত ভাবে পড়লাম যাতে আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম না। তারপর আমার ঘুম এসে গেলো। আমি দেখতে পেলাম, কবরটির বাসিন্দা আমার সাথে কথা বলছেন এবং আমাকে বললেন: “আপনি দুই রাকাত নামায এমনভাবে পড়লেন যা নিয়ে আপনি নিজেই তৃপ্ত হতে পারেননি।” আমি বললাম: “হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন”। বললেন: “আপনারা আমল করেন, কিন্তু জানেন না। আর আমরা জানি, কিন্তু আমল করতে পারিনা।” তারপর বললেন: “আপনার দুই রাকাত নামাযের ন্যায় দুই রাকাত নামায আদায় করা আমার নিকট সারা দুনিয়া হতেও অধিক প্রিয়।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “এখানে কারা দাফন হয়ে আছেন?” বললেন: “সবাই মুসলমান এবং সবাই মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলাম: “এখানে সবার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে?” তখন তিনি একটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন আমি মনে মনে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করলাম: “উনি যেন কবর থেকে বেরিয়ে আসেন, যাতে আমি তাঁর সাথে কথা বলতে পারি।” তখন কবর থেকে এক যুবক বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনি কি এই কবরবাসীদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম?” তিনি বললেন: “সবাই তো তাই বলে।” জিজ্ঞাসা করলাম: “কী কারণে আপনি এই মর্যাদার অধিকারী হলেন? আপনার বয়স দেখে যা বুঝা যায়, আপনি এতো

<sup>(১)</sup> (শরহুস সুদুর, বাবু নাবায়ুম মান রাআল মাওত, ২৮০ পৃষ্ঠা)

বেশি হজ্বও ওমরাও করতে পারেননি আর এতো বেশি জিহাদও করতে পারার কথা নয়। এতো বেশি সৎ আমল করার সুযোগও আপনার বয়স আপনাকে দেয়নি।” উত্তরে তিনি বললেন: “দুনিয়ায় আমি মুসিবতে লিপ্ত থাকতাম। মুসিবতগুলোতে আমি ধৈর্যধারণ করতাম। সেই কারণেই আমার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়ে গেছে।”<sup>(১)</sup>

### ﴿১৪৭﴾ মৃত কুকুরে পরিণত হবার বাঙ্গনার কারণে আল্লাহর দয়া

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বুদাইরী দীময়াতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার দাদাজানের ওফাতের পর কেউ তাঁকে বালির টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তরে তিনি বললেন: “আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আমার পায়ের তলায় যতগুলো বালি রয়েছে ততজন মানুষের পক্ষে সুপারিশ করারও অনুমতি দিয়েছেন।” যিনি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “কোন নেক আমলের কারণে আপনি এই মর্যাদা অর্জন করেছেন?” বললেন: “যখনই আমি কোন মৃত কুকুর দেখতাম, তখনই বলতাম, ‘এই মরা কুকুরটি যদি আমিই হতাম!’ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ! আমার সেই বাক্যটিই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে গেছে।”<sup>(২)</sup>

খোদা সগানে নবী সে ইয়ে মুবা কো সুনওয়া দেয়,

হাম আপনে কুত্তোঁ মেঁ তুঝ কো শুমার করতে হেঁ। (যাওকে নাত)

### ﴿১৪৮﴾ অগ্নিপূজারীর উপর দয়া

বোখারায় এক অগ্নিপূজারী থাকতো। একবার পবিত্র রমযান মাসে সে তার ছেলেকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলো। তার ছেলে একটি

<sup>(১)</sup> (শরহুস সুদুর, বাবু নাবায়ুম মিন আখবারি মান রাআল মাওত, ২৮০-২৮১ পৃষ্ঠা)

<sup>(২)</sup> (জামেয়ে কারামাতে আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)



খাবারের বস্ত্র প্রকাশ্যে খেতে লাগলো। ছেলের এই কাণ্ড দেখে অগ্নিপূজারীটি তাকে থাপ্পড় মারলো। তারপর ধমকের সুরে বললো: “এই পবিত্র রমযান মাসে মুসলমানদের বাজারে প্রকাশ্যে কিছু খেতে তোমার লজ্জা আসে না।” ছেলে বললো: “বাবা! আপনিও তো রমযানে মাসে খাবারগ্রহণ করেন।” বাবা বলল: “আমি মুসলমানদের সামনে খাই না, ঘরে গোপনে খাই। পবিত্র রমযান মাসের অমর্যাদা করিনা। কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি মারা যায়। কেউ স্বপ্নে লোকটিকে জান্নাতে পায়চারি করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি না অগ্নিপূজারী ছিলেন? জান্নাতে এলেন কী করে?” তিনি বললেন: “সত্যিই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম। কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল, তখন পবিত্র রমযান মাসকে সম্মান করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ঈমানের দৌলত দান করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর তিনি আমাকে জান্নাত দিয়ে ধন্য করেছেন।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পবিত্র রমযান মাসকে সম্মান করার ফলে একজন অগ্নিপূজারীকে আল্লাহ পাক কেবল ঈমানের দৌলত দিয়েই ধন্য করেননি, বরং জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতরাজিও দান করেছেন। এই ঘটনা থেকে বিশেষ করে আমাদের সেসব উদাসীন ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র রমযান মাসের সম্মান একেবারেই করে না। একে তো রোযাই রাখে না। তার উপর বেপরোয়া ভাবে রোযাদারদের সামনে ধূমপান করে, পান চিবায় এমনকি কেউ কেউ এতই নির্ভয় এবং অমানবিক হয়ে থাকে যে, সবার সামনে পানি পান এবং খাবার খেতেও দ্বিধাবোধ করে না। মনে রাখবেন! ফুকাহায়ে কিরামগণ رحمتهم الله السلام বলেছেন: “যেই ব্যক্তি পবিত্র রমযান মাসে দিনের বেলায় কোন অপারগতা ছাড়া প্রকাশ্যে সবার সামনে পানাহার করে, তাকে (ইসলামী শাসন অনুযায়ী) হত্যা করতে হবে।”<sup>(২)</sup>

(১) ফয়যানে সুন্নাত, ফয়েযানে রমযান অধ্যায়, ১ম খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)

(২) আদ দুররুল মুখতার মাআ রদিল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

## ﴿১৪৯﴾ একটি খড়কুটের আপদ

হযরত সাযিদ্‌দুনা ওয়াহাব বিন মুনাবিহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: বনী ইসরাঈলের এক যুবক সব ধরণের গুনাহ থেকে তাওবা করলো। তারপর লাগাতার ৭০ বৎসর ধরে ইবাদত-বন্দেগী করতে লাগালো। দিনের বেলায় রোযা রাখতেন, রাতের বেলায় জাগতেন। তিনি এতই পরহেজগার ছিলেন যে, কোন ছায়ার নিচে বিশ্রামও নিতেন না, কোন উন্নত খাবারও খেতেন না। তিনি যখন ইস্তিকাল করলেন, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি জবাবে বললেন: “আল্লাহ পাক আমার হিসাব-নিকাশ করেছেন। তারপর সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু আহ! একটি খড়কুটো যেটি আমি মালিকের বিনা অনুমতিতে নিয়ে, দাঁত খিলাল করেছিলাম, মালিক থেকে ক্ষমা করানো বাকি থেকে গিয়েছিলো। হায় আফসোস! এর কারণে এখনো পর্যন্ত আমাকে জান্নাত দেওয়া হয়নি।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভীত-সন্ত্রস্ত হোন! কেঁপে উঠুন! আল্লাহ পাকের গযব এবং কহর যখন প্রবল বেগে আসে, তখন এই ধরণের সামান্য গুনাহতেও আটকে যেতে হয় যেটিকে দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নগন্য বলেই মনে হয়। একজন ইবাদত পরায়ন দুনিয়া বিমুখ ও নেককার বান্দা কেবল এই কারণেই জান্নাত থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে যে, মালিকের বিনা অনুমতিতে একটি খড়কুটো নিয়ে দাঁত খিলাল করেছিলো এবং তা ক্ষমা করানোর আগেই মৃত্যুবরণ করেছে। ফলে ফেঁসে গেছে। একটু ভাবুন! গভীর চিন্তা করুন! একটি খড়কুটো এমনকি জিনিস? আজকাল তো মানুষেরা মহামূল্যের আমানতই গিলে খাচ্ছে, একটু ঢেকুর পর্যন্ত তুলছে না!

<sup>(১)</sup> (তাম্বীহুল মুগতারীন। ওয়া মিন আখলাকিহিম কছরতিল খাওফি মিনাঃ, ৫১ পৃষ্ঠা)

## ﴿১৫০﴾ রমযানের পাগল

মুহাম্মদ নামের এক লোক সারা বৎসর নামায পড়তো না। যখন পবিত্র রমযান মাস আগমন করত, পাক-পবিত্র কাপড় পরতো, নিয়মিত পাঁচ ওয়াজ্ঞ নামায পড়তো, সারা বৎসরের কাযা নামাযগুলোও আদায় করতো। সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো: “তুমি এরূপ কেন করো?” সে বললো: “এই মাসটি রহমতের, বরকতের এবং তাওবার। এগুলো করলে আল্লাহ পাক আমাকে হয়তো ক্ষমা করে দেবেন।” সে যখন মারা গেলো, কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: “مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” সে উত্তর দিলো: “পবিত্র রমযান মাসকে সম্মান করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যারা পবিত্র রমযান মাসকে সম্মান দেয় দয়াময় আল্লাহ পাক তাদের উপর কত বড় মেহেরবানী করেন। সারা বছর নামায না পড়া লোককেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন কেবল রমযান মাসে ইবাদত করার কারণে। এই ঘটনা থেকে কেউ যেন এইরূপ ভুল না বুঝেন যে, এখন তো সারা বছর নামায থেকে ছুটি পাওয়া গেল! শুধু রমযান মাসেই নামায-রোযার ধারাবাহিকতা করবো এবং সোজা জান্নাতে চলে যাবো। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসল কথা হলো, আল্লাহর আযাব কিংবা ক্ষমা কেবল আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে কোন মুসলমানকে বাহ্যিক কোন নগণ্য নেক আমলের কারণেও আপন দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর যদি ইচ্ছা করেন, বড় বড় নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কাউকে কেবল নগণ্য একটি গুনাহের কারণেও তাঁর ইনসাফ দিয়ে আটক করতে পারেন। তৃতীয় পারার সূরা বাকারার ২৮৪ নম্বর

(১) (দুররাতুন নাসিহীন, ৮ পৃষ্ঠা)

আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ<sup>ط</sup>

(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৮৪)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন।)

### ﴿১৫১﴾ সুদর্শণ বালককে দেখার আপদ

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: হযরত সাযিয়্যুনা আবু আবদুল্লাহ্ যার্বাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: “مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দাঁড় করালেন। তারপর আমার সেসব গুনাহ তিনি ক্ষমা করে দিলেন যেগুলো করেছি বলে আমি স্বীকার করেছি। তবে একটি গুনাহ ক্ষমা করেননি, যেটি স্বীকার করতে আমার লজ্জাবোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। কেবল সেই একটি গুনাহর কারণে আমাকে ঘামের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। এক পর্যায়ে আমার মুখের মাংস ঝরে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো: “সেই গুনাহটি কী?” বললেন: আমি একবার কোন এক সুদর্শণ বালকের দিকে কামভাব নিয়ে তাকিয়েছিলাম। ব্যস! সেই গুনাহটি স্বীকার করতে আল্লাহ পাকের দরবারে আমার বড়ই লজ্জা লেগেছিলো।”<sup>(১)</sup>

### ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কোন সুদর্শণ বালকের দিকে কামভাব নিয়ে তাকানোর পরিণতি কী ভয়াবহ। মনে রাখবেন! শুধু সুদর্শণ বালকের দিকে কামভাব নিয়ে দেখাই গুনাহ নয়, বরং চোখ নিচের দিকেই আছে, কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেটির বুক, হাত, পা ইত্যাদি বরং শুধু পোশাকেই চোখ

<sup>(১)</sup> (আর রিসালাতুল কুশাইরী, বাবু রুয়াল কওম, ৪২০ পৃষ্ঠা)

পড়ছে আর কামভাবের স্বাদ পাওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা পোশাকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও গুনাহ্, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। সুদর্শনের একটি নিদর্শন এও যে, বার বার তার দিকে দেখতে মন চায়, আর স্বাদ পাওয়ার কারণে সেখান থেকে চলে আসতে ইচ্ছা হয় না। এমন যদি হয়, তাহলে সেখান থেকে চলে আসা ওয়াজীব। অন্যথায় গুনাহ্ মিতার চলতে থাকবে। বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা’ রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

### ﴿১৫২﴾ আহ! যদি নবীর যুগে হতো!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন লাইছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟” অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?” উত্তর দিলেন: “একদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে আমি আমার বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলাম (কারণ, তিনি বাদশা ছিলেন)। সংখ্যায় অধিক হওয়ায় আমার মনে আনন্দ সৃষ্টি হলো। তখনই আমার মনের মধ্যে বাসনা হলো। হায়! আমি যদি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যুগে হতাম! তাহলে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করতে পেলে ধন্য হতে পারতাম। ফলে আল্লাহ পাকের কাছে আমার এই বাসনাটি পছন্দ হয়ে গেলো। তাই তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন!”<sup>(১)</sup>

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ )

<sup>(১)</sup> (সিয়রে আলামুন নিবলা লিয যাহাবী, নম্বর: ২১৫৭। আমর বিন লাইছ, ১০তম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

তথ্যসূত্র

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	আল্লাহ পাকের বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কানযুল দৈমানের অনুবাদ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, মৃত্যু ১৩৪০হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
তাকসীরে রুহুল বয়ান	মৌলভী আল রুম শায়খ ইসমাঈল হকী বারোসী, মৃত্যু ১১৩৮হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
তাকসীরে নদ্বীমী	মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নদ্বীমী, মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	কোয়েটা পাকিস্তান
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বোখারী, মৃত্যু ২৫৬হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী, মৃত্যু ২৬১হিঃ	দারুল ইবনে হাজম, ১৪১৯হিঃ
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সলাইমান বিন আশ'আশ সাজিস্তানি, মৃত্যু ৬৭৫হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, মৃত্যু ২৭৯হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
সুনানে নাসায়ী	ইমাম আহমদ বিন শুয়াইব নাসায়ী মৃত্যু ৩০৩হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
সুনানে ইবনে মাজাহ	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন যায়িদ ইবনে মাজাহ, মৃত্যু ৬৭৩হিঃ	দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাযল, মৃত্যু ২৪১হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
আয যুহদ	ইমাম আহমদ বিন হাযল মৃত্যু ২৪১হিঃ	দারুল ফিকির বৈরুত
আয যুহদ	ইমাম আহমদ বিন হাযল মৃত্যু ২৪১হিঃ	দারুল গাদাল জাদীদ
আল মুসাল্লিফ	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকীম মৃত্যু ২৩৫হিঃ	দারুল ফিকির বৈরুত
আল মুসতাদরাক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকীম মৃত্যু ৪০৫হিঃ	দারুল মারুফ বৈরুত
মিশকাতুল মাসাবিহ	আল্লামা ওয়ালীউদ্দীন তিবরীযি, মৃত্যু ৭৪২হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
শামায়েলে মুহাম্মদীয়া	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী মৃত্যু ২৭৯হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী,
হিলাতুল আউলিয়া	ইমাম হাফেয আবু নাদ্বিম ইস্পাহানী মৃত্যু ৪৩০	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী, মৃত্যু ৪৫৮হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
দালাইলুল নববী	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী মৃত্যু ৪৫৮হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, মৃত্যু ৩৬০হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
মু'জাম কাবির	ইমাম আবুল কাসেম সলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, মৃত্যু ৩৬০হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মুতাকী বিন হিশামুদ্দিন হিন্দী, মৃত্যু ৯৭৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
তারিখে মদীনা দামেস্ক	আবুল কাসেম আলী বিন হুসাইন আল মারুফ ইবনে আসাকির মৃত্যু ৫৭১হিঃ	দারুল কুতুবিল ফিকির
কাশফুল খাফা	শায়খ ইসমাইল বিন মুহাম্মদ আ'জলুনি, মৃত্যু ১১৬২হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
আল মু'সয়াতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া	ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কুরশী, মৃত্যু ২৮১হিঃ	মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ

মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা মোল্লা আলী বিন সুলতান ক্বারী, মৃত্যু ১০১৪হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
ফয়যুল কাদীর	ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাবী মৃত্যু ১০৩১হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া,
উমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনি, মৃত্যু ৮৫৫হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
শরহে সহীহ মুসলিম	ইমাম ইহইয়া বিন শরফুদ্দীন নববী মৃত্যু ৬৭৬হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল হাভী লিল ফাতাওয়া	ইমাম জালালুদ্দিন বির আবি বকর সুয়ুতী, মৃত্যু ৯১১হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
জামেউল আহাদিস	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ুতী শাফেয়ী মৃত্যু ৯১১হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
আশ শিফা বিতারিফিল হুকুকিল মুস্তফা	আল কাযী আবুল ফযল আয়ায মালেকী, মৃত্যু ৫৪৪হিঃ	মারকায আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা, হিন্দ, ১৪২৩হিঃ
শাওয়াইদুন নবুওয়াত	আব্দুর রহমান জামী ৮৯৮হিঃ	.....
মারেকাতুস সাহাবা	আবু নাসীম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইম্পাহানী মৃত্যু ৪৩০হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া,
আসাদুল গাবা	হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী মৃত্যু ৮৫২হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল ইসতিযাব	আবু ওমর ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ কুরতুবী মৃত্যু ৪৬৩হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া	ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল করীম হাওয়াজন কুশাইরি মৃত্যু ৪৬৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
নাসিমুর রিয়ায	শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ওমর খাফাজি, মৃত্যু ১০২৯হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া	ইমাম হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর মৃত্যু ৭৭৪হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া,
আল ইসাবা	ইমাম হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী মৃত্যু ৮৫২হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আত তাহাজীব ওয়াত তারহীব	ইমাম হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী মৃত্যু ৮৫২হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
কিতাবুল কাবায়ের	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী, মৃত্যু ৭৪৮হিঃ	পেশওয়ার পাকিস্তান
তারীখুল ইসলাম	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮হিঃ	আল মাকতাবাতুশ শামেলা
তায়কিরাতুল হুফফাজ	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল কামেলু ফি দুঅফায়ির রিজাল	ইমাম আবু আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আদী আল জুরযানী মৃত্যু ৩৬৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
মিয়ানুল ইতিদাল	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
লিসানুল মিয়ান	ইমাম হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী মৃত্যু ৮৫২হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী,
তারীখে বাগদাদ	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী খতিবে বাগদাদ মৃত্যু ৪৬৩হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল জামে লি আখলাকির রাওয়া	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী খতিবে বাগদাদ মৃত্যু ৪৬৩হিঃ	আল মাকতাবাতুশ শামেলা
আর রিহলাতু ফি তুলাবিল হাদীস	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী খতিবে বাগদাদ মৃত্যু ৪৬৩হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
মানাকিবে ইমামে আযম	আল মাওকুফ বিন আহমদ মাক্কী মৃত্যু ৫৬৮হিঃ	কোয়েটা পাকিস্তান
মানাকিবে ইমামে আযম	মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মদ আল মায়ারুফ বিন বাযার মৃত্যু ৮২৭হিঃ	কোয়েটা পাকিস্তান

তারীখুল খোলাফা	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সূফুতী শাফেয়ী মৃত্যু ৯১১হিঃ	বাবুল মদীনা করাচী
শরহুস সুদুর মাআ বাশরিল কায়িবি বিলিকায়িল হাবীব	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সূফুতী শাফেয়ী মৃত্যু ৯১১হিঃ	মারকায আহলে সুন্নাত বরকত রেযা
ইহইয়াউল উলুমুদ্দিন	হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ ইমাম মুহাম্মদ গাযালী, মৃত্যু ৫০৫হিঃ	দারুলছাদির, বৈরুত, ২০০০ ইংরেজী
কিমিয়ায়ে সাদাত	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ গাযালী মৃত্যু ৫০৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
মাজমুআতে রাসায়িল	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ গাযালী মৃত্যু ৫০৫হিঃ	দারুল ফিকির বৈরুত
মিনাজুল আবেদীন	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ গাযালী মৃত্যু ৫০৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
ইতিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকীন	আল্লামা মুরতাযা জুবাইদী, মৃত্যু ১২০৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
সীয়ারু আলামীন নুবালা	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮হিঃ	দারুল ফিকির বৈরুত
ওয়াকিয়াতু ইয়ান	আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ খালকান মৃত্যু ৬৮১হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
সাফফাতুস সাফফাত	ইমাম আবুল ফারায় ইবনে জাওযী মৃত্যু ৫৯৭হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল মুনতামিম	ইমাম আবুল ফারায় ইবনে জাওযী মৃত্যু ৫৯৭হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আর রওত্তুর রিয়াহীন	আবুস সাদাত আব্দুল্লাহ বিন আসাদ ইয়াফি মৃত্যু ৭৬৮হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
তাবকাতুস সুফিয়া	আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ বিন হুসাইন সালামী মৃত্যু ৪১২হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আর রাওত্তুল ফায়েক ফিল মাওয়ায়েজে ওয়ার রাকায়িক	মুবাল্লাগে ইসলাম আশ শায়খ শুয়াইব বিন সাদ আব্দুল কাফী হারিফিশ মৃত্যু ৮১০হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী,
বুসতানে মুহাদ্দিসিন	শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী	করাচী পাকিস্তান
আল বাবু ফি উলুমিল কিতাব	ইমামুল মুফাসসির আবু হাফস ওমর বিন আলী বিন আদেল দামেকী হাশ্বলী মৃত্যু ৮৮০হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল জাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর	শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনে হাজর হায়তিমী মৃত্যু ৯৭৪হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
শরহে উসুলে ইতিকাদে আহলে সুন্নাত	শায়খ ইমাম আল্লামা হাফেয আবুল কাসেম হিব্বাতুল্লাহ তাবরী মৃত্যু ৪১৮হিঃ	দারুল বসীর ইস্ফান্দারী
আল হায়রাতুল হিসান	আল্লামা শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন হাজর হায়তিমী মৃত্যু ৯৭৪হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
জামে বয়ানুল ইলম ওয়া ফাযলিহি	ইমাম হাফেয বিন আব্দুল বারী কুরতুবী মৃত্যু ৪৬৩হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
কাশফুল মাহযুব	শায়খ আলী বিন ওসমান হিজওয়ারী আল মারুফ দাতা গঞ্জে বখশ মৃত্যু ৪৮১হিঃ	নাওয়ালে ওয়াস্তা খ্রিস্টার লাহোর পাকিস্তান
কুতুল কুলুব	আবু তালেব মুহাম্মদ বিন আলী হারাসী মাক্কী মৃত্যু ৩৮৬হিঃ	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রেযা
আল কুরবাতু ইলা রব্বিল আলামিন	আবুল কাসেম খালফ বিন আব্দুল মালিক বিন মাসউদ বিন বাশকাওয়াল আনসারী আন্দালুসী মৃত্যু ৫৭৮হিঃ	আল মাকতাবাতুশ শামেলা
মাসালাকিল হনাফা	আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী মৃত্যু ৯২৩হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
তাবকাতুশ শাফেআতুল কোবরা	আল্লামা তাজ উদ্দীন সাবকী মৃত্যু ৭৭১হিঃ	আল মাকতাবাতুশ শামেলা
তাবকাতুল হনাবিলা	কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মদ আল মারুফ আবি ইয়াল মৃত্যু ৫২৬হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
হয়াতুল হায়ওয়ানুল কোবরা	কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুসা বিন ইসা মৃত্যু ৮০৮হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
সাদাতুত দারাইন	কাযী শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাদিল নাবহালী মৃত্যু ১৩৫০হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
তাখিহুল মুগতাবিন	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শায়রানী মৃত্যু ৯৭৩হিঃ	দারুল মারুফা



আল বাহরুর রায়েক	যাইনুদ্দীন বিন ইবরাহীম নাজিম মিসরী মৃত্যু ৯৭০হিঃ	কোয়েটা পাকিস্তান
আদ দুররে মুখতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী মৃত্যু ১২৫২হিঃ	দারুল মারুফ বৈরুত
দুররাভুন নাসেহীন	আল্লামা ওসমান বিন হাসান বিন আহমদ খুদরী মৃত্যু ১২৪১হিঃ	দারুল ফিকির বৈরুত
আল হাদিকাভুন নাদীয়া	ইমাম আব্দুল গণী বিন ইসমাঈল নাবলুসী মৃত্যু ১১৪৩হিঃ	নূরীয়া রযবিয়া ফয়সালাবাদ
আল ইলাম	খায়রুদ্দীন যুরকালী মৃত্যু ১৩৯৬হিঃ	দার ইবনে হায়ম
মু'জামুল মুআল্লিফিন	উমর রেযা খালালী মৃত্যু ১৪০৮হিঃ	মাওসুয়াতুর রিসালহ
জামে কারামাতুল আউলিয়া	আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী মৃত্যু ১৩৫০হিঃ	মারকাযে আহলে সন্নাত বরকত রেযা হিন্দ
তায়কিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার মৃত্যু ৬০৬/৬১৬হিঃ	ইনতিশারাছ গানজিনা তেহরান
তায়কিরাতুল আউলিয়া (অনুবাদ)	শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার মৃত্যু ৬০৬/৬১৬হিঃ	শিকির বেরাদার, লাহোর
নাফহাতুল আনাস (অনুবাদ)	আব্দুর রহমান জামী মৃত্যু ৮৯৮হিঃ	শিকির বেরাদার, লাহোর
নুহাতুল ক্বারী	ফকিহে আযম হিন্দ মুফতি মুহাম্মদ শারীফুল হক আমজাদী মৃত্যু ৪২১হিঃ	ফরিদ বুক স্টল
ফতোয়ায়ে রযবিয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান মৃত্যু ১৩৪০হিঃ	রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর
মিরাতুল মানাযিহ	মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঙ্গী মৃত্যু ১৩৯১হিঃ	যিয়াউল কুরআন
আল মালফুয	আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান মৃত্যু ১৩৪০হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
হায়াতে আলা হযরত	মাওলানা জাফর উদ্দীন বিহারী মৃত্যু ১৩৮২হিঃ	মাকতাবাতে রযবিয়া লাহোর
বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী মৃত্যু ১৩৬৭হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মলফুজাতে আলা হযরত	মুফতিয়ে আযম হিন্দ মোস্তাফা রেযা খান মৃত্যু ১৪০২হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
আখলাখুস: সালেহিন	আল্লামা মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দীস কোটলবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফয়যানে সন্নাত	আমীরে আহলে সন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
তায়কিরায়ে ইমাম আহমদ রযা	আমীরে আহলে সন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সৈয়্যদি কুতবে মদীনা	আমীরে আহলে সন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
আশেকে আকবর	আমীরে আহলে সন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
কারামাতে ফারুকে আযম	আমীরে আহলে সন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالشُّكْرُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَالْإِنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالشُّكْرُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَالْإِنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

## সুন্নাতের বাহ্যর

السُّنَّةُ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে সাওয়াবের নিয়তে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার মিখাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস পড়ে তুলুন। اِنَّ شَاءَ اللهُ এর বরকতে ইমানের হিফাযত, তনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنَّ شَاءَ اللهُ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنَّ شَاءَ اللهُ

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৪  
ফরযানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সয়েলবাব, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৪৫১৭  
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আপলকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৭৮  
ফরযানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, দীলকামারী। মোবাইল: ০১৭২২৮০৪০৬২  
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net



নেহতে জাফর